প্রকাশনায় ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪১ ৭-১৩ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

যা নিয়ে অমর হব না তা নিয়ে করব কি !

মহাপ্রয়াণ

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ফাদার বিকাশ হিউবার্ট রিবেরু

জন্ম: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ২০ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ঠিকানা: মুসরইল, চন্দ্রিমা, রাজশাহী।

"যেতে আমি দিব না তোমায়। তবুও সময় হল শেষ, তবু হায় যেতে হল।" অকালেই হল তোমার মহাপ্রয়াণ। জীবনের অন্তিম লক্ষ্য পরম পিতার সাথে মিলিত হলে স্বর্গরাজ্যে, তাঁরই ডাকে। ঈশ্বরের সকল সৃষ্টির প্রতি ছিল তোমার পরম মমতা ও ভালোবাসা। তুমি ছিলে সৎ, অধ্যবসায়ী, নিষ্ঠাবান, বিনয়ী, মিষ্টভাষী, বুদ্ধিদীপ্ত, প্রজ্ঞাবান সর্বোপরি খ্রিস্টের আদর্শে অনুপ্রাণিত একজন আদর্শ বিবেকসম্পন্ন মানুষ। আশীর্বাদ করো যেন তোমার আদর্শের অনুসারী হতে পারি।

তোমার ভালোবাসার - **বোন:** সিস্টার রমলা রিবেরু এমসি, সুফলা রিবেরু, এবং সুজলা মেরী রিবেরু। **ভাই:** সুভাষ এস. রিবেরু। **ভাই-বউ:** মীরা রোজারিও ও সুন্দরী কস্তা এবং ভাতিজা, ভাতিজী, ভাগিনা, ভাগ্নি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৪১
৭ - ১৩ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২৩ - ২৯ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

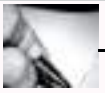

সম্পাদকীয়

অনন্ত আনন্দধামের পথে আমাদের যাত্রা শুভ হোক

আমরা যখন এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাত্রা করি তখন পরিচিত মহল আমাদের মঙ্গল যাচ্না করে বলে থাকেন 'তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।' এ শুভাশিষ জানানোর সাথে সাথে পরোক্ষভাবে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, জীবনের যাত্রাপথ মসৃণ নয়, বিপদ-সংকুল। যেকোন সময় যেকোন বড় দুর্ঘটনা আমাদের জীবনে আসতে পারে। তাই ঈশ্বরনির্ভরশীলতার সাথে সাথে আমাদেরকে সচেতনভাবে জীবন পরিচালনা করতে হয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলোতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে মর্ত্যে আমাদের অবস্থান খুব স্বল্প সময়ের। তবে এই স্বল্প সময়ের ব্যপ্তিটা কতটা দীর্ঘ তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। যেকোন সময় ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর সবকিছু ত্যাগ করে আমাদেরকে অনন্ত জীবনের অধিবাসী হতে হবে। অনন্ত জীবনের অধিবাসী হবার জন্য এ জগতে অবস্থানকালে আমাদের যাত্রার প্রস্তুতি কেমন- তা মূল্যায়ন করতে হয়।

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য আত্ম-মূল্যায়নের অন্যতম একটি সময় নভেম্বর মাস। ঐতিহ্যগতভাবে এ মাসটিকে পরলোকগতদের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা তাদের মৃত প্রিয়জনদের কথা ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে স্মরণ করার সাথে সাথে তাদের আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা ও ছোট ছোট দয়ার কাজ করেন। তারা বিশ্বাস করেন প্রার্থনা ও দয়ার কাজের মধ্যদিয়ে মৃত প্রিয়জনদের আত্মা অনন্ত সুখের রাজ্যে প্রবেশ করবে। মাতামণ্ডলী মৃত প্রিয়জনদের জন্য অনবরত প্রার্থনা করার উদাত্ত আহ্বান করেন। বিশেষভাবে এই নভেম্বর মাস জুড়ে শূচ্যগ্নিস্থানে বিদ্যমান সকল আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করার বিশেষ ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রার্থনা করার বাহ্যিক প্রকাশও বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে অনেকেই মৃত প্রিয়জনদের কবরে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন, বাড়িতে মৃতের পুণ্যস্মৃতি রেখে প্রার্থনা করেন, মৃতদের স্মরণে খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য রাখেন। এই ভাল কাজগুলোকে নির্দিষ্ট একটি মাসে সীমাবদ্ধ না রেখে সব সময়ের জন্য এবং বাহ্যিকতার বাড়ম্বতা না বাড়িয়ে আন্তরিকতায় করলে আরো বেশি ফলপ্রসূতা আনবে সমাজ জীবনে। মৃতদের আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা আমাকে ও আমার নিজের জন্য প্রার্থনা করতে এবং নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে সহায়তা করবে।

মৃত্যু মানে একটি জীবনের পরিসমাপ্তি বা ইতি। কিন্তু কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাস অনুসারে মৃত্যু হল অনন্ত জীবনের পথে যাত্রা। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন আছে। আর সেই জীবন পরম পিতার সাথে। আর এই পথ খুলে দিয়েছেন স্বয়ং প্রভু যিশুখ্রিস্ট। তিনি নিজে ঈশ্বর পুত্র হয়েও আমাদের মতো মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন এবং মৃত্যুর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করে আমাদের জন্যে সুযোগ করে দিয়ে গেছেন পরকালে পরম পিতার সাথে অনন্তকাল বসবাসের। তিনি নিজেই বলে গেছেন আমি পথ, সত্য ও জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারবে না।

এই মৃতলোকের মাস আমাদের শিক্ষা দেয় যেন আমরা মৃতদের স্মরণ করি, তাদের জন্যে প্রার্থনা করি এবং সেই সাথে নিজের জীবনে সংশোধন আনি। এইভাবে ভুল থেকে ফিরে সংশোধিত হয়ে নিজেকে অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত করি। খ্রিস্টের দেখানো পথে চললে মৃত্যু আমাদেরকে ধ্বংস করবে না কিন্তু চালিত করবে অনন্ত সুখের রাজ্যে। মৃত্যুদ্বার পেরিয়েই আমরা অমৃতের দিকে চালিত হব। তাই মৃত্যু ভয়ে ভীত না হয়ে প্রতিদিন মৃত্যুর কথা স্মরণ করি। ভাল ও পবিত্র জীবন-যাপনের মধ্যদিয়ে ভাল মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকি। †

আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাদের সকলের চেয়ে এই গরিব বিধবাই বেশি দিল; কেননা অন্য সকলে নিজ নিজ বাড়তি ধন থেকে কিছু কিছু দিয়েছে, কিন্তু সে নিজের চরম দরিদ্রতায় তার যা কিছু ছিল, তার জীবন সর্বস্বই দিল। - *(মার্ক ১২:৪৪)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

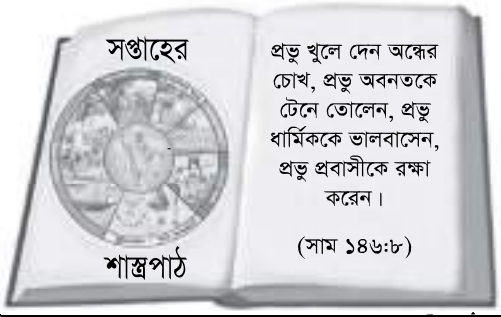

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৭ - ১৩ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৭ নভেম্বর, রবিবার
১ রাজাবলি ১৭: ১০-১৬, সাম ১৪৬: ৬গ-৭, ৮-১০, হিব্রু ৯: ২৪-২৮, মার্ক ১২: ৩৮-৪৪

৮ নভেম্বর, সোমবার
প্রজ্ঞা ১: ১-৭, সাম ১৩৯: ১-৩ক, ৪-১০, লুক ১৭: ১-৬

৯ নভেম্বর, মঙ্গলবার
লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস-এর পর্ব
এজেকিয়েল ৪৭: ১-২, ৮-৯, ১২; অথবা, ১ করি ৩: ৯গ-১১, ১৬-১৭, সাম ৪৬: ১-২, ৪-৫, ৭-৮ক, ৯ক, যোহন ২: ১৩-২২

১০ নভেম্বর, বুধবার
মহাপ্রাণ লিও, পোপ ও আচার্য-এর স্মরণ দিবস
প্রজ্ঞা ৬: ১-১২, সাম ৮২: ৩-৪, ৬-৭, লুক ১৭: ১১-১৯
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
বেন-সিরাখ ৩৯: ৬-১০, সাম ৩৭: ৩-৬, ৩০-৩১, মথি ১৬: ১৩-১৯

১১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধু মার্টিন, বিশপ-এর স্মরণ দিবস
প্রজ্ঞা ৭: ২২--- ৮: ১, সাম ১১৯: ৮৯-৯১, ১৩০, ১৩৫, ১৭৫, লুক ১৭: ২০-২৫
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
মিখা ৬: ৬-৮, সাম ১: ১-৬, মথি ২৫: ৩১-৪৬

১২ নভেম্বর, শুক্রবার
সাধু যোসাফাৎ, বিশপ ও ধর্মশহীদ-এর স্মরণ দিবস
প্রজ্ঞা ১৩: ১-৯, সাম ১৯: ১-৪খ, লুক ১৭: ২৬-৩৭
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
হিব্রু ১০: ৩২-৩৬, সাম ১: ১-৬, যোহন ১১: ৪৫-৫২

১৩ নভেম্বর, শনিবার
মা-মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
প্রজ্ঞা ১৮: ১৪-১৬; ১৯: ৬-৯, সাম ১০৫: ২-৩, ৩৬-৩৭, ৪২-৪৩, লুক ১৮: ১-৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৭ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৫৬ মাদার এম. আম্ব্রোস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৪ সিস্টার এম. ইমেল্ডা ক্রুজ আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০১৫ ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা (ঢাকা)

৮ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯৮১ সিস্টার মারী হেলেন এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১০ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯৮৭ ফাদার আন্তনিও আল্‌বের্তন্‌ এসএক্স (খুলনা)

১১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫৭ ফাদার লিও গোগিন সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮০ সিস্টার এম. বনিফাস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৮ সিস্টার আগ্নেস মিনজ সিআইসি (দিনাজপুর)

১২ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৬৩ ফাদার আলফন্স মেতিভিয়ার সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৩ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৯১৯ সিস্টার এম.এউস্টেল্ল অব যীজাস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯২৮ ফাদার লুইজি ব্রামবিল্লা পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৩৮ ব্রাদার জন হাইম সিএসসি
+ ১৯৭১ ফাদার উইলিয়াম ইভান্স সিএসসি (ঢাকা)

পরিত্রাণ-ব্যবস্থায় দৃঢ়ীকরণ

১৩১৫: জেরুসালেমে প্রেরিতদূতেরা যখন শুনতে পেলেন যে, সামারিয়া ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করে নিয়েছে, তখন তারা পিতর ও যোহনকে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন। এসে তারা তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা পবিত্র আত্মাকে পায়; কেননা পবিত্র আত্মা তাদের কারও উপরে তখনও আসেননি, বাস্তবিকই তারা কেবল প্রভু যীশু-নামের উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছিল। তখন তারা তাদের উপর হাত রাখলেন, আর তারা পবিত্র আত্মাকে পেল"। *(শিষ্যচরিত ৮:১৪-১৭)*

১৩১৬: দৃঢ়ীকরণ দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহকে পূর্ণতা দান করে; এই সংস্কারই আমাদের দান করে পবিত্র আত্মাকে, যাতে তিনি ঐশ সন্তানত্বে আমাদের গভীরভাবে প্রোথিত করেন, খ্রীষ্টের সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে আমাদের অঙ্গীভূত করে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে আমাদের বন্ধন জোরদার করেন, তার মিশনদায়িত্বে আমাদের আরও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করেন, এবং কথায় ও তার সঙ্গে কাজে খ্রীষ্টবিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করতে আমাদের সাহায্য করেন।

১৩১৭: দৃঢ়ীকরণ, দীক্ষাস্নানের মতই, খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আত্মায় একটি আধ্যাতিক চিহ্ন বা অক্ষয় ছাপ মুদ্রাঙ্কিত করে; এই কারণে একজন মানুষ জীবনে মাত্র একবারই এই সংস্কার গ্রহণ করতে পারে।

১৩১৮: প্রাচ্যে দীক্ষাস্নানের পরপরই এই সংস্কার প্রদান করা হয় এবং তার পরে পরেই খ্রীষ্টপ্রসাদে অংশগ্রহণ করা হয়; এই ঐতিহ্য খ্রীষ্টীয় জীবনে প্রবেশ-সংস্কারত্রয়ের ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরে। লাতিন মণ্ডলীতে এই সংস্কার প্রদান করা হয় বিচার-বুদ্ধির বয়ঃপ্রাপ্তির পর, এবং সংস্কারীয় অনুষ্ঠানটি সাধারণতঃ বিশপের জন্যই সংরক্ষিত থাকে, এভাবে সংস্কারটি যে মাণ্ডলিক বন্ধন জোরদার করে, সেই অর্থই বহন করে।

১৩১৯: দৃঢ়ীকরণ সংস্কারপ্রার্থী, যার বিচার-বুদ্ধির বয়ঃপ্রাপ্তি হয়েছে, তাকে ধর্মবিশ্বাস স্বীকার করতে হবে, ঐশপ্রসাদের অবস্থায় থাকতে হবে, সংস্কার গ্রহণে ইচ্ছা পোষণ করতে হবে, এবং মাণ্ডলিক সমাজের অভ্যন্তরে ও জাগতিক বিষয় উভয় ক্ষেত্রেই খ্রীষ্টের শিষ্য ও সাক্ষীর ভূমিকা গ্রহণে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঘোষণা

বিশেষ কারণবশত "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র আগামী সংখ্যা ১৪-২০ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যাটি প্রকাশ হবে না। মৃত প্রিয়জনদের নিয়ে আপনাদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের লেখাগুলো নিয়ে পরবর্তী সংখ্যা বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হবে। এছাড়াও আগমনকালের লেখাগুলো অতিশীঘ্রই পাঠিয়ে দিন প্রতিবেশীর ঠিকানায়।

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

নিউটন ওবার্টসন সরকার সিএসসি

রবিবাসরীয় উপদেশ
সাধারণকালের ৩২তম রবিবার
তারিখ: ২৯-১০-২০২১

প্রথম পাঠ : ১ রাজাবলি ১৭: ১০-১৬ পদ
দ্বিতীয় পাঠ : হিব্রু ৯: ২৪-২৮ পদ
মঙ্গলসমাচার : মার্ক ১২: ৩৮-৪৪ পদ

একবার কোলকাতার সাধ্বী তেরেজার কাছে একজন ভিক্ষুক এসে বলল, "সবাই আপনাকে কিছু না কিছু দিয়ে সাহায্য করে, আমিও আপনাকে কিছু দিতে চাই।" ভিক্ষুকটি মাদার তেরেজাকে দশ পয়সার একটা মুদ্রা দিতে চাইল। মাদার তেরেজা মনে মনে ভাবতে লাগলেন: 'আমি যদি এই মুদ্রাটি নেই, তবে তাকে হয়তো ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকতে হবে, কিন্তু যদি না নেই, তবে সে কষ্ট নিয়েই চলে যাবে।' তিনি মুদ্রাটি রাখলেন। পরে তিনি এক সহভাগিতায় বলেছিলেন, "আমি সেদিন একান্ত ভাবেই উপলব্ধি করলাম, এই সামান্য দশ পয়সার মুদ্রাটি আমাকে নোবেল পুরস্কারের চেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছিল, আমার কাছে মনে হয়েছে তা নোবেল পুরস্কারের থেকেও মহৎ ছিল। কেননা তার যা কিছু সম্বল ছিল তাই সে দিয়ে দিল। আমি তার চেহারায় দান করার যে আনন্দ তা স্পষ্ট ভাবেই লক্ষ্য করেছিলাম।"

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাশীল ও স্নেহাস্পদ প্রিয়জনেরা, আজকের পাঠেই আমারা লক্ষ্য করি, শেষ সম্বলটুকু দান করার দৃষ্টান্ত। প্রথম পাঠে বিধবার শেষ সম্বলটুকু দিয়ে প্রবক্তা এলিয়ের আতিথ্য প্রদান, দ্বিতীয় পাঠে খ্রিস্ট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রিক্ত করে মানুষের পাপের জন্য বলিরূপে উৎসর্গ করলেন এবং মঙ্গলসমাচারে বিধবার শত অভাব থাকা সত্ত্বেও তার শেষ সম্বলটুকু মন্দিরে দান করলেন।

আজকের প্রথম পাঠে আমরা দেখতে পাই সারেফ্তা শহরের বিধবার ঈশ্বর বিশ্বাস ও আতিথেয়তা। যিনি প্রবক্তা এলিয়ের সেবার জন্য তার নিজের ও ছেলের জন্য যে শেষ সম্বলটুকু খাবার ছিল তাও দিয়ে দিলেন। প্রবক্তা এলিয় বিধবার কাছে এমন সময় আবির্ভূত হলেন যখন চারিদিকে দুর্ভিক্ষ চলছে। একটা জালার মধ্যে এক মুঠো ময়দা এবং ভাঁড়ের মধ্যে খানিকটা তেল ছাড়া আর কিছুই নেই। হয়তো এটাই হবে তাদের মা-ছেলের শেষ বারের মত খাবার গ্রহণ। কারণ তখনকার সময়ে বিধবাদের জীবন ছিল যথেষ্ট কঠিন। সংসারে উপার্জন ও ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপরই বর্তায়। তৎকালীন সময়ে বিধবার জন্য এই কাজটি করা ছিল যথেষ্ট কঠিন। এই পাঠে আমাদের জন্য লক্ষ্যণীয় দিকটি হল ঈশ্বরের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। নিজের ও ছেলের জন্য শেষ সম্বলটুকু সে প্রবক্তা এলিয়কে প্রদান করল। বিধবার ঈশ্বর বিশ্বাস, দয়া ও উপকারে প্রীত হয়ে ঈশ্বর তাকে ও তার পরিবারকে খাদ্যের প্রাচুর্য দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন।

দ্বিতীয় পাঠে মহাযাজক খ্রিস্ট সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্য নিজেকেই যজ্ঞবলি রূপে উৎসর্গ করলেন, একবার এবং চিরকালেরই মত। স্বয়ং ঈশ্বর হয়েও তিনি স্বর্গ থেকে আমাদের ধুলার পৃথিবীতে আগমন করলেন এবং নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করলেন। 'আকারে প্রকারে তিনি মানুষ হলেন', কষ্টভোগ করে মানব জাতির পাপ মোচনার্থে মৃত্যুবরণ করলেন। খ্রিস্টবিশ্বসী হিসেবে, দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি হিসেবে আমাদেরকেও প্রতিনিয়ত খ্রিস্টকে আমাদের অন্তরে ধারণ করতে হবে এবং অন্যের কাছে নিয়ে যেতে হবে। নিজের ইচ্ছা নয় বরং ঈশ্বর আমাদের কাছে কী চান, কী করলে আমরা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে পারি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

আজকের মঙ্গলসমাচারের দু'টি ভাগ রয়েছে: প্রথম ভাগে যিশু শাস্ত্রীদের ধর্মীয় লোকাচারের জন্য তাদের বিদ্রুপ করছেন এবং দ্বিতীয় ভাগে বিধবার সামান্য দানকে তিনি সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। শাস্ত্রীরা নিজেদেরকে উপরে তুলে ধরার জন্য নিয়ম করেন, সর্বদা এবং সব জায়গায় সম্মান পেতে চান। একদিকে তারা বিধবাদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করেন আবার লম্বা লম্বা প্রার্থনাও করেন। অর্থাৎ তারা এমন ধরণের ধর্মীয় রীতি-নীতির প্রবর্তন করেন, যারা দরিদ্র তাদের জন্য তা পালন করা সত্যিই কঠিন বিশেষ করে আজকের এই বিধবার মত যারা। মন্দিরের কোষাগারের বাক্সে ধনী লোকেরা এসে বেশ কিছু টাকা পয়সা দিয়ে গেল। তারা কিন্তু দান হিসেবে তাদের বাড়তি সম্পদের অংশ দিয়ে গেল। এই অতিরিক্ত বা বাড়তি সম্পদ না থাকলে তাদের কোন ক্ষতিও হবে না আবার কষ্টও হবে না। একজন বিধবা আসলেন এবং দান করলেন দু'টি মুদ্রা যার দাম হবে দু'চার পয়সার মত। যিশু বিষয়টি লক্ষ্য করে বললেন, ধনী লোকেরা নয় বরং এই বিধবাই সবচেয়ে বেশি দিয়েছে। যিশু এই বিধবার দানকে সবচেয়ে বড় করে দেখলেন, কারণ বিধবা তার যা কিছু ছিল সবই দিয়ে গেলেন। তার এই ক্ষুদ্র দানে রয়েছে তার অনেক বড় স্বার্থত্যাগ ও ধর্মীয় বিধান পালনের একনিষ্ঠ মনোভাব। যিশু বিধবাকে ঈশ্বর ভক্তির এক মূর্তিমান আদর্শ বলেই সবার সামনে তুলে ধরলেন। দরিদ্র বিধবা পার্থিব সম্পদের চেয়ে ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখেছে।

যিশু গরীব বিধবার ঈশ্বর ভক্তি ও নিষ্ঠার জন্য তার প্রশংসা করলেন। যিশু প্রতীয়মান করে তুললেন শাস্ত্রীদের ভণ্ডামী এবং গরীব বিধবার প্রকৃত ধর্মময়তা। আমাদের এই জগৎ সংসার বাইরের বিষয়ই বেশি লক্ষ্য করে, বাহ্যিক গুণ বিচার করে, কিন্তু ঈশ্বর লক্ষ্য করেন সৎ ইচ্ছা ও কাজ এবং অন্তরের বিশুদ্ধতা। অভাব থেকে দান করার যে মূল্য রয়েছে, অতিরিক্ত সম্পদ থেকে দান করার মধ্যে সে মূল্য নেই। অভাবের মধ্য থেকে দান করার মধ্যদিয়ে আমরা নিজেকেই দান করি।

আমাদের সমাজে দান করার বিষয়টি লক্ষ্যণীয়: কেউ ঈশ্বরকে দান করেন, মণ্ডলীকে দান করেন, গরীব অসহায় মানুষকে দান করেন ইত্যাদি। কিন্তু দান করার মূলে আমার মনোভাব কি, সেই বিষয়টি আজ আমাদের ধ্যানের বিষয়। অনেকে দান করেন নিজের নাম বা সুনামের জন্য, কেউ বা দান করেন যেন তার নাম বড় করে পত্রিকা, ম্যাগাজিন বা পোস্টারে লেখা হয় বা পাথরে খোদাই করা হয়, আবার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যও অনেকে দান করেন।

ভারতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্দুল কালাম বলেছেন, "When God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving." বর্তমান সময়ে আজকের বাণীপাঠের আলোকে আক্ষরিক ভাবে আমাদের শেষ সম্বলটুকু দেওয়ার প্রয়োজন হয়তোবা নেই। প্রয়োজন শুধু মানুষের কল্যাণে এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট জিনিসটি দান করা। দানের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যণীয় দিকটি হলো কী মনোভাব নিয়ে আমি দান করছি? আমাদের সুন্দর ও কল্যাণকর চিন্তা, ব্যবহার এবং কাজ অন্যের জীবনে সুফল বয়ে আনতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরকে দান করার মতো আমাদের কোন সম্পদই নেই, সবই তাঁরই দেওয়া উপহার। তারপরেও আজ আমরা চিন্তা করতে পারি, একজন বাবা হিসেবে, মা হিসেবে, সন্তান হিসেবে এবং বিভিন্ন কর্মজীবী-পেশাদার মানুষ হিসেবে আমি যা কিছু মানুষের এবং ঈশ্বরের সেবার তরে দান করছি, তার মধ্যে যেন আমার নিবেদন থাকে, নিজেকেই যেন আমি দান করতে পারি। তাহলেই আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এবং সমস্ত সৃষ্টির কাছে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠবো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "উদারচরিতানাম্" কবিতায় বলেন,

"প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন,
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধীক্ ধীক্ করে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তারে, ভালো আছো ভাই।"

আজকের মঙ্গলবাণীর বিধবার সাথে আমরাও প্রাচীরের ছিদ্রে নামহীন এক ফুলের মত সুবাস ছড়াতে পারি। বিধবার দান যেমন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সর্বোৎকৃষ্ট হয়ে উঠেছে, আমাদের ক্ষুদ্র কাজ ও দানও ঈশ্বরের কাছে মহৎ হয়ে উঠবে এবং তিনি আমাদের শত আশীষদানে ধন্য করবেন। তাই এজন্য আমরা নিজেদের ও পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করি যেন আমরা নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও নিজেকে নিবেদনের মধ্যদিয়ে অন্যের কল্যাণ কামনা করতে পারি। মঙ্গলময় পিতা আজকের এই দিনে আমাদের আশীর্বাদ করুন॥

জীবনের ব্যাখ্যা: যা নিয়ে অমর হব না, তা নিয়ে করব কী!

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

নভেম্বর মাসে আমরা মৃতলোকদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই যেন তিনি তাদের সমস্ত পাপের ক্ষমা করে স্বর্গরাজ্যে স্থান দেন। আর আমরাও যে একদিন মরব সে বিষয়ে চিন্তা ধ্যান করি এবং ভাল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকি। মৃত লোকেরা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে, এই পৃথিবী আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নয়। এখানে আমরা প্রবাসী মাত্র। আমাদের মন সর্বদা দুগ্ধমধু প্রবাহিত সেই স্বর্গীয় সিয়ন নগরীতে যাওয়ার প্রত্যাশায় থাকে। একদিন সব কিছু ছেড়ে এই ধরাধাম ত্যাগ করতে হবে।

মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা: কি তার শেষ পরিণতি? কিসে তার চরম সার্থকতা? কি তার সব চাওয়া ও পাওয়া। কতক সময় এক কথা আমরা ভুলে যাই। পরলোকের কথা ভাববার সময় ও মন-মানসিকতা থাকে না। পারলৌকিক প্রত্যাশাবিহীন জীবন অর্থহীন। সমস্ত জগৎ লাভ করেও যদি শাশ্বত জীবনে প্রবেশ করতে না পারি তাহেল আমার কি লাভ *(দ্র: মথি ১৬:২৬)*।

মৃত্যু ও আত্মা ভাবনা

বাইবেলের উপদেশক শাস্ত্র শিক্ষা দেয় যে, মৃত্যুবরণ করা স্বাভাবিক। "সবকিছুর একটা নির্দিষ্ট সময় কাল আছে। আছে জন্মাবার সময়, আছে মরবার সময় *(উপদেশক ৩: ১-২)*।" মৃত্যুর মাধ্যমে ক্ষণকালীন পার্থিব জীবনের অবসান ঘটে বটে, তবে এর মধ্যদিয়ে শুরু হয় অনন্ত জীবন। মরেও অমরত্ব লাভ করার সিংহদ্বার হলো মৃত্যু। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে- এ অমোঘ সত্যকে মেনে নিয়েই আমাদের বেড়ে ওঠা, আমাদের জীবন চলা। মৃত্যুতে যদি সব কিছুরই বিনাশ হতো তাহলে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম এতো মধুর হতো না। বেঁচে থাকার ইচ্ছাও বোধ হয় এতো বেশী প্রবল হতো না। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে জীবনের রূপান্তর ঘটে। মৃত্যু পুনরুত্থানের প্রবেশদ্বার। মানব জীবনের উৎস হলেন ঈশ্বর আর তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্যও তিনি। মানুষ তাঁর কাছ থেকে এসেছে আবার এই মর্ত্য জীবনের শেষে তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। মানুষ ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবে তাঁরই পথ পুত্রেরই পথ ধরে, তাঁকে অনুসরণ করে। মানব জীবনের ধর্ম তার উৎসের দিকে ছুটে চলা। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা- প্রশ্ন: ঈশ্বর কেন তোমাকে সৃষ্টি করেছেন? উত্তর: ঈশ্বরকে জানতে, সেবা করতে, ভালবাসতে এবং এভাবে অনন্তকাল তাঁর সঙ্গে স্বর্গে সুখভোগ করতে।

খ্রিস্টধর্ম পরকালের রহস্য ও তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। প্রেরিতশিষ্যদের শ্রদ্ধামন্ত্রে আমরা বিশ্বাস ঘোষণা করি এইভাবে: "আমি ... শরীরের পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি।" পুরাতন নিয়মে মাকাবীয় গ্রন্থে *১২:৪১-৪৬* পদে শুচ্যগ্নিস্থান সম্পর্কিত উল্লেখ আছে। ইহুদীনেতা যুদা মাকাবীয় যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের পাপ তর্পণের জন্য বলি উৎসর্গ ও প্রার্থনা করার ব্যবস্থা করেন। খ্রিস্টমণ্ডলীর শিক্ষা হলো: শুচ্যগ্নির আত্মাসকল বিশ্বাসীবর্গের প্রার্থনা, ভিক্ষাদান, বিশেষভাবে পবিত্র খ্রিস্টযাগের দ্বারা উপকৃত হন। শুচ্যগ্নির আত্মাগণ পৃথিবীর বিশ্বাসীভক্তগণের প্রার্থনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, যাতে ঐশরিক ন্যায়পরতার তুষ্টি সাধিত হয়, তাদের শুচ্যগ্নিতে অবস্থানের সময় কমে যায়।

দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদ বা বিয়োগ হলো মৃত্যু। এই মৃত্যু অনন্তকালীন মৃত্যু নয়। দেহের ক্ষয় লয় সবই আছে তবে পরম বস্তু আত্মার কোন শেষ নেই। মানুষ এই অমরতার জন্য আজীবন ভালো পথে, কল্যাণের পথে জীবনকে পরিচালনার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস চালায়। বাউল সঙ্গীতের একটা উদ্ধৃতি তুলে ধরা প্রয়োজন: "আত্মা অমর ধন মোর দেহ আবরণ, পরম আত্মা রক্ষীবারে দেহের প্রয়োজন।" মানুষ মরণশীল, এটা চিরন্তন সত্য, তা সত্বেও মানুষ এই রূপ-রস-ছন্দ-গন্ধময় পৃথিবী ছেড়ে যেতে চায়না। মায়াময় পৃথিবীতে মায়ার বন্ধনে প্রতি মুহূর্তে নিজেদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখার চেষ্টা করে। খ্রিস্টমণ্ডলীতে সাধু-সন্তদের মৃত্যুর দিনটিকে গণ্য করা হয় তাদের স্বর্গীয় জন্মদিন রূপে, তাই সেদিনই তাদের পর্ব পালন করা হয়। আমাদের ভাবতে হবে মৃত্যু বিচ্ছেদ নয়, মৃত্যু মহামিলন। আমাদের বিশ্বাস এই যে, মৃত্যুবরণ করে আমরা মরণ বিজয়ী মুক্তিদাতা যিশুর সাথে মিলিত হব, যিনি তাঁর গৌরবান্বিত দেহে স্বর্গে পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট: আমরা মিলিত হব ধন্যা জননী কুমারী মারীয়ার সাথে যিনি স্বর্গের রাণী। আমরা মিলিত হবো অগণিত সাধু পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে যারা তাঁদের জীবনাদর্শ দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছেন, সাহস ও শক্তি যুগিয়েছেন। আমরা মিলিত হবো আমাদের প্রতিপালক-প্রতিপালিকা সাধু-সাধ্বীদের সঙ্গে যাঁরা সব সময়ই আমাদের বিশেষ যত্ন নিয়েছেন, আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি রেখেছেন, আমাদের জন্য অনুনয় করেছেন। আমরা দেখতে পাবো স্বর্গের দূতবাহিনীকে। স্বর্গীয় পার্থিব সংগ্রামে বিজয়ী ভক্তমণ্ডলী বিষয়ে বাইবেলে সাধু যোহন বলেন: তাদের নাম জীবন গ্রন্থে লেখা রয়েছে। "তারপর দেখতে পেলাম, সামনে এমন এক বিরাট জনতা, যার লোকসংখ্যা কেউই গণনা করতে পারেনা; প্রতিটি জাতি, প্রতিটি গোষ্ঠি, প্রতিটি দেশ ও ভাষার মানুষ রয়েছে সেখানে। শুভ্র দীর্ঘ পোশাক পরে, খেজুর পাতা হাতে নিয়ে তারা সেই সিংহাসনের সামনে এবং সেই মেষশাবকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে *(প্রত্যাদেশ ৭:৯)*।"

উপসংহার

আমরা নভেম্বর মাসে বেশী করে পরকাল তত্ত্ব-মৃত্যু, শেষবিচার, স্বর্গ, নরক ও শুচ্যগ্নিস্থান বিষয়ে অনুধ্যান করি। ২ নভেম্বর কবর আশীর্বাদ দিবস। খ্রিস্টভক্তদের হৃদয় *নিংড়ানো* স্নেহ মমতা ভালবাসায় বিগলিত এ দিনটি প্রতি বছর আসে হৃদয়কে আপ্লুত করে, আচ্ছন্ন করে।

আমাদের যাত্রা পারলৌকিক যাত্রা। সবাই আমরা পরপারের বাসিন্দা। খ্রিস্টবিশ্বাসীর আসল নাগরিকত্ব হলো স্বর্গীয় নাগরিকত্ব *(দ্র: ফিলিপীয় ৩:২০)*। স্থায়ী ঘরের প্রত্যাশী আমরা সবাই *(দ্র: হিব্র ১৩:১৪)*। খ্রিস্টযাগের মৃতলোকের প্রার্থনায় সুন্দরভাবে এই ভাবকে প্রকাশ করা হয় "সেই খ্রিস্টের মধ্যেই আনন্দময় পুনরুত্থানের আশার আলোক আমাদের সামনে উদ্দীপিত হয়েছে; ফলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর চিন্তায় যারা বিষন্ন, আসন্ন অমর জীবনের প্রতিশ্রুতি তাদের সান্ত্বনা দান করে। হে প্রভু, তোমার বিশ্বাসীভক্তের জীবন বিনাশ হয় না: মৃত্যুতে তা রূপান্তরিত হয় মাত্র এবং এ পার্থিব প্রবাসগৃহ ভঙ্গ হয়ে, স্বর্গ-ধামে এক চিরস্থায়ী নিবাস প্রস্তুত হয় তাদের জন্য।"

মৃত্যু পরকালের জন্য শিখা জ্বালায়। "এমন এক সময় আসছে, যখন সমাধিতে যারা রয়েছে, তারা সকলেই মানব পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে; আর তখন তারা সমাধি ছেড়ে বেড়িয়ে আসবে। যারা ভাল কাজ করেছে, এইভাবে পুনরুত্থিত হয়ে তারা পাবে মহাজীবন; যারা মন্দ কাজ করেছে, এইভাবে ..তারা বিচারে দণ্ডিত হবে। *(যোহন ৫:২৮-২৯)*। আসুন অনন্ত জীবনের গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখি। ঐশরাজ্য প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করি। দৃঢ়কণ্ঠে যেন বলতে পারি: যা নিয়ে অমর হব না, তা নিয়ে করবো কী? আমি যে অমৃতকে চাই। অনন্তকালীন সুখ পেতে হলে আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের সাময়িক ভোগ-বিলাস বাদ দিতে হবে॥

মৃত্যুতে জীবন

পিটার প্রভঞ্জন কারিকর

প্রভুযিশু মানবরূপ ধারণ করবার পূর্বেই অবগত ছিলেন যে তাঁর জীবনপথ কত বছরের দীর্ঘ হবে, যে পথে শেষ পর্যন্ত তাঁকে যেতে হবে। যেতে হবে অন্বেষণ করতে করতে যেন যেখানে যারা যারা হারিয়ে গেছে তাদেরকে প্রকৃত জীবনের পথে তুলে আনতে পারেন। তিনি আহূত হয়েছিলেন হৃদয় বিদীর্ণকারী শারীরিক ক্ষত যন্ত্রণা, অপমান ও মানসিক নিপীড়ন সমূহ সহ্য করার অভিপ্রায়ে। বহন করেছিলেন পাপী মানুষের ভারযুক্ত পাপের বোঝা। এই সমস্ত মানসিক, শারীরিক ও আত্মিক মর্মভেদী যন্ত্রণা তাঁকে ধৈর্যপূর্বক বহন করতে হবে তা অবগত ছিলেন। এ সত্ত্বেও কেন তিনি এতকিছুর মুখোমুখি হ'তে মানুষ হয়ে এসেছিলেন? গীতসংহিতা ৪০:৮ পদ বলে "তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত।" ইহ জগতের পাপী মানুষের পরিত্রাণ নিয়ে আসবার জন্য খ্রিস্টযিশু এসেছিলেন। নিজের জীবন উৎসর্গের মধ্যদিয়ে পিতা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাধ্যতা এবং ধার্মিকতা প্রকাশের গুরুত্ব পেয়েছে। প্রভু যিশুর সমূদয় জীবনের লক্ষ্য ছিল তাঁর পরম পিতার ইচ্ছা পালন এবং আমৃত্যু বাধ্য থেকে নিজের পবিত্রতাকে নজির বিহীনভাবে প্রমাণিত করা। এই কাজের জন্য স্বীয় গৌরব নয় কিন্তু পিতাকে গৌরব প্রদান মুখ্য বিষয়। ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থা জগতের মানুষের অন্তরে স্থাপন করা। বর্তমান সময়ে আমাদের কর্তব্য খ্রিস্টযিশুর আদেশ সম্বলিত বাণীগুলি নিজেদের জীবনে স্বীকার করা। যিশু বলেছিলেন "দেখ, তোমার ইচ্ছা পালন করার জন্য এসেছি।" পাপী মানুষের সমস্ত পাপের বোঝা খ্রিস্টের নির্দোষ প্রাণের উপরে চাপানো হলেও তিনি ক্রুশ বহন ও সহ্য করতে এবং সমস্ত অপমান তুচ্ছ করতে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিলেন। আজ আমাদের চিন্তার বিষয় হবে কেন তিনি পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে আসলেন আবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন।

যিশুর জীবিত অবস্থায় কৈসরিয়া, সমগ্র যিহুদী অঞ্চলসহ গালীলের আশে পাশে ব্যাপকভাবে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ মানুষ ভ্রান্ত মতবাদ এবং বৈচিত্র রকমের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। তিনি এই সমস্ত অঞ্চলে ব্যতিক্রম শিক্ষাদানের মাধ্যমে নিজেকে পরাক্রমশালী হিসাবে পূর্ণরূপে প্রকাশ করলেন। যে পরাক্রম বা পূর্ণ ঈশ্বরত্ব তিনি তাঁর পিতা থেকে পেয়েছিলেন। শয়তান মানুষের দুর্বলতম ক্ষুধা ও লোভকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলো কিন্তু যিশু ক্ষুধা ও লোভের উপর বিজয় লাভ করলেন। কেননা তাঁর জীবনে ঈশ্বরের দেওয়া লক্ষ্য স্থির করা ছিল। কেননা পতিত পাপী মানুষের পক্ষে খ্রিস্টকে কঠিন ও কঠোরতম পরীক্ষা সহ্য করতে হবে। বাইবেল পাঠ করলে দেখা যাবে আদম এবং হবা ক্ষুধা ও লোভের মধ্যে পড়ে ঈশ্বরের অবাধ্য হলো। কিন্তু খ্রিস্ট যিশু তাঁর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে শুধু ক্ষুধা ও লোভের উপর বিজয় অর্জনই নয় কিন্তু প্রার্থনায় নিবিষ্ট থেকে আত্মিকভাবে বলবান হয়ে ওঠলেন। শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে উঠতে সক্ষম হলেন পিতার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা ও বাধ্যতার কারণে। তিনি তাঁর পবিত্র ইচ্ছা এবং অন্তরের একাগ্রতায় উপলব্ধি করেছিলেন যে, যদি শয়তানের ছল চাতুরীর নিকট দুর্বলতা দেখান তবে দুর্যোগপূর্ণ প্রতিকূল দুর্বল মানুষের ভাগ্যে আরো মহাবিপর্যয় নেমে আসবে। নিজ প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করার পিছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল তা ভন্ডুল হয়ে যাবে। মানুষ স্থায়ীভাবে হয়ে পড়বে শয়তানের হাতের ক্রিড়নকে। প্রকৃত জীবন বলতে যা বুঝান হয়েছে তা থেকে চিরদিনের মত বঞ্চিত হবে। তাই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজে যিশুতে অবস্থান করে তার পবিত্র রক্তের বিনিময়ে শয়তানের সংকল্প সকল ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর প্রিয় মানুষকে পুনরুদ্ধারের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করলেন। দুনিয়ার সকল মানুষের পরিত্রাণ নিশ্চিত করলেন। যোহন ১২ঃ২৪ পদ মতে "গমের বীজ যদি মাটিতে পড়ে না মরে, তবে তা একটি মাত্র থাকে।" এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল গমের বীজ মাটিতে পুঁতে রেখে মাটি দিয়ে তা ঢেকে রাখতে হয়। মাটির ভিতর গমের বীজটি মরে গিয়ে নতুন চারা হয়ে গজিয়ে ওঠে। এই গাছ থেকে আরো নতুন নতুন গম উৎপাদিত হয়। খ্রিস্টযিশু গমের বীজের মত অর্থাৎ তাঁর নিজের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে আত্মিকভাবে মৃত্যুবরণকারী শতশত কোটি নতুন আনন্দপূর্ণ জীবন অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। পাপের শৃঙ্খল থেকে উন্মুক্ত হল। পরাধীনতা আর থাকল না। যিশুর মৃত্যুকালীন সেই বৎসরের মহাযাজক কায়াফা যে নিজেই যিশুর বিপক্ষ ছিলেন একটা ভাববাণী বলেছিলেন- "প্রজাগণের জন্য এক ব্যক্তি মরে, আর সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়।" আর তাঁর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট তাঁর প্রিয় সন্তান যারা ছিন্ন ভিন্ন হয়েছিল তারা প্রকৃত জীবন পেল।

ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার পূর্বরাত্রে যিশু তাঁর আত্মায় গভীর যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন; এমন যন্ত্রণা যে তাঁর দেহের রক্ত ঘাম হয়ে ঝরে পড়েছে। আর খ্রিস্টযিশু ততোধিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। এই আত্মশক্তি লাভের একমাত্র ভিত্তি হলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যাঁকে তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস ও নির্ভর করতেন। এই শক্তি লাভের পূর্বশর্ত হল বিশ্বাস, প্রার্থনা ও গভীর ধ্যান। ধ্যানের মধ্যদিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন সামনের কিছুক্ষণের ব্যবধানে তাঁকে শেষ জীবন যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, তাঁর নিজের পরাজয় অর্থ সমগ্র মানব জাতির পরাজয় এবং অপূরণীয় ধ্বংস। সমগ্র সৃষ্টির ধ্বংস। অপর পক্ষে তাঁর বিজয় অর্থ সমস্ত মানুষের চিরস্থায়ী মুক্তি। শান্তি ও আনন্দময় জীবনের নিশ্চয়তা। মহান ঈশ্বরের মহা ইচ্ছা এটাই ছিল যে, সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে জীবন উপভোগ করবে, তাঁর সৃষ্টির যত্ন নেবে আবার তাঁর গৌরবও করবে। কিন্তু শয়তান সে ইচ্ছাতে কঠিন বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। প্রভু যিশু শয়তানের সেই কালো মুখোশ উন্মোচন করে দিলেন। মানুষকে এক বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে নিয়ে গেলেন। মানুষ বুঝতে সক্ষম হলো যে শয়তান সর্বদা তাদের প্ররোচিত করবে। কিন্তু মানুষ খ্রিস্টের সাথে থাকলে শয়তান কোন ক্ষতি

সাধন করতে পারবে না। তারা এও বুঝলো যে শয়তান ঈশ্বরকে ভয় পায়। খ্রিস্টযিশুর নামে মহাশক্তি আছে এবং এই নামে সে ভয়ে কাঁপতে থাকে। পূর্বে এই উপলব্ধি তাদের ছিল না। প্রভু যিশু তাঁর আত্মদানের মধ্যদিয়ে দুর্বল মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন। যিশুর মৃত্যুই পাপী এবং পতিত জগতের সমস্ত মানুষের পরিত্রাণ, শত্রু শক্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং নিরানন্দপূর্ণ ভারী যন্ত্রণাদায়ক জীবনের অবসান। প্রভুযিশু গেৎসিমানী বাগানে গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে পিতা ঈশ্বর থেকে শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন শয়তানের চক্রান্ত ছিন্ন এবং তাঁর পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতে। আজ আমাদের প্রত্যেককে প্রার্থনা, ধ্যান বিহীন জীবন যাপনের অভ্যাস থেকে বেড়িয়ে আসার সংকল্প করতে হবে। আমরা যখন খ্রিস্টের সঙ্গে থাকি শয়তান তখন আমাদের ভয় পায়। এই আত্ম উপলব্ধিটা প্রত্যেক বিশ্বাসীর আজ বড় প্রয়োজন। আত্ম উপলব্ধি ছাড়া আত্ম জাগরণ ঘটবে না। নিজেরা ইচ্ছুক কিংবা উদ্যোগী না হলে ঈশ্বর স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবেন না। কিন্তু তিনি উদ্যোগী, প্রেমময় ও অনুগ্রহের ঈশ্বর। তাঁর উপর আমাদের নির্ভরতাই যথেষ্ট। কেননা তাঁহাতেই ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে এবং আমরা তাহাতে পূর্ণকৃত হয়েছি।

ঈশ্বরের অন্তরের প্রকৃতিটা অর্থাৎ সত্যিকারের সম্মান, ওজন, মর্যাদা, গুরুত্ব, ঐশ্বর্য, ঐশ্বসত্তা এবং সর্বোপরি নম্রতা তখনই প্রদর্শিত হয়েছিল যখন তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র যিশুকে পাপী মানুষের জন্য ক্রুশে প্রাণ দিতে পাঠান। খ্রিস্টযিশু জানতেন ওটাই হলো তাঁর পিতার আসল মহিমা। অর্থাৎ পুত্রের মৃত্যুতে পৃথিবীর মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবন। এই অর্থে ঈশ্বর তাঁকে প্রকৃত পরিত্রাণ কর্তায় পরিণত করে মহিমান্বিত করেছিলেন। খ্রিস্টযিশুর পক্ষে সেরা কাজ সম্ভব হয়েছিল তা হ'ল নিজের জীবন উৎসর্গ করা। এই উৎসর্গীকৃত জীবনই বহু জীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন। খ্রিস্টের এই একটা জীবন যা ছিল প্রকৃত আত্মিক সৃষ্টি ঈশ্বরের শক্তি। যিশু সমগ্র মানুষকে ভালবেসেছিলেন বলে জগতের কাছে আত্ম সমর্পণ করেছিলেন অর্থাৎ শত্রুদের হাতে ধরা দিয়েছিলেন। এটা ভালোবাসা থেকে উৎসারিত। এই ভালবাসা নামক দুর্বলতা হেতু তিনি ক্রুশের উপর মরলেন। কিন্তু ঈশ্বর পুত্র যিশুকে মৃত্যদের মধ্য থেকে উঠিয়ে আনলেন। ঠিক যেন জমিতে বপন করা গমের বীজ। যে বীজ মাটিতে পড়ে মরে গেলে বহুগুণ দানাদার বীজের বা ফল উৎপন্ন করে। যিশুর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তদ্রূপ হাজার হাজার পতিত প্রাণ সজীব হয়ে উঠেছিল এবং আজও তা ঘটেই চলেছে। এখনও এবং চিরকাল যে খ্রিস্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করবে সেই নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে। যিশু যেমন তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে আত্ম সমর্পণ করেছিলেন আজ আমাদের জন্য সেই বহু মূল্যবান উদার আমন্ত্রণ অনুসরণ করা কতটা না গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটা হৃদয়ে এই উপলব্ধিটা আনয়ন করা সব থেকে বড় প্রার্থনা এবং ধ্যান। তা অসম্ভব হলে আমরা মৃত্যুর মধ্যেই আছি এটাই প্রমাণ করে। যিহুদীদের কাছে মৃত্যু মানেই মৃত। কিন্তু যিশুর মৃত্যু আমাদের জন্য নতুন জীবন। যিশু মৃত্যুকে পরাজিত করলেন। এই ক্ষমতা আর কাউকে দেওয়া হয়নি, দেওয়া হবেও না। তিনি চিরকালই বেঁচে থাকবেন এবং বেঁচে আছেন। আমরা যারা যিশুতে বিশ্বাসী আমাদের কাছে তাঁর মৃত্যু জীবনে প্রবেশের রাস্তা। যতক্ষণ আমরা যিশুর সাথে থাকি ততোক্ষণ আলোতে থাকি। কেননা যিশুই আলো। আর অন্ধকার হলো- ভয়, দুঃখ, প্রলোভন, ঈষা, ঘৃণা, রাগ, প্রতিহিংসা, অজ্ঞতা ইত্যাদি। যারা ভয়, দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখের মধ্যে আছি আমরা প্রমাণ করছি যে, আমরা যিশুর সঙ্গে নেই। এই মহা উপবাস, যিশুর মুত্যু ও পুনরুত্থান উদ্‌যাপন আমাদের জীবনে আরো একটা মহা সুযোগ এনে দিল যাতে তাঁর অনুগ্রহে আমরা যিশুর স্বভাবগুলি যেমন- নম্রতা, ধৈর্য, ক্ষমা এবং ভালোবাসার হৃদয় ধারণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারি। যিশুর আত্ম-যন্ত্রণা এবং জীবন উৎসর্গ যেন আমাদের হৃদয় ভুমিতে চাষ ও কম্পন সৃষ্টি করতে পারে তার জন্য নিজেকে নত-নম্রতায় প্রস্তুত করা ও প্রস্তুত রাখা বড় প্রয়োজন। আমাদের ভাবনাগুলি যাতে হৃদয় থেকে এবং সততাপূর্ণ হয় যাতে ঈশ্বরের হৃদয়কে স্পর্শ করে। আসুন আনন্দে অন্তর আত্মায় অমর গীতিকার যাকোব কান্তি বিশ্বাসের মধুর সুর সংবলিত গীতটি গেয়ে উঠি।

এসো মৃত্যুবিজয়ী জীবন সারথী।
হে মহাব্রত! অনাথ গতি!
এসো বরেণ্য! এসো মানবেশ! এসো রাজ রাজ!
এসো গো যতি!
আন পরসাদ বহি রিক্ত হৃদয়ে চরণে তোমার করি গো নতি॥

১১তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পুষ্প রাণী ক্রুশ

জন্ম : ০৯-০২-১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪-১১-২০১০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : দড়িপাড়া, ধর্মপল্লী : দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

"মা তুমি এসেছিলে এ ধরণীতে,
চলে গেছ ফিরে চির শান্তির নীড়ে।
রেখে গেছ সুখ-দুঃখের স্মৃতিগুলো যা
আজও আমাদের অন্তরে।"

প্রাণ প্রিয় মা,

দেখতে দেখতে কেটে গেল ১১টি বছর, অথচ মনে হয় সেই দিনের কথা। তুমি আজো বেঁচে আছো আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে। প্রতিক্ষনেই আমরা তোমার শূণ্যতা অনুভব কর। তোমার স্মৃতি, তোমার আদর্শ, দীন দরিদ্র মানুষের প্রতি তোমার যে উদারতা, মমত্ববোধ আজও কেউ ভুলতে পারিনি, কোন দিন ভুলতে পারবোওনা।

সেই স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর যেন আমরা সবাই তোমার আদর্শ নিয়ে জীবন পথে চলতে পারি। আজ তোমার ১১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা তোমাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমার আত্মার চির শান্তি দান করুন।

তোমারই পরিবারবর্গ

স্বামী : ক্লেমেন্ট পিউরীফিকেশন
বড় মেয়ে: সিস্টার সন্ধ্যা হেলেন পিউরীফিকেশন
ছেলে ও বৌমা : শ্যামল ও শিলা, সঞ্জিত ও এডভোকেট চন্দনা, সুবীর ও মুন্নী
মেয়ে ও জামাই : সুষমা ও ষ্টিফেন কোড়াইয়া
নাতি ও নাতনী : শুভ, স্টারলি, রিপন, রাসেল ও ডা: রীমা।

বিজ্ঞ/৩১২/২১

সরলতার আদর্শ সাধু যোসেফ

সিস্টার মেরী ফ্লোরা এসএমআরএ

সাধারণ মানুষ কিভাবে যে অসাধারণ বা বিশেষ ব্যক্তি হয়ে ওঠে সেই গল্প আমি শোনাতে চাই। যার গল্প শোনাতে চাই তিনি রাজপুত্র ছিলেন না, ছিলেন না কোন নামজাদা পরিবারের সন্তান কিংবা নামী বংশের মানুষ। তথাপি তিনি তাঁর সেই সাধারণ জীবন থেকেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি হলেন যিশুর পালক পিতা সাধু যোসেফ। যাকে নিয়ে বাইবেলে তেমন কিছু লেখা নেই। আসলে অনেক সময় অনেক ব্যক্তি বা জিনিস অনেকের চোখে পড়ে না বা মানুষ ভাল করে দেখে না, আর সেই অদেখা জিনিস বা ব্যাক্তিই একদিন হঠাৎ সবার নজরে আসে। দেখা যায় মাঠে ঘাটে আমরা কত রকমের ঘাস দেখি কিন্তু ঘাসে ফুল না ফোঁটা পর্যন্ত সেই ঘাস বা ফুলের সৌন্দর্য আমরা উপলব্ধি করি না। তেমনি ভাবে যদি সাধু যোসেফের কথা চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাই, সাধু যোসেফ যেন সেই ঘাসফুলের মতো, যাঁর সৌরভ আমরা লাভ করি অনেক পরি। মূলত তিনি ছিলেন একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী নিভৃতচারী মানুষ। আমরা সবাই সাধু যোসেফকে ছোটকাল থেকেই ভক্তি করি, ভালবাসি এবং বিশ্বাস করি। এই কারণেই আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জেগে থাকবে হয়তো, "সাধু যোসেফ এত সরল কেন?" তাঁর জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, তাকে যখন যা বলা হয়েছে বা যা করতে বলা হয়েছে ঠিক তখনই তিনি তাই করেছেন। কখনও কোন প্রশ্ন করেন নি, এড়িয়ে যাননি! আমরা বাইবেল পড়ে জানতে পারি যে, সাধু যোসেফ কখনও নিজের কষ্টকে কষ্ট মনে করতেন না। তিনি তাঁর প্রতি ঐশ আদেশ নীরবে ও বিশ্বস্তভাবে পালন করেছেন। এ বিশ্বস্ততার যাত্রায় তিনি ছিলেন মারীয়ার ভাল সঙ্গী বা ভাল বন্ধু, তারপর ভাল স্বামী এবং শেষে যিশুর পালক পিতা। তাই যিশু, মারীয়া ও যোসেফ মিলে যেন হয় তৈরি হয়েছিল একটি ভালবাসার চক্রাবর্ত। যদি আমাদের বর্তমান সমাজের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা কি দেখি? আমাদের সমাজে কি সাধু যোসেফ আছেন? পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই বছরকে সাধু যোসেফ বর্ষ ঘোষণা করেছেন। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, পৃথিবীতে কত বড় বড় সাধু-সাধ্বী আছেন, পোপ ফ্রান্সিস তাদের কারও নামে তো এই বছরটি উৎসর্গ করতে পারতেন, তবে কেন সাধু যোসেফের নামে এই বছর উৎসর্গ করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে আমাদের আরও কিছু বিষয়ে ভাবতে হবে। আমরা সাধু যোসেফের কথা কতটুকুই বা জানি কিংবা তাঁর বিষয়ে শুনে থাকি। তিনিও আমাদের মতো একটি সমাজে বাস করেছিলেন। এই সমাজ আসলে কী? আসলে সমাজ হল, একসাথে বসবাস করা, একসাথে মতবিনিময় করা, দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দ পরস্পরের সাথে সহভাগিতা করা। এই সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ হল পরিবার। কিন্তু এই পরিবার দিন দিন অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অনেক পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না। তাই সাধু যোসেফের আদর্শে জীবন যাপন করার জন্য অনুপ্রাণীত করতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই বছরটি সাধু যোসেফ বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আমরা জানি যে, মা মারীয়ার সাথে একসাথে বাস করার আগেই যিশু মারীয়ার গর্ভে আসেন পবিত্র আত্মার প্রভাবে। সাধু যোসেফের সে কথা বিশ্বাস করতে কত না চিন্তা করতে হয়েছে। শেষে স্বর্গদূতের দর্শন পেয়ে তিনি মারীয়াকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন এবং সকল সমস্যায় পাশে থেকেছেন। একটু চিন্তা করে দেখি, আমাদের বর্তমান সমাজ ও পরিবার কেমন আছে? মা মারীয়ার মতো কত স্ত্রী রয়েছে যাদেরকে স্বামীরা সহজেই ভুল বুঝছে, সামান্য বিষয় নিয়ে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে বাড়ী থেকে বের করে দিচ্ছে, তার সাথে ঘর করবে না বলে অন্য আরেকজনকে বিয়ে করে সংসার করছে, আবার স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিবাহিত জীবনে অবিশ্বস্ত হয়ে জীবনকে কলুষিত করছে! এই ভাবে আমাদের সমাজ এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? কাজেই, আমাদের সমাজে যেমন মা মারীয়ার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সাধু যোসেফের মতো ধর্মপরায়ন ও মানবীয় গুণাবলীতে পূর্ণ মানুষ। পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফ বর্ষ ঘোষণা দিয়ে প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্তের অন্তর নাড়া দিয়েছেন, সবাইকে চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই আমাদের সমাজের প্রত্যেকজন ব্যক্তি যদি সাধু যোসেফের আদর্শকে নিজ জীবনে অনুশীলন করেন, তবে প্রতিটি পরিবার হয়ে উঠবে নাজারেথের পবিত্র পরিবার। তবে কেবলমাত্র তাঁর জীবন পাঠ ও ধ্যান করাই যথেষ্ট নয়, তা জীবনে বাস্তব করে তুলতে হবে। তাহলেই আমাদের জীবন ধন্য হবে।

প্রকৃতপক্ষে, সাধু যোসেফ আমাদের সামনে যে আদর্শ রেখে গেছেন অর্থাৎ তার যে গুণাবলী আমাদের সামনে রয়েছে তা যদি আমরা অনুশীলন করি, তবেই আমাদের পরিবার ও আমরা নিজেরাও অনেক আশীর্বাদিত হবো। তাই পুণ্য পিতার সাথে একাত্ম হয়ে আমরা সাধু যোসেফের আদর্শ আমাদের প্রতিটি সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি জীবনে বাস্তব করে তুলি॥

১০

ফসল কেটে আনার সময়ে, নবান্ন উৎসবে আশীর্বাদ পদ্ধতি বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন

ফাদার লুইস সুশীল

(শুরুতে দিনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও নিজেদের প্রস্তুতির জন্য কিছু প্রচলিত মৌখিক প্রার্থনা করা সহায়ক হবে।)

আয়োজন: এই উদ্‌যাপনের জন্য প্রয়োজন,
-আশীর্বাদ ও খ্রিস্টযাগের বই, পবিত্র পানি, খ্রিস্টযাগের উপহারসামগ্রী,
-ঝুড়িভর্তি নতুন চাল, তার উপরে নতুন কাটা ধানের কিছু শিষ, বাগানের কিছু শাক-সব্‌জি ও ফল।

পরিবেশ প্রস্তুতি: খ্রিস্টভক্তগণ আপন আপন ফসলের কিয়দংশ কোন পাত্রে সাজিয়ে নিয়ে নির্ধারিত জায়গায় সমবেত হবেন। এ উৎসবে ক্ষির, পায়েস, পিঠা প্রভৃতি মিষ্টান্নও রান্না করে বিভিন্ন পাত্রে সাজিয়ে আনা যেতে পারে। বিভিন্ন রঙের নতুন ধান দিয়ে বেদীর সামনে সুন্দর আলপনা ক'রে উপাসনালয় পর্বীয় সাজে সাজানো যেতে পারে, তার মাঝখানে বাস্তবতা অনুসারে লেখা দেয়া যেতে পারে; যেমন "ধন্যবাদ", "প্রশংসা" "সৃষ্টি", "আনন্দ"। গির্জাঘর মনোরমভাবে সাজানো যেতে পারে নতুন ধান, প্রকৃতির সবুজ খেজুর পাতা ও সতেজ নানা কিছু দিয়ে। সাজানোর জন্য সুন্দর ফুল, মালা, ধানের শিষ, জলন্ত তেলের বাতি, গাছের সতেজ সজীব চারা, গাছের ডাল, লতাপাতা প্রভৃতি ব্যবহার হতে পারে। পরিবেশ অনুসারে বাস্তবতা বিবেচনা ক'রে দিনের উপলক্ষ্য বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে কোন কোন লেখা স্থাপন করা বা ঝুলানো যেতে পারে। দানসমূহ উপস্থাপনের সময়, কৃষকগণকে উৎসাহিত করতে হবে যেন রুটি দ্রাক্ষারসের সাথে, তারা তাদের বাগানের কিছু শাক-সব্‌জি ও ফল উৎসর্গ করেন যা পরে দরিদ্রদের দেয়া হবে।

ক- প্রবেশ গীতি- অবস্থা অনুসারে শুরুতে উপযুক্ত একটি বা দুটি গান থাকতে পারে (সৃষ্টির গান হতে পারে, কৃতজ্ঞতার গান হতে পারে)। **যেমন:**

১ - ধনধান্যপুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা। ২ - পরম করুণাময় আশীর্বাদ কর আমাদের। ৩ - আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ, সত্য সুন্দর। ৪- তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে। ৫- বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল। ৬- ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা। ৭- একদিন আমাদের ছিল, ছিল গোলা ভরা ধান। ৮- ও আমার বাংলাদেশের মাটি। ৯- একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী। ১০- প্রাণ উৎসবে মৃদঙ্গ কার বাজলো। ১১- এসো বিশ্বের যত দেশ

খ-স্বাগত সম্ভাষণ

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে।

সকলে: আমেন।

সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর, সর্বশস্য-ফসলদাতা যিনি, তিনি আপনাদের সহায় থাকুন!

সকলে: তিনি আপনারও সহায় থাকুন!

(পরিচালক উপস্থিত ভক্তদের দিনের উদ্‌যাপন পরিচয় করিয়ে দেন আর প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন ফসল ও নবান্ন সম্বন্ধে কিছু কথা বলে তাদের খ্রিস্টযাগে সচেতন, সক্রিয় ও ফলপ্রসূ অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করেন।)

পরিচালক: ফসল কাটার পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক ভোজোৎসব হল নবান্ন। খ্রিস্টেতে আমার ভাইবোনেরা, আমাদের সুপ্রিয় সৃষ্টিকর্তা, আমাদের ভালবাসেন বলেই এই পৃথিবীতে তিনি সুন্দর কত কিছুই না সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জন্য আকাশে জাগিয়ে তুলেছেন সূর্যের আলো, দেশে দিয়েছেন অনুকূল আবহাওয়া, উর্বর মাটি, আমরা পরিশ্রম করেছি- জমিতে চাষ দিয়ে বীজ বুনেছি- তাই তিনি তার অনুপম সৃজনী-শক্তিতে ভূমিতে দিয়েছেন ফুল-ফল-ফসলে ভরা প্রকৃতির সম্ভার।

বাইবেলের যাত্রা পুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ের ২২ পদে মনোনীত জাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধি প্রসঙ্গে ফসল কাটার উৎসব বিষয়ে আমরা পাই: "তুমি সপ্ত সপ্তাহের উৎসব, অর্থাৎ গমের প্রথমফসল-কাটার উৎসব ও বছর শেষে ফসল কাটার উৎসব পালন করবে।" আজকে আমরা মহান ঈশ্বরের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর দয়া, প্রকৃতি/ভূমির দান ও মানুষের কঠিন শ্রমের ফল হিসেবে নূতন ফসলের কিছু অংশ এবং কিছু অংশ দিয়ে ক্ষির, পায়েস রান্না করে নিয়ে আনন্দিত মনে নবান্ন উৎসব পালন করার জন্য এখানে সমবেত হয়েছি। নতুন ফসলে আমাদের ভাণ্ডার আজ পূর্ণ। আজ আমরা খুবই আনন্দিত। আমরা চাই, সকলে যেন আমাদের সেই আনন্দের সহভাগি হতে পারে। আজকের এই আনন্দ-উৎসবের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের বিভিন্ন দয়া, দান, আশীর্বাদের জন্য আমরা সমবেতভাবে তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ। আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আমাদের আনা এই প্রথম ফসল তাঁকে নিবেদন ক'রে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এই সামান্য উপহার গ্রহণ ক'রে আমাদের প্রত্যেককেই তাঁর শক্তি-আশীর্বাদে ভ'রে দেন। ভবিষ্যতেও কৃষিকাজের সকল অমঙ্গল ও ক্ষতি থেকে রক্ষা ক'রে আমাদের জমির উর্বরতা, প্রচুর ফসল ও সকলকে প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য দান করেন। একথাও মনে রাখা দরকার, এই আশীর্বাদ-অনুষ্ঠান খ্রিস্টযাগের সময় যে সম্পন্ন হচ্ছে, তার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে: কারণ যিশু তো নব সৃষ্টির প্রথম ফসল, তিনি তো খ্রিস্টযাগ-উৎসর্গে পরম পিতার চরণেই নব মানবজাতির ফসলে প্রথম নৈবেদ্য-রূপে নিজেকে নিবেদন করে থাকেন। আসুন, এসব কথা অন্তরে নিয়ে আমরা সক্রিয় ও সচেতনভাবে এ খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি।

গ- উদ্বোধন প্রার্থনা:

(প্রাথমিক কথার পরে সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌যাপনকারী নিচের প্রার্থনা অব্যাহত রাখেন। একজন বা একাধিক ভক্ত মিনতিসকল জোরে পড়েন। সম্ভব হলে উত্তরগুলি সবাই গান করেন) ।

আসুন আমরা এখন এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে প্রভু যিশুকে ডাকি, তিনি যেন আমাদের মধ্যে এসে এই অনুষ্ঠান সার্থক সফল ক'রে তোলেন।

- হে প্রভু যিশু, তুমি পুণ্যময়ী কুমারী মারীয়ার গর্ভফল হয়ে এই জগতে জন্ম নিয়েছ- প্রভু, দয়া কর!

সকলে: প্রভু দয়া কর।

-হে প্রভু যিশু, তুমি মানুষের অন্তরে সত্য-বাণীর বীজ বপন করতে, মুক্তি-ফসল ফলাতে এই জগতে এসেছ- খ্রিস্ট দয়া কর!

সকলে: খ্রিস্ট দয়া কর!

-হে প্রভু যিশু, তুমি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান ক'রে হয়ে উঠেছ নব সৃষ্টির প্রথম ফসল- প্রভু, দয়া কর!

সকলে: প্রভু, দয়া কর!

গান- জয় পরমেশ্বরের ঊর্ধ্বলোকে

সমাবেশ প্রার্থনা:

হে সর্বঋতুর নিয়ন্তা পিতা, ধন্য, তুমি ধন্য! আমাদের জীবন-নির্বাহের জন্য মাটির পাকা

ফসলে তুমি ভরেছ আমাদের ডালা। তোমার কৃপাময় আশীর্বাদে আমরা আজ আমাদের নতুন ফসল ঘরে আনতে পেরেছি বলে তোমার প্রতি আমাদের ভালবাসা ও ধন্যবাদ জানাতে আমরা আজ আনন্দিত মনে এখানে সমবেত হয়েছি। আমাদের হৃদয়ের মাটিতেও ফুটে উঠুক পুণ্যের প্রচুর ফসল; সেই শেষের দিনে তোমার পুত্র যখন তোমার শস্যক্ষেত্রে মানব-ফসল সংগ্রহ করতে আসবে, তখন আমরা যেন তোমার মনোনীতজন ব'লে গৃহীত হই। এ প্রার্থনা করি পবিত্র আত্মার সংযোগে তোমার সঙ্গে হে পিতা, যুগ যুগ ধরে বিরাজমান তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে।

সকলে: আমনে।

ঘ- বাণীবরণ: (পবিত্র বাইবেলে আরতি দেয়া যেতে পারে। পবিত্র বাইবেল/ পাঠের বই সম্মানের স্থানে রাখা হয় আর পাঠক/পাঠিকা পবিত্র বাণীতে ধূপারতি দিতে পারেন। তিনি নীরবে নিচের প্রার্থনা বলতে পারেন:

প্রভু, নির্মল কর আমার অন্তর, মুখর কর আমার কণ্ঠ, আমি যেন যোগ্যভাবে তোমার মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে পারি।)

পাঠের ভূমিকা: পবিত্র বাণী পাঠের ছোট ভূমিকা থাকতে পারে: মানুষ যেন প্রাচুর্যে ঈশ্বরকে ও তাঁর সকল দান না ভোলেন বরং তাঁকে অন্তর থেকে সর্বদা ধন্যবাদ জানান। আমরাও আজ আমাদের ফসলের জন্য ঈশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাব। পবিত্র বাইবেল থেকে ৩টি পাঠ করা হয়।

১-প্রথম পাঠ (যে কোন একটি) বিশ্বাসীদের ফসলের উৎসব এবং প্রথম ফসলসমূহ নিবেদন/উৎসর্গ।

ক) যাত্রাপুস্তক ২৩:১৪-১৯ক। খ) গণানাপুস্তক ২৮:২৬-৩১। গ) দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১-১৮ বা ৭-১৪ বা ২৬:১-১১। ঘ) ইসাইয়া ৫৫: ৮-১২। ঙ) যোয়েল ২:২১-২৪, ২৬-২৮। চ) লেবীয় ২৩: ৯: ৯-১১,২২; বা ১৪-১৭, ১৯।

(পাঠের শেষে প্রচলিত রীতি অনুসারে পাঠক পবিত্র বাইবেলের প্রতি সম্মান দেখান-পবিত্র বাণী গ্রন্থ কপালে ঠেকিয়ে বা দুহাত দিয়ে পবিত্র বই স্পর্শ ক'রে হাতদ্বয় চোখে বা মস্তকে স্পর্শ করা। ভক্তজনগণ বাণীর প্রতি বন্দনামূলক গান করেন।

অনুধ্যান গীতি: ধুয়োযুক্ত একটি সামসঙ্গীত গান করা যায় বা বলা যায়, অথবা অন্য কোন উপযুক্ত গান করা যায়।

- সামসঙ্গীত ৬৭:১৩, ৫, ৭-৮; বা সাম ১২৬: ৪-৬; বা সাম ৬৫:৯-১৩; বা সাম ৮

ধুয়ো: এই পৃথিবীর মাটি দিয়েছে ফসল, ধন্য আজ আমরা সবাই। বা ধুয়ো: আহা, কত বিচিত্র ভগবানের দান! বা ধুয়ো: মাটির ফসল, মানুষের শ্রমের ফল, সবই তোমারই দান। **(অথবা উপযুক্ত একটা গান)**

১-ধন্যবাদ ধন্যবাদ; ২-সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ; ৩-জয়ধ্বনি কর সবে তাঁর।

২-দ্বিতীয় পাঠ (যে কোন একটি) দ্বিতীয় পাঠ ও মঙ্গল সমাচার প্রকাশ করে: ফসল, ঐশ আশীর্বাদের ফল। ক) ১ তিমথী ৬:৬-১১; ১৭-১৯; খ) কলসীয় ৩:১১-১৭; গ) ২ করিন্থীয় ৯:৮-১৫; ঘ) এফেসীয় ১:৩-১৪।

বাণীবন্দনা: আল্লেলুইয়া:

সাম ১৫:৬- "তোমার সমস্ত সৃষ্টির প্রভুত্ব দিয়েছ তুমি তাকে রেখেছ নিখিল বিশ্ব তার পদতলে!" আল্লেলুইয়া:

৩-মঙ্গলসমাচার (যে কোন একটি): ক) মার্ক ৪:২০, ২৬-২৯। খ) যোহন ৪:৩৪-৩৮। গ) মথি ৯: ৩৫-৩৮। ঘ) মথি ৬: ২৫-৩৩। ঙ) লূক ১২:১৫-২১।

(পাঠ শেষে পাঠক প্রচলিত রীতি অনুসারে পবিত্র বাইবেলের প্রতি সম্মান দেখানো -পবিত্র বাণী গ্রন্থ কপালে ঠেকিয়ে বা দুহাত দিয়ে পবিত্র বই স্পর্শ ক'রে হাতদ্বয় চোখে বা মস্তকে স্পর্শ করা)। (চলবে)

সমাজে ব্যক্তির প্রবেশ ও ব্যক্তিতে সমাজের প্রবেশ

ফাদার সমীর পিটার ডি' রোজারিও সিএসসি

একজন মানুষ একজন ব্যক্তি। ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিসত্ত্বা। ব্যক্তির গোটা সত্ত্বা নিয়ে চিন্তা করতে গেলে মাথার মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের চিন্তা চলে আসে। যদি প্রশ্ন করি, আমরা কি চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হই, না আমরা চিন্তাকে পরিচালিত করি। যেখানে নিজের পরিপক্কতা প্রকাশ করার জন্য বিবেক দ্বারা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথা, তা না হয়ে আবেগের দ্বারা চিন্তা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। চিন্তা, অন্তরের অনুচিন্তা ও আত্মার চেতনাকে একত্রে করে নিজের অন্তরে স্বচ্ছতা ও সক্ষমতা প্রকাশ করতে পারি। এই ভাবে ব্যক্তির অভ্যন্তরের অভ্যন্তরীণ অনুচিন্তাগুলো আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করি।

ঈশ্বর মানুষকে তার নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। সকল প্রতিমূর্তি মানুষের মধ্যে আমরাও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া। আমাদের সত্ত্বার মধ্যে রয়েছে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের ভালবাসা ও কৃপা। পৃথিবীর বৃহত্তর মানব সমাজে মধ্যে আমরা সবাই আছি। ঈশ্বর সকল মানুষকে বিভিন্ন ধরণের ঐশরিক গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আবার অনেক মানুষ প্রার্থনা ও ধ্যান-সাধনা করে ঈশ্বরের ঐশরিক কৃপা লাভ করেছে। সমাজের মধ্যে পথ চলতে অনেক সময় ব্যক্তির পতন ঘটে, ভয়ে পিছিয়ে যায়। নিজের উপর আস্থা থাকেনা। আপন সত্ত্বার সাথে দ্বন্দ্ব হয়। অন্যদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে 'আমি যদি ওদের মত হতাম'। এই ভাবে ব্যক্তিসত্ত্বার থেকে আস্থা বিদায় নেয়। কিন্তু পারিবারিক কোলাহল, হতাশা, নিরাশা ও ব্যর্থতার মধ্যেও অনেকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও আশা রেখে নতুন পথে যাত্রা শুরু করেন।

ব্যক্তির সমাজের মধ্যে বসবাস। একক ব্যক্তি হিসেব সমাজের তার শিক্ষা লাভ আবার সমাজে তার শিক্ষা বহির প্রকাশ। সমাজ থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজেই তা বিতরণ করছে। তাই ব্যক্তি ও সমাজকে আলাদা করার কোন উপায় নেই। ব্যক্তি যদি বিশুদ্ধ সত্ত্বার অধিকারী হয়। ব্যক্তির বিশুদ্ধতার বহিঃপ্রকাশের ফলে সমাজও বিশুদ্ধ হবে। আবার শিশু অবস্থা থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ার ক্ষেত্রে সমাজেরও দায়িত্ব রয়েছে। তাই সমাজে ব্যক্তির প্রবেশ করে আবার ব্যক্তিতে সমাজের প্রবেশ। খ্রিস্টীয় সমাজে জন্মগ্রহণ করে শিশু খ্রিস্টীয় বিশ্বাস, প্রেম ও ভালবাসায় বেড়ে ওঠে। গোটা সমাজ যদি খ্রিস্টীয় ভাবধারা পরিচালিত হয়। ব্যক্তিও তখন খ্রিস্টকেন্দ্রিক জীবন যাপন করে। আবার ব্যক্তির পরিপক্কতার প্রকাশ ভঙ্গিতে সমাজের অন্য শিশুরাও অনুকরণ করতে থাকে। ব্যক্তির গোটা জীবনের উন্নয়ন মানে খ্রিস্টীয় সমাজের উন্নয়ন। আবার খ্রিস্টীয় সমাজের উন্নয়ন মানে ব্যক্তির উন্নয়ন॥

ভদ্র হওয়ার জন্য মেধা নয়, পরিবারে দেওয়া শিক্ষাই যথেষ্ট

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি

আমাদের জীবনে পরিবারই হলো প্রথম পাঠশালা অর্থাৎ পরিবার সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান এবং এই পাঠশালার বা প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষক হলেন আমাদের মা তা আমরা মোটামুটি ভাবে সবাই জানি। সেই ছোট্ট বেলা থেকেই আমরা মা তথা আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট থেকে অনেক কিছুই শিখে আসছি। আর এই শিক্ষাটাই হলো আমদের জীবনের ভিত্তি স্বরূপ। এই শিক্ষার উপর নির্ভর করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলছি। আমাদের জীবনে এই শিক্ষার আয়নার মতো কাজ করে। আয়না দিয়ে আমরা যেনো নিজেদেরকে দেখি তেমনি ভাবে আমাদের আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথা-বার্তা, নীতি-আদর্শ, ব্যবহার দিয়ে মানুষ আমাদের পরিবারকে দেখে। যখন কারো আচরণের ত্রুটি দেখা যায় তখন আমরা প্রায়ই শুনি বা অনেক সময় নিজেরাও বলি "কেমন পরিবার থেকে আসছে"। সুতরাং প্রতিটা মানুষের জীবনে পরিবারের ভূমিকা অন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর তাৎপর্য অনেক গভীর।

পরিবারের ভিত্তিই হলো পিতা-মাতা। তাদের সুন্দর পরিচালনায়ই সন্তানগণ সঠিক মানুষ হয়ে ওঠে। পরিবারে সন্তানদের গঠন দানে কোন কারণে তাদের ভূমিকার গরমিল হলে সন্তানদের জীবনেও গরমিল লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশী যা প্রয়োজন তা হলো পারিবারিক শিক্ষা। এই শিক্ষাগুলো আয়ত্ব করতে হয় প্রথমত পরিবার থেকেই। কারণ ভদ্রতা, নম্রতা, ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য্যশীলতা, নৈতিকতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, স্নেহ, পরোপকার, উদারতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, দয়াশীলতা এইগুলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে খুব বেশী অর্জন করা যায় না। একাডেমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া করে শিক্ষিত হওয়া যায় আর তুলনামূলক ভাবে মেধাবী হলে উচ্চতর ডিগ্রিও নেওয়া যায়। এমন কি বিদেশে গিয়েও অনেক সম্মান কুড়ানো যায়। কিন্তু পরিবারের সুন্দর সুশিক্ষা না পেলে একসময় সব শিক্ষাই ম্লান হয়ে যাবে। মানুষের জীবনে পরিবার হলো প্লাটফর্মের মতো যেখানে এক সময় গিয়ে নিজেকে দাঁড় করাতে হয়।

কথায় আছে "বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয়"। অর্থাৎ আদর্শ পিতা-মাতার বা আদর্শ পরিবারের সন্তানরা সুসন্তান হিসেবেই বড় হবে এটাই স্বাভাবিক। শিশু যখন নিজ থেকেই হাত-পা নাড়তে শেখে, তখন থেকেই মূলত সে পরিবারের বড়দের কাছ থেকে শিখতে শুরু করে। তখন থেকেই পিতা-মাতা বা পরিবারে গুরুজনদের আচার-আচরণে কিংবা কথা-বার্তায় অনেক সতর্ক হতে হয় কিংবা যথেষ্ট সচেতন হতে হয়। শিশুকে ভালো-মন্দ শিখাতে কিংবা অবহিত করতে হয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। তার সাথে অনেক নরম সুরে মার্জিত ভাষায় বিভিন্ন আদব-কায়দা সম্পর্কে সহভাগিতা করতে হয়। স্বভাবতই শিশুরা অনেক কোমল মানসিকতা ধারণ করে তাই খুব সহজে তারা যে কোন বিষয় শিখে নিতে পারে। কোন ভাবেই যেন শিশুর বদঅভ্যাস গুলো গড়ে না উঠে সেই দিকে পিতা-মাতার খেয়াল রাখা জরুরী। অবশ্যই অভিভাবকদের উচিত হবে না শিশুদের গালমন্দ করা।

একজন আদর্শ মানুষ হিসাবে সন্তানকে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যরাই অনেক বেশী ভূমিকা রাখতে পারে। সন্তানকে মাঝেমধ্যে কাছে কিংবা দূরে কোথাও প্রকৃতির সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে হবে। প্রকৃতি কিংবা ভ্রমণেও শিশু অনেক কিছু শিখতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতা-মাতা দুইজনই বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যস্ত বিশেষ করে শিক্ষিত পিতা-মাতারা কর্মস্থলে বেশী ব্যস্ত থাকার ফলে সন্তানেরা প্রাপ্য সময় থেকে বঞ্চিত হয়। তখনই সন্তানরা বিপথে যাওয়া আরম্ভ করে। কারণ তাদের হাতে অঢেল সময় থাকে আর তখনই তাদের মাথায় উদ্ভট চিন্তার বাসা বাধে। বিশেষ করে যে সকল শিশু অতি মাত্রায় কার্টুন বা মোবাইলে গেইম খেলে সময় কটায়। এতে শিশুর সুসম বিকাশে বাধাগ্রস্ত হয়।

মা-বাবা বা অভিভাবককে সন্তানের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে, তাহলে সন্তান সবকিছুই পিতা-মাতার সাথে শেয়ার করবে। যে সন্তান শেয়ার করতে শিখবে সে কোনদিনও আদর্শহীন হবে না। আবার অন্য দিকে পরিবার বা ঘরের পরিবেশ ভালো হলেই যে সন্তান চরিত্রবান, ভদ্র, আদর্শবান, সভ্য হবে তা ঠিক নয়। সন্তান কাদের সাথে মিশে, বন্ধুত্ব করে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। একজন শিশুর যখন পাঁচ কিংবা ছয় বছর হয় তখন থেকেই শিশুর মধ্যে নিজস্ব সম্মানবোধ জেগে উঠতে আরম্ভ করে। অবশ্যই সন্তানের সামনে সুশিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করতে হবে এবং তার মধ্যে তা চর্চার প্রচলন ঘটাতে হবে। শিক্ষিত হওয়ার জন্য যেমন একাডেমিক শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি সন্তানের সুস্থ বিকাশের জন্য পারিবারিক শিক্ষার প্রয়োজন। পারিবারিক সুশিক্ষায়ই সন্তান আদর্শ, নৈতিক ও চরিত্রবান হয়ে বেড়ে ওঠবে। মোট কথা বিচক্ষণ পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সন্তানরাই আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

মোঃ জাবেদ হাকিম, যুগান্তর, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮।

মোঃ জিল্লুর রহমান, প্রতিদিনের সংবাদ, ৩১ জানুয়ারী, ২০২১।

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত: ১৯৬৬ খ্রীঃ, রেজি নং - ১১/৯৪

নিবন্ধন নং-১৫, তারিখ: ০১/০২/১৯৯৪ খ্রিঃ: সংশোধিত নিবন্ধন নং-৩৯, তারিখ: ২২/০৭/২০১২ খ্রিঃ।

গ্রাম: বড়গোল্লা, ডাকঘর: গোবিন্দপুর, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা।

নোটিশ প্রদানের তারিখ: নভেম্বর ৭, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখ: ২৬ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার
সময়: সকাল ৯:৩০ মিনিট
স্থান: শহীদ ফাদার ইভান্স স্মৃতি মিলনায়তন।

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সকল সম্মানিত সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী নভেম্বর ২৬, ২০২১ খ্রিঃ রোজ শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে গোল্লা ধর্মপল্লীর শহীদ ফাদার ইভান্স স্মৃতি মিলনায়তনে সমিতির ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।**

সমিতির সকল সম্মানিত সদস্যগণকে উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাস্থ্য বিধি মেনে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সভার কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে -

আগষ্টিন গমেজ
চেয়ারম্যান
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

পিটার প্রভাত গমেজ
সেক্রেটারী
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/৩১০/২১

৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে অমর শহীদ ফাদার ইভান্স স্মরণে

এলয়সিয়াস মিলন খান

ভূমিকা: ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ৫০ বছর আগে আমরা আমাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্বাধীনতার এই সুবর্ণ জয়ন্তী আমাদের জন্য একাধারে যেমন গর্বের ও আনন্দের তেমনি দুঃখ-বেদনার স্মৃতিগাঁথা। ৭১-এর মুক্তি সংগ্রামে আমরা হারিয়েছি সেই সব বীর মুক্তিযোদ্ধা যারা সম্মুখ রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে বীরের মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করেছেন। এর পাশাপাশি আরো অগণিত নাম না জানা দেশপ্রেমিক ভাইবোন যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। জাতি হারিয়েছে অনেক বরেণ্য সন্তান, ব্যক্তিত্ব- শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রকৌশলী, সাংবাদিক। ৩ লক্ষ শহীদের পবিত্র রক্ত এবং ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা আমাদের এক অমূল্য সম্পদ।

অমর শহীদ ফাদার ইভান্স ছিলেন তাঁদের একজন। বিদেশি হয়েও তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে জীবন দিয়েছেন। স্বাধীনতার এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম ও অভিবাদন এবং তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। শহীদের স্মৃতি দেশের আপামর জনগণের অন্তরে চির অম্লান হয়ে যুগযুগ ধরে বিরাজ করুক, চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকুক।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য যখন উদয়ের পথে ঠিক সেই সময় প্রতিহিংসা পরায়ন পাক-বাহিনী তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ভক্তের সেবায় নিবেদিত প্রাণ শহীদ ফাদার ইভান্স অকুতোভয়ে, হাসিমুখে ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে যাজক ইভান্সকে গোল্লা ধর্মপল্লীর পালক নিযুক্ত করা হয়। ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে নিয়মিত খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা, পাপস্বীকার শোনা, মৃতদের সৎকার, দীক্ষাস্নান, বিবাহ সংস্কারসহ যাবতীয় পালকীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সিস্টার ও সেমিনারীয়ানদের জন্যে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সভা পরিচালনা করা ছিল তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচির অংশ। এ ছাড়াও তিনি গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে রোগীদের খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান ও সাক্ষাৎ করতেন। তিনি শিশুদের খুব ভালবাসতেন। প্রভুযিশুর অনুকরণে অতি আদরে তাদের কাছে টেনে নিতেন এবং ধর্মীয় সংস্কার গ্রহণের প্রস্তুতি শিক্ষা প্রদান করতেন। তাঁর দরজা সর্বদাই ভক্তদের জন্য খোলা থাকতো। ভক্তরা অবাধে তাঁর কাছে এসে কথা বলতে পারতেন এবং বিপদে-আপদে সান্ত্বনা পেয়ে বাড়ি ফিরে যেতেন। তাঁর মতো একজন জনদরদী আদর্শ পুরোহিত সচরাচর চোখে পড়ে না। গোল্লা ধর্মপল্লীর অধীনে একটি উপ-

ধর্মপল্লী বক্সনগর সাধু আন্তনীর গির্জা। গোল্লা থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে ইছামতী নদীর ওপাড়ে। নৌকাযোগে তিনি প্রায় শনিবার এই উপ-ধর্মপল্লীতে যেতেন তাঁর পালকীয় দায়িত্ব পালন করতে, পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে ১৩ নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ শনিবার বিকেলে তিনি তাঁর অন্যান্য দিনের মত বক্সনগর উপধর্মপল্লীতে খ্রিস্টভক্তদের জন্য রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার উদ্দেশে তাঁর নিজস্ব মোহন মাঝির নৌকাযোগে গোল্লা থেকে ইছামতি নদী বেয়ে বক্সনগর রওনা হন। অভ্যাসগতভাবে তিনি নৌকার ভিতর বসে বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনায় রত ছিলেন। মোহনমাঝি বলেন, মাঝপথে নবাবগঞ্জ হাইস্কুলের কাছাকাছি পৌঁছলে টহলরত পাক সেনারা আমাকে নৌকা থামিয়ে পাড়ে ভিড়াতে বলে। তখন আমার মনে হয়েছে ঐ দিন পাকসেনারা নদীতে চলাচলকারী সমস্ত নৌকাই থামিয়ে সার্চ করছে তারা মুক্তিবাহিনীর জন্যে কোন আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে কি-না জানার জন্যে। নৌকা থামালে যখন তারা নৌকার ভিতরে একজন পাদ্রী সাহেবকে দেখতে পায় তখন তারা ফাদারকে তাদের স্কুলে অবস্থিত ক্যাম্পে নিয়ে যায়। প্রায় ১৫/২০ মিনিট তারা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ইতোমধ্যে দুইজন সৈন্য নৌকার ভেতর প্রবেশ করে নৌকা তল্লাশি করে। তারা ফাদারের ব্যাগ ও অন্যান্য সবকিছু নদীতে ফেলে দেয়। এরপর যখন ফাদার নৌকার দিকে ফেরত আসছিলেন তখন সৈন্যরা আমাকেও নৌকা থেকে নামিয়ে আনে। তারা ফাদার ও আমাকে নদীর পাড়ে একটি গর্তে (ট্রেন্স) নামতে বলে। কেন আমাদের গর্তে নামতে বলে তার কোন কারণই তারা আমাদের জানায় না। তখন আমার মনে হয় তারা আমাদের হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। এমতাবস্থায় আমি হঠাৎ তাদের হাত থেকে ছুঁটে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকি। এ সময় আমি দুটি গুলির শব্দ পাই। আমি যত দ্রুত সম্ভব প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে পালাতে থাকি। এক পর্যায়ে আমি একটি ঝোঁপের ভেতর আশ্রয় নেই। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করি বক্সনগর থেকে নৌকাযোগে কয়েকজন লোক আসছেন। তারা আমাকে বলেন, মিলিটারীরা ফাদার ইভান্সকে গুলি করে নদীতে ফেলে দিয়েছে।

এরপর মোহন মাঝি দৌড়াতে দৌড়াতে গোল্লা গির্জায় এসে ফাদার ইভান্সের এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর জানায়। এ সময় পালকীয় সফরে গোল্লা মিশনে অবস্থান করছিলেন তৎকালীন আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি। ঈশ্বরভক্ত নিবেদিতপ্রাণ যাজক উইলিয়াম ইভান্স-এর এই নির্মম মৃত্যু আর্চবিশপ মহোদয়, সহকর্মী ফাদার হিকেন্স ও তাঁর অগণিত ভক্তদের শোকাভিভূত করে তোলে। এই যুদ্ধকালিন দুর্যোগের সময়ও দলেদলে মানুষ মিশন বাড়িতে ছুঁটে আসে প্রকৃত খবর জানার জন্যে।

পরদিন ১৪ নভেম্বর রবিবার সকালে এলাকার ভক্তগণ গির্জাঘরে সমবেত হন। তারা গভীর নীরবতায়, ভারাক্রান্ত অন্তরে প্রাণপ্রিয়

পালক পুরোহিতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে প্রার্থনা করেন। দুটো খ্রিস্টযাগ অর্পন করা হয় ফাদারের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে। এ সময়ে একজন মুসলমান যুবক ভাই একটি চিরকুট হাতে গির্জাপ্রাঙ্গণে হাজির হন। চিরকুটটি পাঠিয়েছেন নবাবগঞ্জ থেকে প্রায় ৩ কি.মি. পূর্বে কোমরগঞ্জ মসজিদের ইমাম। চিরকুটে লেখা ছিল রবিবার ভোরে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা জেলেদের মাছ ধরার ঘেরে আটকে থাকা ফাদারের মৃতদেহ দেখতে পান। তারা তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে কোমরগঞ্জ মসজিদ প্রাঙ্গণে তার কাছে নিয়ে আসেন। মৃতদেহটি মসজিদের তুষার মধ্যে রাখা আছে। তিনি তার চিরকুটে আরো উল্লেখ করেন, যেন কয়েকজন যুবক চিরকুট বহনকারীর সাথে যায় এবং ফাদারের মৃতদেহ মিশনে নিয়ে আসে। ২৫জন যুবক ফাদারের দেহ আনার জন্য পায়ে হেঁটে রওয়ানা করে। তারা নদীর পাড়ঘেঁসে না যেয়ে ভিতরের অলিগলি মেঠো পথে যায় যাতে মিলিটারীরা তাদের দেখতে না পায়। ইতোমধ্যে দু'জন মুসলিম ভাই ফাদারের মৃতদেহের খবর নিকটবর্তী বক্সনগর খ্রিস্টান গ্রামেও পৌঁছে দেন। বক্সনগর থেকে আরো কয়েকজন খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধা মসজিদ প্রাঙ্গণে পৌঁছান। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা ফাদারের মৃতদেহ প্রথমে নৌকায় এবং পরে তুষায় বহন করে গোল্লা মিশনে নিয়ে আসেন।

দুপুরের দূত সংবাদের ঘন্টা বাজার সময় তারা গির্জায় পৌঁছেন। প্রথমে মৃতদেহ গির্জার বারান্দায় রাখা হয়। ইতোমধ্যে দু'জন কাঠমিস্ত্রী কফিন তৈরি করে রাখে। গোল্লা কনভেন্টের সিস্টারগণ মৃতদেহ সৎকারের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। এ সময় বড় গোল্লা বড় বাড়ির মার্গারেট রোজারিও নামে একজন রেজিস্টার্ড নার্স যিনি ঢাকার হলি ফ্যামিলী হাসপাতালে চাকরি করতেন তিনি ঐ সময় কয়েকদিনের জন্য বাড়িতে ছিলেন, তিনি ও কয়েকজন আরএনডিএম সিস্টার ফাদারের দেহ ধৌত করে সবুজ ভেসমেন্ট পড়িয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে গির্জার ভেতর বেদীর সামনে রাখেন। তারা ফাদারের বুকে কয়েকটি বুলেটের ক্ষত ও তাঁর মুখে, হাতের ওপর ও পেটে কাঁটা চিহ্ন দেখতে পান। গোল্লা কনভেন্টে অবস্থানরত আরএনডিএম সিস্টার এলজিয়া গমেজ, সিস্টার এডলফ হাজম ও সিস্টার মেরিসিলিন রিবেরু ফাদারকে গোসল করানো ও সাজানোর কাজে সহায়তা করেন। তাদের স্বচক্ষে দেখা এ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এটা ছিল পাক-সেনাদের অত্যন্ত নির্মম ও হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ড।

বক্সনগরনিবাসী কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে আলাপ করে জানা যায়, ফাদারকে পাকসেনাদের হত্যার কারণ তাঁর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ও মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করা। ঐ সময় বক্সনগর স্কুল ভিঁটায় মিশনারী স্কুলে মুক্তিসেনাদের প্রশিক্ষণ চলছিল। কমান্ডার সিরাজ আহমদের তত্ত্বাবধানে সেখান প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের শাহজালাল ও ই.পি.আর-এর আনোয়ার। যারা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রিচার্ড মুকুল গমেজ, সিলভেস্টার বিকাশ গমেজ, মার্টিন সত্য গমেজ, গিলবার্ট অনু গমেজ, মাইকেল গমেজ ও চার্লস সুবল গমেজ প্রমুখ। নবাবগঞ্জ থানার মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ছিল বক্সনগর গ্রামে। এই তথ্য পাক-বাহিনীর জানা ছিল।

১৪ নভেম্বর বিকেল ৪টায় খ্রিস্টযাগ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান শুরু হয়। গির্জাঘরের ভেতর, বারান্দা ও বাইরের চত্বরে অগণিত ভক্তজনগণ উপস্থিত হয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় ফাদারকে শেষবিদায় জানাতে সমবেত হন। সবারই চোখে-মুখে ভয়-আতঙ্কের ছায়া। অনেকের ধারণা ছিল হয়ত পাক সেনা গির্জা আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু খুবই শান্ত, সৌম্য নীরবতায় খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। মহামান্য আর্চবিশপের অনুরোধে ফাদার হিকেন্স প্রধান পুরোহিত হিসেবে খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন। অন্যান্য পুরোহিত যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন: ফাদার মিথালেক সিএসসি, ফাদার সলোমন, ফাদার উর্বান কোড়াইয়া ও ফাদার মজুমদার। বান্দুরা হলি ক্রস হাই স্কুল থেকে ব্রাদারগণ, গোল্লা ও হাসনাবাদ কনভেন্টের সিস্টারগণ বেদীতে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন খ্রিস্টান, মুসলিম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও যারা তাদের প্রাণের মানুষটিকে শেষ শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সম্মান জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর্চবিশপ মহোদয় তাঁর উপদেশে চমৎকারভাবে যাজক ইভান্সের ধার্মিকতা ও ভালবাসাময় ব্যক্তিত্ব তোলে ধরেন। তিনি যাজক ইভান্স-এর অসাধারণ মানবপ্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যারাই যাজক ইভান্সের সান্নিধ্যে এসেছে সবাইকেই তিনি গভীর আন্তরিকতায় গ্রহণ করেছেন। তিনি আরো বলেন,*"His sincere, warm, personal interest in all of us is what brings us all here together in appreciation, respect and thankfulness to him".*এভাবেই তাঁকে সমাধিতে শায়িত করা হয়। তখন প্রকৃতিতেও শোকের ছায়া নেমে আসে। ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্তমিত হয়। গির্জার সন্ধ্যা ঘণ্টা বেঁজে ওঠে। শতশত ভক্তজন মোমবাতি জ্বেলে কবরের পাশে নতজানু হয়ে প্রার্থনায় রত হন। একজন পবিত্র মানুষ, বড় ফাদার ও অমর শহীদ চিরনিদ্রায় শায়িত হন। তাঁকে গোল্লা গির্জার সমাধিস্থলে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার গির্জার প্রথম পালক ফাদার ফ্রান্সিস সিএসসি-এর সমাধি পাশে সমাহিত করা হয়।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার:

অমর শহীদ ফাদার ইভান্সের মৃত্যু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী গোল্লা ধর্মপল্লীর অন্তর্ভুক্ত বালিডিওর গ্রামের লিও গমেজ বলেন, ১৯৭১ খ্রিস্টব্দে ১৩ নভেম্বর, তখন আমার বয়স ২০ বছর। দিনটি ছিল শনিবার। পরের দিন রবিবার গির্জায় যাওয়ার জন্যে আমি ও আমার আরেক বন্ধু রবিন গমেজ বিকেলে কাপড় ইস্ত্রি করার জন্যে গোবিন্দপুর বাজারে যাই। হঠাৎ লক্ষ্য করি মোহন মাঝি দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। তার সাথে আমাদের বাজারে দেখা হয়। মোহন মাঝি আমাদের জানান, মিলিটারীরা ফাদারকে গুলি করেছে এবং নদীতে তাঁর মৃতদেহ ফেলে দিয়েছে। এ মর্মান্তিক ঘটনা শুনে আমরাও মোহনমাঝির সাথে মিশনে আসি। আমরা ঘটনাটি প্রথমে সহকারী পালক-পুরোহিত ফাদার উইলিয়াম হিকেন্সকে অবগত করি। ফাদার হিকেন্স ঘটনার আকস্মিকতায় বিষয়টি প্রথমে বিশ্বাস করেননি যে, ফাদার ইভান্স মারা যেতে পারেন। পরবর্তী পর্যায় তিনি অঝোরে কাঁদতে শুরু করেন। তিনি তখন খবরটি মিশনে উপস্থিত আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে জানান। এরপর তিনি গির্জাঘরে প্রবেশ করে পবিত্র সাক্রামেন্তের সামনে মাথায় হাত রেখে কাঁদতে থাকেন। প্রথা অনুযায়ী গির্জার আপদকালিন ঘন্টা বাজতে থাকে।

গোল্লা মিশন মাঠের অদূরে বটলেরু বাড়ির সুনীতি রোমানা গমেজ (তখন ১২) তার স্মৃতিচারণে বলেন, ১৩ নভেম্বর দুপুরে আমি মিশনবাড়িতে ফাদারের কাছ থেকে কিছু ডাক টিকেট ও খাম কিনতে যাই। তখন আমার বাবা টমাস বটলেরু করাচী শহরে চাকরি করেন। বাবাকে চিঠি পাঠানোর জন্যে আমার মা আমাকে এগুলো আনতে পাঠান। আমি যখন ফাদারের অফিসে যাই তখন ফাদার বক্সনগর যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি আমাকে খাম ও টিকেট দিয়ে বলেন তিনি টাকা পরে নিবেন। মোহন মাঝি তখন বারান্দায় বসা। ফাদার ইভান্স শিশুদের খুবই আদর-স্নেহ করতেন। তিনি আমাকে কিছু বিদেশী চকলেট দিয়ে বিদায় জানান। এরপর আমি মায়ের সাথে বালিডিওর গ্রামে যাই। পরেরদিন বিকেলে হঠাৎ গির্জার আপদকালিন ঘন্টা শুনতে পাই। মায়ের সাথে আমি তাড়াতাড়ি মিশনবাড়িতে আসি। এসে দেখি মোহন মাঝি অঝোর ধারায় কান্নাকাটি করছে এবং ফাদার হিকেন্স গির্জার বেদিতে মাথা খুঁটে বারবার বলছেন 'ও ইভান্স, ও ইভান্স'।

ফাদার ইভান্সের মৃতদেহের সন্ধানের বিষয়ে বক্সনগর নিবাসী সত্য মার্টিন গমেজ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ১৪ নভেম্বর রবিবার ভোরে আমি, রিচার্ড মুকুল, অনু গিলবার্ট ও বিকাশ সিলভেস্টার ফাদারের মৃতদেহের সন্ধানে বের হই। ইতোমধ্যে দুইজন মুসলমান ভাই বক্সনগর গ্রামে এসে আমাদের জানান যে, ফাদারের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। তারা

বলেন, কয়েকজন মুসল্লী ভোরে নামাজের জন্য নদীতে ওজু করতে গেলে তারা নদীতে ফাদারের মৃতদেহ দেখতে পান। মৃতদেহটির মাথা পানির ওপর ভাসা অবস্থায় ছিল। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা তাঁর দেহ পানি থেকে তুলে কোমরগঞ্জ মসজিদের মাঠে নিয়ে আসেন এবং কাফনের সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে তুম্বার মধ্যে শুয়ে রাখেন। এরপর অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় আমরা ফাদারের মৃতদেহ নিয়ে নদী পথে না যেয়ে বিকল্প পথে চক দিয়ে নৌকায় রওনা করি। চকে পানি কম থাকায় আমরা গোবিন্দপুরের কাছে নৌকা ভিড়াই। এরপর মেঠো পথে কাঁধে বহন করে ফাদারকে আমরা গোল্লা গির্জায় নিয়ে যাই। তখন আনুমানিক দুপুর, বারোটা।

ফাদার ইভান্সের সাথে আমার শেষ দেখা:

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। বাংলার মানুষের মুক্তির আন্দোলন ধীরে ধীরে বেগবান হচ্ছে। ৭ মার্চ বিকেল ৩টায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণে আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ নেয়। রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি আরো বলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি তখন আরো রক্ত দেব, দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।' তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান, 'প্রত্যেকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' ঐক্যবদ্ধ জনতা নেতার এ উদাত্ত আহ্বানকে স্বাগত জানায় এবং দেশের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রতিশ্রুতি দেয়। আমিও এই জনসভায় উপস্থিত ছিলাম। আমার গায়ে ছিল একটি কালো মুজিব কোট। তখন আমি রমনা সাধু যোসেফের সেমিনারীতে থাকি আর নটরডেম কলেজে পড়াশুনা করি। বিএ প্রথম বর্ষে। ঢাকা শহরের অবস্থা ধীরে ধীরে আন্দোলনমুখর হতে থাকলে নিরাপত্তার কারণে আমাদের- ছাত্রদের নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মার্চ মাসের মাঝামাঝি আমি আমার গ্রামের বাড়িতে চলে আসি। আমাদের দেওতলা গ্রাম থেকে গোল্লা মিশন ১৫ মিনিটের পায়েহাঁটা পথ। আমি গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে আমার পালক পুরোহিত ফাদার ইভান্সের সাথে দেখা করি। তিনি আমাকে তাঁর সদাহাস্যমুখে গ্রহণ করে সাবধানে চলাফেরা করার পরামর্শ দেন। আমি সাধ্যমত সকালে খ্রিস্টযাগে যোগদান করি। এভাবে প্রায় দুই মাস কাটে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন তিনি আমাকে মিশনে ডেকে পাঠান। আমি সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে একটি চিঠি দেখিয়ে বলেন, ঢাকার আর্চবিশপ হাউস থেকে আমাকে বরিশাল পবিত্র ক্রুশ নব্যালয়ের যাওয়ার জন্যে নির্দেশনা পাঠিয়েছে। আমি তাকে বলি, সারাদেশে এখন স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র হচ্ছে। দেশ স্বাধীনের জন্যে যুবকরা মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছে, আমিও মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে শান্তকণ্ঠে বলেন, দেখ- দেশ স্বাধীন করার জন্যে সবার কাজ একরকম নয়। কেউ কেউ সম্মুখ রণাঙ্গণে যুদ্ধ করেন। কেউ কেউ পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করবেন। ঈশ্বর তোমাকে একজন পরোক্ষ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মনোনিত করেছেন। এটাই তোমার আহ্বান। আমি মনে করি ঈশ্বরের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তোমাকে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বরিশাল যাওয়া কর্তব্য। আমি নীরবে তাঁর নির্দেশনা মেনে নেই। তিনি আমাকে একটি পবিত্র রোজারীমালা হাতে দিয়ে মাথায় হাত রেখে আর্শীবাদ করেন এবং সহাস্যে বিদায় দেন। পরদিন সকালে আমি বরিশাল যাওয়ার জন্যে লঞ্চযোগে ঢাকার উদ্দেশে রওনা করি। মহান গুরু ফাদার ইভান্সের সেই বিদায় আশীর্বাদ আজো আমি আমার মস্তকে ধারণ করে তাঁকে বিনম্রচিত্তে স্মরণ করি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ:
মিসেস চন্দ্রাবলী রায় তিথি,
বায়োটেকনোলজিস্ট
Holy Cross Fathers' Achieve,
US Province, Indiana।

বিজ্ঞ/৩১১/২১

বাংলার জনপদ থেকে

ফাদার সুনীল রোজারিও

মিডিয়াকে বলা হয় সমাজের দর্পন, সমাজের বিবেক, জনগণের শিক্ষক। মিডিয়ার বদৌলতে গ্রহটি বিশ্ব আজ বিশ্বপল্লী। মানুষ বুঝেও, না বুঝেও, মিডিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। আজকে মিডিয়ার ভূমিকা খাটো করে দেখার জো নাই- জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জনমত গঠন, গণসচেনতা তৈরি, দেশের উন্নয়ন ও সরকারের নীতি সম্পর্কে অবগত হওয়া, দেশ বিদেশের খবর জানা, খেলাধুলা, সুস্থ বিনোদন, ইত্যাদি সবই গণমাধ্যম। মিডিয়ার একটি বড় ভূমিকা- সমাজের অন্যায্যতা, অপশাসন ও দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরতে সরকারকে সহায়তা করা। সেই জন্য মিডিয়াকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ পিলার।

দেশের গণমাধ্যম নিয়ে আজকাল বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। প্রশ্নটা হলো- দেশে এতো প্রিন্ট সংস্কারণ পত্রিকা, এতো অনলাইন ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও এতো আইপি (ইন্টারনেট প্রটোকল) টেলিভিশন কেনো? এছাড়া প্রাইভেট টেলিভিশন; কমিউনিটি রেডিও; এফ.এম. রেডিও এবং অনলাইন রেডিও তো আছেই। নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত গণমাধ্যমের সংখ্যা কতো তার সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা যায়, সংখ্যা গণমাধ্যম ভোক্তাদের চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি। সূত্রে বলা হয়েছে, দেশে তিন হাজারের অধিক পত্রিকার মধ্যে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ১,২৭৭ টি। আবার সব মিলিয়ে অনলাইন গণমাধ্যমের সংখ্যা নাকি ১০ হাজারের বেশি। এই সংখ্যার মধ্যে কিছু প্রকাশিত হয় বিভিন্ন দেশ থেকে যেগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এগুলোর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রিপোর্টে যে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে, তার অনেক অভিযোগ আছে।

গত ১৫ সেপ্টেম্বরের বিভিন্ন পত্রিকায় অনিবন্ধিত ও অনুমোদনহীন সব অনলাইন নিউজ পোর্টাল বন্ধে আদালতের নির্দেশনার খবর প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ১৮ সেপ্টেম্বরের কিছু দৈনিকের খবর ছিলো- তথ্য মন্ত্রণালয় ৯২টি দৈনিক পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ এবং ৮৫টি অনলাইন পত্রিকার নিবন্ধন দিয়েছে। এছাড়া নিবন্ধনের জন্য এক হাজার ৭৩২টি অনলাইন পত্রিকার আবেদন, তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গণমাধ্যম নিয়ে আদালতের নির্দেশনার পর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ সাক্ষাৎকারে অনলাইন মিডিয়া নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। মিডিয়া নিয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী অবৈধ অনলাইন মিডিয়া বন্ধ ও নিবন্ধনের কথা বলেছেন। কতোগুলো অনলাইন পোর্টালের আবেদন রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, "চার হাজারের মতো আবেদন জমা আছে।" ইউটিউব চ্যানেলে মানুষের চরিত্র হনন ক'রে কনটেন্ট তৈরি হচ্ছে, এই প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, "অনলাইন যেভাবে রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছি তেমনিভাবে ইউটিউব বা আইপি টিভিও রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করব। ব্যাঙের ছাতার মতো আইপি টিভি করার হিড়িক পড়ছে, এটি কোনোভাবেই সমীচীন নয়।" সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে মন্ত্রী বলেন, "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের মত প্রকাশের অবারিত সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে; একই সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে সমাজে নানা ধরনের অস্থিরতা তৈরি, সরকার ও ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর সুযোগ হিসেবেও এটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।" এগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলা আনার বিষয়টি মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। ওটি (OTT- **Over-The-Top**) প্ল্যাটফর্ম নিয়েও ড. হাছান মাহমুদ শৃঙ্খলা আনার আশ্বাস দিয়েছেন। (ওটিটি হলো, সেগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে পারে)।

মিডিয়াতে কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনগণকে অবহিত করা। একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী মনে করে, যেহেতু বার্তাটি প্রচার করা হয়েছে তাই সত্য। কিন্তু আসলেই কী তাই? আজকে প্রযুক্তি এতো নিখুঁত যে নয়-ছয় করা সমস্যা নয়। আর একটি বিষয় হলো- মিডিয়ার কোনো শাখারই উচিত নয় পাবলিক হয়রানি করা। কিন্তু বাস্তবে উল্টো। ইন্টারনেটে বা ফেইসবুকে কোনো বিষয় জানতে চাইলে বরাবরই বিজ্ঞাপনের ঝামেলায় পড়তে হয়। একটার পর একটা বিজ্ঞাপন পর্দায় এসে বিরক্তিকর অবস্থা তৈরি করে। প্রতিবাদ করার লোক থাকলেও নেই কেনো আইনি ব্যবস্থা নেই? সরকার ইতিমধ্যে অবৈধ ও অনিবন্ধিত মিডিয়া বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছেন।

অনিবন্ধিত পত্রিকা এবং ইন্টারনেটভিত্তিক মিডিয়া ও নিউজ পোর্টালগুলো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আদালত থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অবৈধ আইপি (ইন্টারনেট প্রটোকল) টেলিভিশন নিয়েও আদালত থেকে হুকুম দেওয়া হয়েছে। গণমাধ্যমের অপতৎপড়তা ও অপসংস্কৃতি বন্ধের জন্য সরকারের উদ্যোগ একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপকে সরকারের মিডিয়া দমন নীতি বলা যাবে না। গণমাধ্যম ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নয়, সেচ্ছাচারের জন্য নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশের জন্য নয়, এমকি স্টেটাস বৃদ্ধি করাও নয়। অপপ্রচার রোধের জন্য সরকার মাঝেমধ্যে বাধ্য হয়ে সোস্যাল মিডিয়া বন্ধ করে দেন।

দেশের মূলধারার পত্রিকা নিয়ে আজকে অনেকের অভিযোগ- পত্রিকার পাতায় বিদেশী সিনেমা ও তারকাদের এতো অনৈতিক খবর কেনো? প্রশ্ন হলো- তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনৈতিক খবর, পারিবারিক জীবন নিয়ে নটখটির মধ্যে শিক্ষণীয় কী আছে? এদেশের পত্রিকায় কেনো এগুলো ফলাও করে ছাপাতে হবে? পত্রিকা কী শুধু বড়রাই পড়েন নাকী ছোটোরাও? কিশোর ও যুবসমাজ পত্রিকার বিনোদন পাতা থেকে কী শিক্ষা লাভ করছে? বা তাদের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় তৈরি করছে কী না? বিদেশি সিরিয়াল নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। নৈতিক অবক্ষয় রক্ষার জন্য নারী নির্ভর সিরিয়াল বন্ধের পক্ষে সচেতন নাগরিক সমাজ প্রশ্ন উত্থাপন করলেও বন্ধের উদ্যোগ নেই। বিশ্বের বৃহৎ ধর্ম ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের শিক্ষানুসারে এগুলো জায়েজ নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও সিরিয়ালের অপসংস্কৃতি নিয়ে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গত ২৩ সেপ্টেম্বর খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি খবর ছিলো- ভারতীয় মেগাসিরিয়াল "সিআইডি" দেখে সিলেটের একটি এটিএম বুথে ডাকাতি করার কৌশল শেখে। চক্রটি ব্যাংকের সিসি ক্যামেরায় কালো স্প্রে মেরে অদৃশ্য করে বুথ থেকে ২৪ লাখ টাকা লুটের পর ১৪ লাখ টাকা জুয়া খেলে উড়িয়ে দেয়। ভেবে দেখুন- বিষয়টি কতোটুকু উদ্বেগের। মিডিয়া যদি মানুষকে শিক্ষিত না করে অবৈধ পথে ঠেলে দেয়, সেই মিডিয়ার প্রয়োজন কতোটুকু? ইন্টারনেট ও ডিজিটাল মিডিয়ার কারণে, মিথ্যার আশ্রয়, প্রতারণা বেড়ে গেছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় নেতা, সেক্যুলার প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক নেতা ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বিষয়গুলোর দিকে নজর দেওয়ার অনুরোধ রইলো। পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা॥

English Medium Coaching
(Cambridge, Edexcel)
Only at tk 1000 per month
Class 4 to 6,
Rawton De Costa
Monipuripara
01931232843, 01777338869
বিজ্ঞ/৩১৩/২১

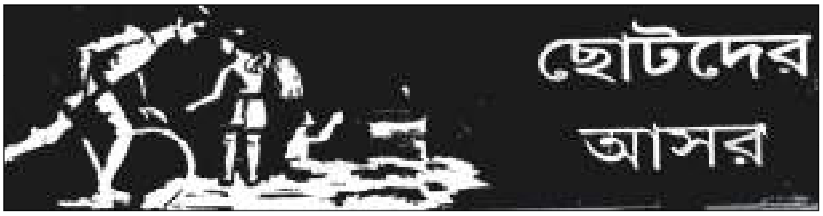

বেখেয়ালী রাগিনী মা

মাস্টার সুবল

এক মায়ের ছিলো দুটি ছেলে শিশু। বড়টি ছিল বয়সে দশ বছর আর ছোটটি ছিল ছয় বছরের। বলতে হয় শিশু দুটি ছিল ভীষণ দুষ্টু প্রকৃতির যা সাধারণত অন্য শিশুদের মধ্যে দেখা যায় না। মা ছিল ভীষণ বেখেয়ালী এবং রাগিনী। শিশু দুটির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে মাঝে মাঝে দিতো ভীষণ মাইর।

একদিন শিশু দুটি ভীষণ দুষ্টুমিতে জড়িয়ে পড়ে। এক সময় বড় শিশুটি ছোট শিশুটিকে জোড়ে ধাক্কা মারলে সে পড়ে গেলে একটি হাত মচকে যায়। এতে মা সহ্য করতে না পেরে বড় শিশুটিকে গালে জোরে চড় মারলে মুখের একটি দাঁত খসে পড়ে। এই আর কি।

বলতে চাই, সব শিশুরা একরকম হয় না। তবে শিশুদের মধ্যে চঞ্চলতা থাকতে হয়। সঠিক চঞ্চলতায় শিশুরা বিকশিত হয় সঠিক উন্নতির পথে। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ধৈর্যশীলা ও সহ্যশীলা হতে হবে মায়েদেরকে। শিশুদের অবশ্যই শাসন করতে হবে। তবে দেখতে হবে শাসন করতে গিয়ে শিশুদের মগজ ও শারীরিক কোন ক্ষতি না হয়। মায়েদের প্রতি রাখলাম এই অনুরোধ নত মস্তকে॥ ।

জীবন-মৃত্যু

ফাদার যোহন মিন্টু রায়

জন্মের পরে মৃত্যুর রেখা
জীবনের ত'রে হয়ে যায় লেখা
কিন্তু কবে কার মৃত্যু হবে
কালকে তুমি কোথায় র'বে
কেউ বোঝে না, কেউ জানেনা
মৃত্যু কোন বাঁধ মানে না,
মৃত্যুকে ভুলে থেকে তাই
সংসার কাজে পৃথিবীর মাঝে
মগ্ন হয়ে যাই, ডুবে যাই।

জমি-জমা, টাকা-কড়ি
দামী দামী গহনা শাড়ী
প্রাসাদ-সম দালান বাড়ি
একদিন সবকিছুর মায়া ছেড়ে
যেতে হবে অনেক দূরে
পরপারে।

মিছে আশায় টাকার নেশায়
শত বছর বাঁচার আশায়
ওরে, থাকিস না আর ভুলে
একদিন তো যেতেই হবে
মা-মাটিরই কোলে।

ওরে মন, সাধন-
ভজন করো না এবার
প্রভুর চরণ ধর না এবার
প্রভুর নামে মানব সেবায়
হও স্বর্গ পথের যাত্রী সবাই
জীবন-মৃত্যুর যাত্রা পথে।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

পোপ ফ্রান্সিসের সাথে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

২৯ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকালে অ্যাপস্টলিক প্যালেসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যোসেফ বাইডেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রেসিডেন্ট জো পওে ভাতিকানসিটি রাষ্ট্রের সেক্রেটারী কার্ডিনাল পিয়েত্র'র সাথেও সাক্ষাৎ করেন। এক কর্মকর্তা জানান, তাদের সাক্ষাৎ খুবই আন্তরিক ছিল। ৯০ মিনিটের এই সাক্ষাতে প্রেসিডেন্ট জো - বিশ্বে দারিদ্র, ক্ষুধা, সংঘাত ও নিপীড়নে ভুগছেন এমন মানুষদের সমর্থনের জন্য পোপকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জলবায়ু সংকটের লড়াইয়ে পোপ ফ্রান্সিসের নেতৃত্বেও প্রশংসা করেন। পাশাপাশি সবার জন্য টিকা নিশ্চিতকরণ এবং ন্যায় সঙ্গত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সবার জন্য মহামারি ইতি টানার বিষয়ে পোপের সমর্থনের প্রশংসা করেন।

উল্লেখ্য মন্সিনিয়র লিওনার্দো সাপিয়েঞ্জা প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনকে অ্যাপস্টলিক প্যালেসে স্বাগত জানান। দুপুরে বাইডেন দম্পতি পোপ মহোদয়ের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করেন। এরপর একটি প্রতিনিধি বৈঠকে অংশ নেন যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনী ব্রিঙ্কেন, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেইক সালিভান ও হোয়াইট হাউজের ডেপুটি চিফ স্টাফ জেন ও'ম্যালি ডিলন উপস্থিত ছিলেন। ঐতিহ্যগতভাবে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি কালো পোষাক পরিহিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও পোপ ফ্রান্সিস ইতোমধ্যে তিনবার সাক্ষাৎ করেছেন, নির্বাচিত হবার পর এটিই তার প্রথম সাক্ষাৎ।

জি-২০ সামিট ও জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক কপ২৬ এ অংশগ্রহণের প্রাক্কালে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে-ইন শুক্রবার ২৯ অক্টোবর ভাতিকানে পোপ ফ্রান্সিসের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। পরে তিনি ভাতিকানসিটি রাষ্ট্রের সেক্রেটারী কার্ডিনাল পিয়েত্র পারোলিন ও আর্চবিশপ পল রিচার্ড গালাঘের এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ভাতিকানের প্রেস অফিস জানায়, আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনায় রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কাথলিক মণ্ডলী যে ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছে সেই দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্কের প্রশংসা করা হয় এবং একই সাথে কোরিয়াতে সংলাপ ও পুনর্মিলন স্থাপনের জন্য বিশেষ সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হয়। পরে পোপ মহোদয় ও প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে-ইন পারস্পরিক উপহার বিনিময় করেন।

৩০ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ভাতিকানসিটিতে পৌছে পোপ ফ্রান্সিসের সাথে সাক্ষাৎ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সৌহার্দ্যপূর্ণ এই সাক্ষাতে তারা করোনা, সাধারণ বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং শান্তি-স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি ও কাথলিক মণ্ডলী প্রধান পোপ ফ্রান্সিসের মধ্যে প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ এটি। দুইজনের এই বৈঠক মাত্র ২০ মিনিটের জন্য নির্ধারিত থাকলেও বৈঠক চলে ঘন্টাখানেক। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি পোপ মহোদয়কে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানান। ভাতিকানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। পোপ মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ট্যুইট করে বলেন: পোপ ফ্রান্সিসের সাথে উষ্ণ সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি তার সাথে অনেক বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি এবং তাকে ভারতে আসার আমন্ত্রণও দিয়েছি॥

- তথ্যসূত্র : news.va

"পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা অধ্যায়নরত"

তুমি নিমন্ত্রিত। তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক বা ব্রাদার হতে চাও?
তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?

যদি তুমি হ্যাঁ বল..... তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।
- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।
- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।
- ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্য, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য।

বাংলাদেশ অবলেট সম্প্রদায়ের ফাদারগণ প্রতি বছরের মতো এই বছরও পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা পড়াশুনা করছে, তাদের জন্য **"এসো, দেখে যাও"**এর প্রোগ্রাম আয়োজন করতে যাচ্ছে, যে সকল যুবক ভাইয়েরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে চায়, দয়া করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রার্থীকে আসার সময় স্থানীয় পাল-পুরোহিতের চিঠি নিয়ে আসতে হবে।

সময় : ২৯ নভেম্বর হতে ৩ ডিসেম্বর ২০২১
আগমন : ২৯ নভেম্বর সোমবার, বিকাল ৫ টার মধ্যে
স্থান : অবলেট জুনিওরেট, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

আহ্বান পরিচালক ফাদার পিন্টু কস্তা, ওএমআই মো: ০১৮৪৮-১৫৬৬৭০ ০১৭৪২২৪৯২৪২	ফাদার জনি ফিনি, ওএমআই পরিচালক (অবলেট সেমিনারী) মো: ০১৭৪১-৮১৬৪৩২	ফাদার রূপক রোজারিও, ওএমআই ০১৭৭২-৫৬৩৮৩০ ফাদার সুবাস কস্তা, ওএমআই মো: ০১৭১৫০৩৮৮০৬	ফাদার সুবাস গমেজ, ওএমআই সুপিরিওর, ডি' মাজেনড স্কলাসটিকেট মো:০১৭১৬৫৮৬৪১৪ ফাদার সাগর রোজারিও ওএমআই মো:০১৭৮৮৮৮৮৯০৯

বিজ্ঞ/৩০৯/২১

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ও সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশীয় যাজকবৃন্দের বাৎসরিক নির্জন ধ্যান-২০২১

ফাদার কল্লোল রোজারিও ▯ গত ২৫-২৯ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ও সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশীয় যাজকবৃন্দের বাৎসরিক নির্জন ধ্যান অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার আর্চবিশপ হাউজে। নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফাদার প্যাট্রিক গমেজ আর মূলভাব ছিল "সিনড্যাল চার্চ: মিলন, অংশগ্রহণ এবং প্রেরণ-দায়িত্ব। ফাদার এই মূলভাবের উপর প্রাণবন্ত, অর্থপূর্ণ ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করেন বাস্তব উদাহরণ এবং অভিজ্ঞতার আলোকে। ফাদারের সহভাগিতা নির্জন ধ্যানে অংশগ্রহণকারী ফাদারদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে পালকীয় সেবা এবং বিশ্বাসের গভীরতা আনয়ন করতে। এই নির্জন ধ্যানে আরো ছিল পবিত্রঘন্টা, প্রাহরিক প্রার্থনা, জপমালা প্রার্থনা, পাপস্বীকার এবং খ্রিস্টযাগ। প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে বাণী পাঠ এবং মূলসুরের আলোকে নির্জন ধ্যান পরিচালক সুন্দর, বাস্তবধর্মী উপদেশ প্রদান করেন। নির্জন ধ্যানে অংশগ্রহণ করেন আর্চবিশপ, বিশপ, ৫৪জন ফাদার এবং ২জন ডিকন। ২৯তারিখ সান্ধ্য খ্রিস্টযাগে বাণীবাহক চিহ্ন হিসেবে প্রত্যেকটি অঞ্চলের প্রতিনিধির হাতে মঙ্গলবার্তা তুলে দেওয়া হয়। ডি, ডি, পি, এফ এর সেক্রেটারি ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস কস্তার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্জন ধ্যান সমাপ্ত হয়॥

পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে আজীবন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ ও রজত জয়ন্তী পালন

সিস্টার গিদ্দিং সিমসাং সিএসসি ও সিস্টার ঊর্মিতা সিসিলিয়া রোজারিও সিএসসি ▯ গত ১৫ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, এ দিনে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফৈলজনা গ্রামের সন্তান সিস্টার রাণী গমেজ সিএসসি, মণ্ডলী ও পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে আজীবনের জন্য সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন এবং সিস্টার মিতালি মৃ সিএসসি, সিস্টার মালা মেরী কুবি সিএসসি, সিস্টার শিশিলিয়া করুণা কোড়াইয়া সিএসসি, সিস্টার জয়া রোজারিও সিএসসি, সিস্টার জয়েস রোজারিও সিএসসি ও সিস্টার যমুনা ম্যাগডেলিন গমেজ সিএসসি ব্রতীয় জীবনের রজত জয়ন্তী পালন করেন। সিস্টার মিতালি মৃ ইন্ডিয়ায় মিশনারী হিসেবে কর্মরত থাকায় স্বশরীরে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। পবিত্র খ্রিস্টযাগে তিনি সাধু যোসেফের এই বিশেষ বর্ষে সাধু যোসেফকে ব্রতীয় জীবনের মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেন। সাধু যোসেফের "নীরবতা" গুণটি, কীভাবে ব্রতীয় জীবনের জন্য অনুপ্রেরণা স্বরূপ হতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পনেন কুবি সিএসসি- এর উপস্থিতি সবাইকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন ফাদার, সিস্টার, আজীবন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণকারী ও রজত জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ। খ্রিস্টযাগ শেষে সিস্টার ভায়োলেট রড্রিকস্ সিএসসি, এশিয়ার এলাকা সমন্বয়কারী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর কীর্তনের মাধ্যমে নেচে গেয়ে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী ও রজত জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের বরণ করে নেয়া হয় হলি ক্রস প্রাঙ্গণে। এখানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী ও রজত জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের সংবর্ধনা জানানো হয়॥

বাণীপাঠক সেবা-দায়িত্ব গ্রহণ

স্যান্ডি এডুয়ার্ড ডায়েস ▯ ২৩ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর ১১ জন ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ান ও একজন অবলেট সেমিনারীয়ান বাণীপাঠক সেবা দায়িত্ব লাভ করে। বাণীপাঠক পদ মণ্ডলীর একটি মাইনর অর্ডার। যারা যাজকীয় গঠন জীবনে রয়েছে তাদের জন্য মণ্ডলী কর্তৃক প্রথম স্বীকৃতি। মাধ্যমে একজন সেমিনারীয়ান বাণীপাঠ ও প্রার্থনা পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। সকালে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে ১২জন ভাইকে বাণীপাঠকের সেবাদায়িত্ব প্রদান করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও। এছাড়াও খ্রিস্টযাগে পরিচালক ফাদার পল গমেজ সহ আরো ৫ জন যাজক উপস্থিত

ছিলেন। বিশপ আশীর্বাদ প্রার্থনা ও পবিত্র বাইবেল সেমিনারীয়ানদের হাতে তুলে দেয়ার মধ্যদিয়ে তাদেরকে এই দায়িত্ব প্রদান করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে বাণী পাঠক সেবা দায়িত্ব লাভকারি ভাইদেরকে ফুলের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানানো হয়॥

ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে ওয়াইসিএস সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি ▯ বিগত ১৫ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে প্রথমবারের মতো ওয়াইসিএস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৪৩ জন ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করে। এদিন প্রথমে প্রার্থনার মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। অতপর 'মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা' বিষয়ে বিশেষ সেশন পরিচালনা করেন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সিস্টার লিপি গ্লোরিয়া ওএলএস। সেশন শেষে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দলীয় আলোচনা করে। তারপর তাদের রিপোর্ট উপস্থাপন করে। এরপর সকলকে টিফিন দেয়া হয়। টিফিনের পর অনুপ্রেরণামূলক কয়েকটি ভিডিও ক্লিপস্ দেখানো হয়। ভিডিও পর্ব শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। শেষে টিম লিডার রুবেল কোড়াইয়া এবং ধর্মপল্লীর সহকারী পালক পুরোহিত ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি'র সমাপনী বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অর্ধ দিনব্যাপী এই বিশেষ সম্মেলন সমাপ্ত হয়॥

খুলনা সেন্ট যোসেফস্ ক্যাথিড্রাল চার্চে উপাসনা সেমিনার

ফাদার নরেন জে বৈদ্য ▯ খুলনা ধর্মপ্রদেশের উপাসনা কমিশনের আয়োজনে গত ২৯ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, সেন্ট যোসেফস্ ক্যাথিড্রাল চার্চে 'আমি বিশ্বাস করি (শ্রদ্ধামন্ত্র)' মূলসুরের উপর উপাসনা সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন পাড়া থেকে যুবক-যুবতী, পিতা মাতা, গ্রাম্য কমিটির প্রতিনিধিসহ ৯০ জন অংশগ্রহণ করেন। শুরুতে স্বাগত জ্ঞাপন করেন ফাদার নরেন জে বৈদ্য। প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ করা হয়। 'আমি বিশ্বাস করি (শ্রদ্ধামন্ত্র)' বিষয়ে উপস্থাপনা করেন ফাদার সেরাফিন সরকার। দ্বিতীয় অধিবেশনে সেমিনারীর পরিচালক ফাদার নরেন জে বৈদ্য 'খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার ও খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল, প্রশ্নোত্তর পর্ব, মুক্তালোচনা ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন। পরিশেষে দুপুরের আহারের মাধ্যমে সেমিনারের পরিসমাপ্তি ঘটে॥

গৌরনদী ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টমণ্ডলী ও ভক্তজনগণ বিষয়ক সেমিনার

ডিকন সৈকত লরেন্স বিশ্বাস ▯ গত ১৪ ও ১৫ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের লেইটি কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ-এর আয়োজনে গৌরনদী ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টমণ্ডলী ও ভক্তজনগণ বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মোমবাতি প্রজ্বলন ও ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বরিশাল ধর্মপ্রদেশের প্রৈরিতিক প্রশাসকের প্রতিনিধি ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ সেমিনারের উদ্বোধন ঘোষণা করেন

এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার রিংকু জেরুম গোমেজ। উক্ত সেমিনারে বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের তিনটি ধর্মপল্লী (গৌরনদী, ঘোড়ারপাড় এবং বরিশাল ক্যাথিড্রাল) থেকে মোট ৪৫ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। এই সেমিনারে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার আলোকে খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন যোয়াকিম মান্না বালা, মণ্ডলী কি ও মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করেন ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা এবং ভক্তজনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায়ের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন জেমস প্রেমানন্দ বিশ্বাস॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে কবর স্থানান্তর ও আশীর্বাদ অনুষ্ঠান

ওয়েলকাম লম্বা ▯ ১৩ অক্টোবর বুধবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সাধু প্যাট্রিকের গির্জা, জাফলং গোয়াইনঘাট, সিলেট এর কবর আশীর্বাদ ও কবর স্থানান্তর করা হয়। সকাল ১০:৪৫ মিনিটে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে ৮০জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। খাসিয়াদের পূর্বপুরুষ যারা কাথলিক হবার পূর্বে মারা গেছেন তাদের অনেকের কবর নিজেদের জুমের মধ্যে কবরস্থ করা হয়। নভেম্বর মাস সকল পরলোকগত ভক্তদের মাস। এই মাসে প্রত্যেকটি কবর আশীর্বাদ করতে যাওয়া জনগণ ও যাজকের পক্ষে অনেকটা কষ্টকর। অনেক উঁচু-নিচু পথ পার হয়ে যেতে হয়। তাই ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ ও সকল খ্রিস্টভক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের আত্মীয় স্বজন যারা কাথলিক যাদের কবর ধর্মপল্লীর কবরস্থান ছাড়া অন্য জায়গায় হয়েছে তাদের সবার কবর কবরস্থানে নিয়ে আসা হবে। এই লক্ষ্যে ১৬টি কবর ধর্মপল্লীর কবরস্থানে নিয়ে আসা হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারী ওয়েলকাম লম্বা এই দিনের তাৎপর্য, কেন তাদেরকে কবরস্থানে নিয়ে আসা হল সে সম্পর্কে সুন্দর ভূমিকা প্রদান করেন। ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা সকল মৃত ভক্তদের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি তার উপদেশে বলেন, আমরা যারা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি, একদিন সবাই মৃত্যুবরণ করব। কিন্তু আমরা কেউ জানি না আমরা কোথায়, কখন ও কিভাবে মৃত্যুবরণ করব। তাই আমাদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। খ্রিস্টযাগের পর সব কবরগুলো আশীর্বাদ করা হয়। সবাই বিশ্বাসপূর্ণ অন্তরে ১৬জনের প্রতীকী যা তারা জুম থেকে নিয়ে এসেছে তা কবরের মধ্যে শায়িত করেন। পাল পুরোহিত সবকিছুর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সুন্দর পবিত্র ও প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশে এই কবর আশীর্বাদের অনুষ্ঠান দুপুর ১২:৩০ মিনিটে সমাপ্ত হয়॥

MOHAMMADPUR CHRISTIAN BAHUMUKHI
SAMABAYA SAMITY LTD. DHAKA

92, Asad Avenue
Mohammadpur
Dhaka-1207

Head Office: 01749-504449
Collection Booth: 01942-045515
mcbssltdmirpur@gmail.com

০১.১১.২০২১ খ্রিঃ

মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা এর ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সম্মানিত সদস্যদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৯ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০:৩০ মিনিটে ফাদার পিনোস ভবন প্রাঙ্গণে (সেন্ট তেরেজা স্কুল), ৬/২/১ বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকায় অত্র সমিতির ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজ নিজ পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) অথবা পাশ বই এবং বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্যে সকল সদস্যদের বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হবে। সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে ১০:৩০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হয়ে যারা হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন শুধুমাত্র তারাই কোরামপূর্তি লটারী ও খাদ্য কুপন পাবেন। সকাল ১০:৩০ মিনিটের হতে দুপুর ১২:০০ মিনিট পর্যন্ত শুধু খাদ্য কুপন বিতরণ করা হবে। সুতরাং যথাসময়ে কোরামপূর্তি লটারী সংগ্রহ করার জন্য সকল সম্মানিত সদস্যদেরকে সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি। সমিতির অফিস হতে সভার কর্মসূচি এবং প্রতিবেদন সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

স্বপন এক্কা
সম্পাদক
মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

অনুলিপিঃ
১। সভাপতি/সহ-সভাপতি/কোষাধ্যক্ষ
২। জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা জেলা, ঢাকা
৩। মেট্রোপলিটান থানা সমবায় অফিসার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

বিজ্ঞ/৩১৫/২১

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত : ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2021-2022/388 Date: 01November, 2021

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an energetic and self-motivated professional for its ICT Department.

Position: Manager, ICT Department

Job Responsibilities:
- Ensure a modern, effective and safe working ICT driven environment for the team.
- Lead the ICT team, provide necessary guidance and effective leadership to achieve the goals of ICT department.
- Ensure and supervise day-to-day operational activities of both ICT development team and ICT operation team.
- Troubleshoot specific hardware and software issues to ensure maximum approved user accessibility and operations of the systems and coordinate with other departments in order to understand and meet their technological requirements.
- Supervise & confirm expected performance of Applications, Data Management, Communications, Equipment & Support.
- Ensure successful deployment of all technology initiatives within the budget on time.
- Ensure that team members remain current with new ICT developments and best practices; provide/arrange in-house training as required.

Educational Requirements:
- Candidates having degree in B.Sc./M.Sc in Computer Science & Engineering/MIS/EEE/C&E will get preferences.
- Candidates having professional certifications in the related field will get preferences.

Employment Status: Full-time
Job Location: Dhaka and site visit (as and when required)

Experience Requirements:
- Minimum 5 years' leadership experiences in the ICT department in reputed organizations.
- Should have expertise and knowledge in software development.
- Should have experience in operatingat least 100 users based multifunctional system.

Additional Requirements:
- Age maximum 45 years; only males are allowed to apply.
- Adequate knowledge in software development and proficiency in configuring, deploying and troubleshooting.
- Vendor certification on different technologies will be preferred.
- Creative, analytical and proactive problem solver.
- Ability to work independently within a team-orientated environment meeting all deadlines.
- Effective English language communicator (both conversational, technical & written)

Salary: Negotiable
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures	Address
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by **15 November, 2021.**	**The Chief Executive Officer** **The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka** Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/

The position applied for should be written on top right corner.

Ignatious Hemanta Corraya
Secretary
The CCCUL, Dhaka

প্রকাশনার গৌরবময় ৮১ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা

পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রথম সহ

গত ১০ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্র ক্রুশ সংঘের ৬জন ব্রাদার প্রার্থী প্রথমবারের মত সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছে। বিগত একটি বছর ধ্যান সাধনায় নিজেদের অন্তরাত্মায় বলিষ্ঠ করে ঐশরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় খ্রিস্টের সৈনিক হওয়ার মানসে পবিত্র ক্রুশ সংঘে একজন ব্রাদার হয়ে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে আত্মনিবেদন করল। নব্য ব্রতগ্রহণকারী ব্রাদারগণ - রোমিও রোজারিও, দড়িপাড়া; রিমেন্স কস্তা, তুমিলিয়া; আনন্দ দফো, জলছত্র; ইম্মানুয়েল গমেজ, মরিয়ম আশ্রম দিয়াং; পিতর টুডু, মারিয়ামপুর; সুবল ত্রিপুরা, ফাতেমারাণী ধর্মপল্লীর অন্তর্গত। পবিত্র ক্রুশ নব্যালয়, সাগরদী, বরিশালে এক অনাড়ম্বর ও ভক্তিপূর্ণ খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে এ আত্মনিবেদন সম্পন্ন হয়। এতে প্রধান পৌরহিত্য করেন যীশু হৃদয় সংঘ প্রদেশের প্রদেশপাল শ্রদ্ধেয় ফাদার জর্জ কমল রোজারিও, সিএসসি। ব্রত গ্রহণানুষ্ঠানের পূর্ব সন্ধ্যায় শ্রদ্ধেয় নব্যাধ্যক্ষ ফাদার অসীম গনসালভেস, সিএসসি, নবিসদের মঙ্গলার্থে খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করেন। স্থানীয় যাজক, ব্রাদার ও সিস্টারগণ দু'দিনের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন।

❖❖❖❖❖❖❖ **একটি আহ্বান** ❖❖❖❖❖❖❖

মণ্ডলীতে সেবাকাজের জন্য অনেক ব্রতধারী ব্রাদার প্রয়োজন। তুমি কি পবিত্র ক্রুশ (Holy Cross) সংঘের একজন মিশনারী ব্রাদার হয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় ব্রতী হতে আগ্রহী?

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারগণ এসএসসি উত্তীর্ণ ছাত্র বন্ধুদের জন্য আহ্বান অন্বেষণ কোর্সের আয়োজন করতে যাচ্ছে। উক্ত কোর্স শুরু হবে নভেম্বরের ২৬ তারিখ, শেষ হবে ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ। অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্র বন্ধুদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- : যোগাযোগের ঠিকানা :-

ব্রাদার সুমন এঞ্জেলো কস্তা, সিএসসি	ব্রাদার চয়ন ভিন্সেন্ট কোড়াইয়া, সিএসসি
আহ্বান পরিচালক ৯৭, আসাদ এভিনিউ মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ মোবাইল : ০১৩০৪৫৩১৬৩৪, ০১৬৮০৯৯১১২৮	পরিচালক পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ ১৬, মুনির হোসেন লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০ মোবাইল : ০১৯৯৩০২৩০৪০

মমতাময়ী মায়ের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

*'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই।'*

প্রয়াত যোসফিন কোড়াইয়া
জন্ম : ৮ মে, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৯ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (বৃহস্পতিবার)
রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

আমাদের স্নেহময়ী মা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গ লাভ করতে চলে গেল, তা-ও আজ চারটি বছর পূর্ণ হয়ে গেল। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে আমরা যদিও তোমাকে হারিয়েছি মা, তবুও তুমি রয়েছ আমাদের হৃদয় জুড়ে। আর সেখানেই থাকবে সব সময়; কখনও হারিয়েও যাবে না। মা, বাবার মৃত্যুর পর তোমার কষ্টগাঁথা কর্মময় জীবনের দ্বারা জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে, একজন রত্নগর্ভা মা হয়ে, আমাদের মানুষ করে মানুষের সেবায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছ। আজ তোমার চতুর্থ মৃত্যু বার্ষিকীতে আমরা পরিবারের সকলেই শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি তোমায়। তোমার রেখে যাওয়া সকল আদর্শ, আদেশ-নির্দেশ ও স্মৃতি আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বাস করি, তুমি আছো আনন্দলোকে পরম পিতার সান্নিধ্যে। প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো মা, তোমার জীবনাদর্শে আমরা যেন জীবনের বাকীটা পথ চলতে পারি এবং তোমার নাতী-নাতনীদের সুপথে পরিচালিত করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

ফাদার প্রশান্ত থিওটনিয়াস, সুশান্ত টমাস-বিউটি, ডেনিস আলবার্ট-হীরা, ফাদার লেনার্ড কর্ণেলিয়াস, জুয়েল প্রনয়-লিজা ও ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সিস্টার হেলেন এসএমআরএ, আল্পনা সুমতি-ইগ্নেসিয়াস, সিস্টার স্মৃতি তেরেজা সিআইসি ও সিস্টার বাসনা রিবেরু সিএসসি

নাতি-নাতনী, পুতি এবং আত্মীয়স্বজনেরা।

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৪১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 41
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৪১
Regd. No. DA-33
❖ 7 - 13 November, 2021, ২৩ - ২৯ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

বিদায়ের দ্বিতীয় বছর

প্রয়াত আগস্টিন কস্তা
জন্ম : ২৮ এপ্রিল, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ (তিরিয়া)
মৃত্যু : ৭ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ (তিরিয়া)
নাগরী, কালীগঞ্জ

বাবা, তোমার সন্তানদের ছেড়ে কেমন আছ। তোমার কষ্ট হয় না বাবা। বেঁচে থাকতে তো প্রতিক্ষণে খোঁজ না নিয়ে থাকতে পারতে না বাবা। প্রতিদিন ফোন আসতে বাবা একটুও দেরী হতো না। কিন্তু এখন কেউ খোঁজ নেয়নি বাবা। কেন এতটা ভালবেসেছিলে আমাদের। কেন এত আদর যত্নে ভরে দিতে বাবা। এখন তো মা মা করে কেউ ডাকেনা। কিছু ভুলে যাইনি বাবা। মনের গভীরে কথাগুলো নাড়া দেয়। অনেক কষ্ট পাই বাবা। যার ব্যাখ্যা কোনভাবে দিতে পারবনা। আমি বড়, তাই সব দায়িত্ব দিয়ে এভাবে এত জলদি চলে যাবে আমরা বুঝতে পারিনি বাবা। তোমার শেষ দিনগুলি তো আমরা কাছে ছিলে তাই সবচেয়ে ব্যথা আমরা বেশী। আমার সব আছে বাবা, কোন অভাব নেই, শুধু তোমাদের ছাড়া। মা'র পিছু পিছুই যেতে হল বাবা। জান বাবা, তোমাদের ছাড়া সব শূন্য, শুধু অন্ধকার চারিদিক। বাবা নামের ছায়াটা যতদিন ছিল, তোমার অভাবে তাই উল্টোটা ভাবিনি কখনো। তোমাকে আমরা কেউ ভুলিনি বাবা। তুমি যে ছিলে অনেক বড় মনের একজন মানুষ, ভাল বন্ধু, দাদু, কাকা, জেঠা, বড় ভাই, মামা, নানা আর আমাদের প্রাণপ্রিয় বাবা। প্রতি সময়ে মিস করি বাবা। অনেক ভালবাসি তোমাকে। তোমরাও আমাদের আগের মতই ভালবেসো আর আমাদের সবার জন্য প্রার্থনা করো। যেন তোমাদের একসাথে হারানোর ব্যথা সইতে পারি। বাবা, তোমাদের মৃত্যুগুলো খুব কাছ থেকে দেখেছি তাই কষ্টটা অনেক বেশী আমি জানি বাবা তোমরা স্বর্গে পিতার পাশে পরম আনন্দেই আছো। আমরা প্রার্থনা করি তাই যেন থাক। বোন চিত্রা, মাকে নিয়ে ওপারে ভাল থেকো বাবা। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। আমেন।

তোমার অতি আদরের
চন্দ্রা, চন্দন, চঞ্চল, চামিলি ও চুমকী।

ঐশধামে যাত্রার ১২তম বার্ষিকী

প্রয়াত নিকোলাস গনছালভেস
জন্ম: ২৫ আগস্ট, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৫ নভেম্বর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

ওগো প্রিয়,

দিন, মাস, বছরের চাকা ঘুরতে ঘুরতে ফিরে এলো বেদনাবিধুর সেই স্মৃতিময় ৫ নভেম্বর। যেদিন তুমি আমার চার সন্তানকে এতিম করে একেবারে স্বার্থপরের মত একাই পিতার রাজ্যে চলে গেলে। যেখানে নেই কোন যন্ত্রণা, নেই কোন দুঃখ। আছে শুধু সুখ আর সুখ। ভেবেছিলাম তুমি স্বার্থপর, কিন্তু না তুমি ১২টি বছর আমাকে আমাদের সন্তানদের ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছ। প্রতিটি মুহূর্তে তোমার উপস্থিতি অনুভব করছি ও করব। তুমি যে স্বর্গীয় পিতার কাছ থেকে আমাকে একটা শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়েছ সেইজন্য ধন্যবাদ। এটা পাওয়ার পিছনে ছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও রোজারি প্রার্থনার প্রতি বিশ্বাস। ঈশ্বর আমাকে দু'টি যমজ নাতি দিয়েছেন। তুমি থাকলে কত মজা হতো। তোমার ফুলের বাগানটি সাজানো গোছানো ছিমছাম। নেই শুধু তুমি। তুমি যে রয়েছ আমাদের প্রত্যেকের মণি কোঠায়। শুধু তোমার মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতিটা পাইনি তোমার প্রার্থনার ফলে হয়তো তুমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার তালিকাভুক্ত হবেই হবে। কারণ তুমি যে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছ। পিতার বাড়িতে ধনুনের মা, বাবা মাল্লার মা, বাবা ভাই-বোন নিয়ে সুখেই থেকো। তোমার সন্তান ও নাতি-পুতিদের আশীর্বাদ করো।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
ছেলে-ছেলের বউ : লিটন-পারভীন গনছালভেস
বড় মেয়ে-জামাই : চিত্রা-এলিয়াস রোজারিও (ইতালী)
মেঝো মেয়ে-জামাই : লিপি-সজল পিউরীফিকেশন (ভাসানিয়া)
ছোট মেয়ে-জামাই : লাকী-বাবু রোজারিও (সুইডেন)
নাতি-পুতি : সান্দ্রো, এমি, লাবন্য, অপূর্ব, অবন্তী, লিয়ান ও লিডিও
স্ত্রী - মুকুল সেবাষ্টিনা রোজারিও

Edited & Published by Fr. Bulbul Augustine Rebeiro, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: weekly.pratibeshi.org

প্রকাশনায় ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪১ ৭-১৩ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

যা নিয়ে অমর হব না তা নিয়ে করব কি !

মহাপ্রয়াণ

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ফাদার বিকাশ হিউবার্ট রিবেরু

জন্ম: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ২০ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ঠিকানা: মুসরইল, চন্দ্রিমা, রাজশাহী।

"যেতে আমি দিব না তোমায়। তবুও সময় হল শেষ, তবু হায় যেতে হল।" অকালেই হল তোমার মহাপ্রয়াণ। জীবনের অন্তিম লক্ষ্য পরম পিতার সাথে মিলিত হলে স্বর্গরাজ্যে, তাঁরই ডাকে। ঈশ্বরের সকল সৃষ্টির প্রতি ছিল তোমার পরম মমতা ও ভালোবাসা। তুমি ছিলে সৎ, অধ্যবসায়ী, নিষ্ঠাবান, বিনয়ী, মিষ্টভাষী, বুদ্ধিদীপ্ত, প্রজ্ঞাবান সর্বোপরি খ্রিস্টের আদর্শে অনুপ্রাণিত একজন আদর্শ বিবেকসম্পন্ন মানুষ। আশীর্বাদ করো যেন তোমার আদর্শের অনুসারী হতে পারি।

তোমার ভালোবাসার - **বোন:** সিস্টার রমলা রিবেরু এমসি, সুফলা রিবেরু, এবং সুজলা মেরী রিবেরু। **ভাই:** সুভাষ এস. রিবেরু। **ভাই-বউ:** মীরা রোজারিও ও সুন্দরী কস্তা এবং ভাতিজা, ভাতিজী, ভাগিনা, ভাগ্নি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৪১
৭ - ১৩ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২৩ - ২৯ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

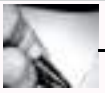

সম্পাদকীয়

অনন্ত আনন্দধামের পথে আমাদের যাত্রা শুভ হোক

আমরা যখন এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাত্রা করি তখন পরিচিত মহল আমাদের মঙ্গল যাচ্না করে বলে থাকেন 'তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।' এ শুভাশিষ জানানোর সাথে সাথে পরোক্ষভাবে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, জীবনের যাত্রাপথ মসৃণ নয়, বিপদ-সংকুল। যেকোন সময় যেকোন বড় দুর্ঘটনা আমাদের জীবনে আসতে পারে। তাই ঈশ্বরনির্ভরশীলতার সাথে সাথে আমাদেরকে সচেতনভাবে জীবন পরিচালনা করতে হয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলোতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে মর্ত্যে আমাদের অবস্থান খুব স্বল্প সময়ের। তবে এই স্বল্প সময়ের ব্যপ্তিটা কতটা দীর্ঘ তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। যেকোন সময় ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর সবকিছু ত্যাগ করে আমাদেরকে অনন্ত জীবনের অধিবাসী হতে হবে। অনন্ত জীবনের অধিবাসী হবার জন্য এ জগতে অবস্থানকালে আমাদের যাত্রার প্রস্তুতি কেমন- তা মূল্যায়ন করতে হয়।

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য আত্ম-মূল্যায়নের অন্যতম একটি সময় নভেম্বর মাস। ঐতিহ্যগতভাবে এ মাসটিকে পরলোকগতদের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা তাদের মৃত প্রিয়জনদের কথা ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে স্মরণ করার সাথে সাথে তাদের আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা ও ছোট ছোট দয়ার কাজ করেন। তারা বিশ্বাস করেন প্রার্থনা ও দয়ার কাজের মধ্যদিয়ে মৃত প্রিয়জনদের আত্মা অনন্ত সুখের রাজ্যে প্রবেশ করবে। মাতামণ্ডলী মৃত প্রিয়জনদের জন্য অনবরত প্রার্থনা করার উদাত্ত আহ্বান করেন। বিশেষভাবে এই নভেম্বর মাস জুড়ে শূচ্যগ্নিস্থানে বিদ্যমান সকল আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করার বিশেষ ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রার্থনা করার বাহ্যিক প্রকাশও বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে অনেকেই মৃত প্রিয়জনদের কবরে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন, বাড়িতে মৃতের পুণ্যস্মৃতি রেখে প্রার্থনা করেন, মৃতদের স্মরণে খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য রাখেন। এই ভাল কাজগুলোকে নির্দিষ্ট একটি মাসে সীমাবদ্ধ না রেখে সব সময়ের জন্য এবং বাহ্যিকতার বাড়ম্বতা না বাড়িয়ে আন্তরিকতায় করলে আরো বেশি ফলপ্রসূতা আনবে সমাজ জীবনে। মৃতদের আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা আমাকে ও আমার নিজের জন্য প্রার্থনা করতে এবং নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে সহায়তা করবে।

মৃত্যু মানে একটি জীবনের পরিসমাপ্তি বা ইতি। কিন্তু কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাস অনুসারে মৃত্যু হল অনন্ত জীবনের পথে যাত্রা। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন আছে। আর সেই জীবন পরম পিতার সাথে। আর এই পথ খুলে দিয়েছেন স্বয়ং প্রভু যিশুখ্রিস্ট। তিনি নিজে ঈশ্বর পুত্র হয়েও আমাদের মতো মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন এবং মৃত্যুর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করে আমাদের জন্যে সুযোগ করে দিয়ে গেছেন পরকালে পরম পিতার সাথে অনন্তকাল বসবাসের। তিনি নিজেই বলে গেছেন আমি পথ, সত্য ও জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারবে না।

এই মৃতলোকের মাস আমাদের শিক্ষা দেয় যেন আমরা মৃতদের স্মরণ করি, তাদের জন্যে প্রার্থনা করি এবং সেই সাথে নিজের জীবনে সংশোধন আনি। এইভাবে ভুল থেকে ফিরে সংশোধিত হয়ে নিজেকে অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত করি। খ্রিস্টের দেখানো পথে চললে মৃত্যু আমাদেরকে ধ্বংস করবে না কিন্তু চালিত করবে অনন্ত সুখের রাজ্যে। মৃত্যুদ্বার পেরিয়েই আমরা অমৃতের দিকে চালিত হব। তাই মৃত্যু ভয়ে ভীত না হয়ে প্রতিদিন মৃত্যুর কথা স্মরণ করি। ভাল ও পবিত্র জীবন-যাপনের মধ্যদিয়ে ভাল মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকি। †

আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাদের সকলের চেয়ে এই গরিব বিধবাই বেশি দিল; কেননা অন্য সকলে নিজ নিজ বাড়তি ধন থেকে কিছু কিছু দিয়েছে, কিন্তু সে নিজের চরম দরিদ্রতায় তার যা কিছু ছিল, তার জীবন সর্বস্বই দিল। - *(মার্ক ১২:৪৪)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

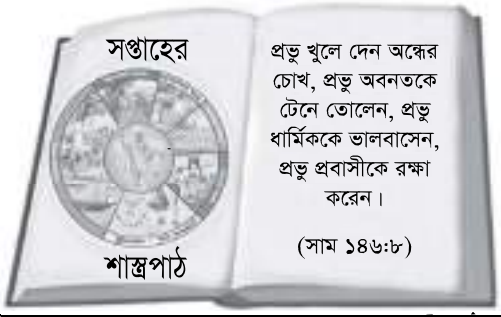

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৭ - ১৩ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৭ নভেম্বর, রবিবার
১ রাজাবলি ১৭: ১০-১৬, সাম ১৪৬: ৬গ-৭, ৮-১০, হিব্রু ৯: ২৪-২৮, মার্ক ১২: ৩৮-৪৪

৮ নভেম্বর, সোমবার
প্রজ্ঞা ১: ১-৭, সাম ১৩৯: ১-৩ক, ৪-১০, লুক ১৭: ১-৬

৯ নভেম্বর, মঙ্গলবার
লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস-এর পর্ব
এজেকিয়েল ৪৭: ১-২, ৮-৯, ১২; অথবা, ১ করি ৩: ৯গ-১১, ১৬-১৭, সাম ৪৬: ১-২, ৪-৫, ৭-৮ক, ৯ক, যোহন ২: ১৩-২২

১০ নভেম্বর, বুধবার
মহাপ্রাণ লিও, পোপ ও আচার্য-এর স্মরণ দিবস
প্রজ্ঞা ৬: ১-১২, সাম ৮২: ৩-৪, ৬-৭, লুক ১৭: ১১-১৯
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
বেন-সিরাখ ৩৯: ৬-১০, সাম ৩৭: ৩-৬, ৩০-৩১, মথি ১৬: ১৩-১৯

১১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধু মার্টিন, বিশপ-এর স্মরণ দিবস
প্রজ্ঞা ৭: ২২--- ৮: ১, সাম ১১৯: ৮৯-৯১, ১৩০, ১৩৫, ১৭৫, লুক ১৭: ২০-২৫
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
মিখা ৬: ৬-৮, সাম ১: ১-৬, মথি ২৫: ৩১-৪৬

১২ নভেম্বর, শুক্রবার
সাধু যোসাফাৎ, বিশপ ও ধর্মশহীদ-এর স্মরণ দিবস
প্রজ্ঞা ১৩: ১-৯, সাম ১৯: ১-৪খ, লুক ১৭: ২৬-৩৭
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
হিব্রু ১০: ৩২-৩৬, সাম ১: ১-৬, যোহন ১১: ৪৫-৫২

১৩ নভেম্বর, শনিবার
মা-মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
প্রজ্ঞা ১৮: ১৪-১৬; ১৯: ৬-৯, সাম ১০৫: ২-৩, ৩৬-৩৭, ৪২-৪৩, লুক ১৮: ১-৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৭ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৫৬ মাদার এম. আম্ব্রোস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৪ সিস্টার এম. ইমেল্ডা ক্রুজ আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০১৫ ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা (ঢাকা)

৮ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯৮১ সিস্টার মারী হেলেন এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১০ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯৮৭ ফাদার আন্তনিও আল্‌বের্তন্‌ এসএক্স (খুলনা)

১১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫৭ ফাদার লিও গোগিন সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮০ সিস্টার এম. বনিফাস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৮ সিস্টার আগ্নেস মিনজ সিআইসি (দিনাজপুর)

১২ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৬৩ ফাদার আলফন্স মেতিভিয়ার সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৩ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৯১৯ সিস্টার এম.এউস্টেল্ল অব যীজাস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯২৮ ফাদার লুইজি ব্রামবিল্লা পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৩৮ ব্রাদার জন হাইম সিএসসি
+ ১৯৭১ ফাদার উইলিয়াম ইভান্স সিএসসি (ঢাকা)

পরিত্রাণ-ব্যবস্থায় দৃঢ়ীকরণ

১৩১৫: জেরুসালেমে প্রেরিতদূতেরা যখন শুনতে পেলেন যে, সামারিয়া ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করে নিয়েছে, তখন তারা পিতর ও যোহনকে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন। এসে তারা তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা পবিত্র আত্মাকে পায়; কেননা পবিত্র আত্মা তাদের কারও উপরে তখনও আসেননি, বাস্তবিকই তারা কেবল প্রভু যীশু-নামের উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছিল। তখন তারা তাদের উপর হাত রাখলেন, আর তারা পবিত্র আত্মাকে পেল"। *(শিষ্যচরিত ৮:১৪-১৭)*

১৩১৬: দৃঢ়ীকরণ দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহকে পূর্ণতা দান করে; এই সংস্কারই আমাদের দান করে পবিত্র আত্মাকে, যাতে তিনি ঐশ সন্তানত্বে আমাদের গভীরভাবে প্রোথিত করেন, খ্রীষ্টের সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে আমাদের অঙ্গীভূত করে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে আমাদের বন্ধন জোরদার করেন, তার মিশনদায়িত্বে আমাদের আরও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করেন, এবং কথায় ও তার সঙ্গে কাজে খ্রীষ্টবিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করতে আমাদের সাহায্য করেন।

১৩১৭: দৃঢ়ীকরণ, দীক্ষাস্নানের মতই, খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আত্মায় একটি আধ্যাতিক চিহ্ন বা অক্ষয় ছাপ মুদ্রাঙ্কিত করে; এই কারণে একজন মানুষ জীবনে মাত্র একবারই এই সংস্কার গ্রহণ করতে পারে।

১৩১৮: প্রাচ্যে দীক্ষাস্নানের পরপরই এই সংস্কার প্রদান করা হয় এবং তার পরে পরেই খ্রীষ্টপ্রসাদে অংশগ্রহণ করা হয়; এই ঐতিহ্য খ্রীষ্টীয় জীবনে প্রবেশ-সংস্কারত্রয়ের ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরে। লাতিন মণ্ডলীতে এই সংস্কার প্রদান করা হয় বিচার-বুদ্ধির বয়ঃপ্রাপ্তির পর, এবং সংস্কারীয় অনুষ্ঠানটি সাধারণতঃ বিশপের জন্যই সংরক্ষিত থাকে, এভাবে সংস্কারটি যে মাণ্ডলিক বন্ধন জোরদার করে, সেই অর্থই বহন করে।

১৩১৯: দৃঢ়ীকরণ সংস্কারপ্রার্থী, যার বিচার-বুদ্ধির বয়ঃপ্রাপ্তি হয়েছে, তাকে ধর্মবিশ্বাস স্বীকার করতে হবে, ঐশপ্রসাদের অবস্থায় থাকতে হবে, সংস্কার গ্রহণে ইচ্ছা পোষণ করতে হবে, এবং মাণ্ডলিক সমাজের অভ্যন্তরে ও জাগতিক বিষয় উভয় ক্ষেত্রেই খ্রীষ্টের শিষ্য ও সাক্ষীর ভূমিকা গ্রহণে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঘোষণা

বিশেষ কারণবশত "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র আগামী সংখ্যা ১৪-২০ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যাটি প্রকাশ হবে না। মৃত প্রিয়জনদের নিয়ে আপনাদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের লেখাগুলো নিয়ে পরবর্তী সংখ্যা বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হবে। এছাড়াও আগমনকালের লেখাগুলো অতিশীঘ্রই পাঠিয়ে দিন প্রতিবেশীর ঠিকানায়।

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

নিউটন ওবার্টসন সরকার সিএসসি

রবিবাসরীয় উপদেশ
সাধারণকালের ৩২তম রবিবার
তারিখ: ২৯-১০-২০২১

প্রথম পাঠ : ১ রাজাবলি ১৭: ১০-১৬ পদ
দ্বিতীয় পাঠ : হিব্রু ৯: ২৪-২৮ পদ
মঙ্গলসমাচার : মার্ক ১২: ৩৮-৪৪ পদ

একবার কোলকাতার সাধ্বী তেরেজার কাছে একজন ভিক্ষুক এসে বলল, "সবাই আপনাকে কিছু না কিছু দিয়ে সাহায্য করে, আমিও আপনাকে কিছু দিতে চাই।" ভিক্ষুকটি মাদার তেরেজাকে দশ পয়সার একটা মুদ্রা দিতে চাইল। মাদার তেরেজা মনে মনে ভাবতে লাগলেন: 'আমি যদি এই মুদ্রাটি নেই, তবে তাকে হয়তো ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকতে হবে, কিন্তু যদি না নেই, তবে সে কষ্ট নিয়েই চলে যাবে।' তিনি মুদ্রাটি রাখলেন। পরে তিনি এক সহভাগিতায় বলেছিলেন, "আমি সেদিন একান্ত ভাবেই উপলব্ধি করলাম, এই সামান্য দশ পয়সার মুদ্রাটি আমাকে নোবেল পুরস্কারের চেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছিল, আমার কাছে মনে হয়েছে তা নোবেল পুরস্কারের থেকেও মহৎ ছিল। কেননা তার যা কিছু সম্বল ছিল তাই সে দিয়ে দিল। আমি তার চেহারায় দান করার যে আনন্দ তা স্পষ্ট ভাবেই লক্ষ্য করেছিলাম।"

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাশীল ও স্নেহাস্পদ প্রিয়জনেরা, আজকের পাঠেই আমারা লক্ষ্য করি, শেষ সম্বলটুকু দান করার দৃষ্টান্ত। প্রথম পাঠে বিধবার শেষ সম্বলটুকু দিয়ে প্রবক্তা এলিয়ের আতিথ্য প্রদান, দ্বিতীয় পাঠে খ্রিস্ট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রিক্ত করে মানুষের পাপের জন্য বলিরূপে উৎসর্গ করলেন এবং মঙ্গলসমাচারে বিধবার শত অভাব থাকা সত্ত্বেও তার শেষ সম্বলটুকু মন্দিরে দান করলেন।

আজকের প্রথম পাঠে আমরা দেখতে পাই সারেফ্তা শহরের বিধবার ঈশ্বর বিশ্বাস ও আতিথেয়তা। যিনি প্রবক্তা এলিয়ের সেবার জন্য তার নিজের ও ছেলের জন্য যে শেষ সম্বলটুকু খাবার ছিল তাও দিয়ে দিলেন। প্রবক্তা এলিয় বিধবার কাছে এমন সময় আবির্ভূত হলেন যখন চারিদিকে দুর্ভিক্ষ চলছে। একটা জালার মধ্যে এক মুঠো ময়দা এবং ভাঁড়ের মধ্যে খানিকটা তেল ছাড়া আর কিছুই নেই। হয়তো এটাই হবে তাদের মা-ছেলের শেষ বারের মত খাবার গ্রহণ। কারণ তখনকার সময়ে বিধবাদের জীবন ছিল যথেষ্ট কঠিন। সংসারে উপার্জন ও ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপরই বর্তায়। তৎকালীন সময়ে বিধবার জন্য এই কাজটি করা ছিল যথেষ্ট কঠিন। এই পাঠে আমাদের জন্য লক্ষ্যণীয় দিকটি হল ঈশ্বরের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। নিজের ও ছেলের জন্য শেষ সম্বলটুকু সে প্রবক্তা এলিয়কে প্রদান করল। বিধবার ঈশ্বর বিশ্বাস, দয়া ও উপকারে প্রীত হয়ে ঈশ্বর তাকে ও তার পরিবারকে খাদ্যের প্রাচুর্য দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন।

দ্বিতীয় পাঠে মহাযাজক খ্রিস্ট সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্য নিজেকেই যজ্ঞবলি রূপে উৎসর্গ করলেন, একবার এবং চিরকালেরই মত। স্বয়ং ঈশ্বর হয়েও তিনি স্বর্গ থেকে আমাদের ধুলার পৃথিবীতে আগমন করলেন এবং নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করলেন। 'আকারে প্রকারে তিনি মানুষ হলেন', কষ্টভোগ করে মানব জাতির পাপ মোচনার্থে মৃত্যুবরণ করলেন। খ্রিস্টবিশ্বসী হিসেবে, দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি হিসেবে আমাদেরকেও প্রতিনিয়ত খ্রিস্টকে আমাদের অন্তরে ধারণ করতে হবে এবং অন্যের কাছে নিয়ে যেতে হবে। নিজের ইচ্ছা নয় বরং ঈশ্বর আমাদের কাছে কী চান, কী করলে আমরা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে পারি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

আজকের মঙ্গলসমাচারের দু'টি ভাগ রয়েছে: প্রথম ভাগে যিশু শাস্ত্রীদের ধর্মীয় লোকাচারের জন্য তাদের বিদ্রুপ করছেন এবং দ্বিতীয় ভাগে বিধবার সামান্য দানকে তিনি সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। শাস্ত্রীরা নিজেদেরকে উপরে তুলে ধরার জন্য নিয়ম করেন, সর্বদা এবং সব জায়গায় সম্মান পেতে চান। একদিকে তারা বিধবাদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করেন আবার লম্বা লম্বা প্রার্থনাও করেন। অর্থাৎ তারা এমন ধরণের ধর্মীয় রীতি-নীতির প্রবর্তন করেন, যারা দরিদ্র তাদের জন্য তা পালন করা সত্যিই কঠিন বিশেষ করে আজকের এই বিধবার মত যারা। মন্দিরের কোষাগারের বাক্সে ধনী লোকেরা এসে বেশ কিছু টাকা পয়সা দিয়ে গেল। তারা কিন্তু দান হিসেবে তাদের বাড়তি সম্পদের অংশ দিয়ে গেল। এই অতিরিক্ত বা বাড়তি সম্পদ না থাকলে তাদের কোন ক্ষতিও হবে না আবার কষ্টও হবে না। একজন বিধবা আসলেন এবং দান করলেন দু'টি মুদ্রা যার দাম হবে দু'চার পয়সার মত। যিশু বিষয়টি লক্ষ্য করে বললেন, ধনী লোকেরা নয় বরং এই বিধবাই সবচেয়ে বেশি দিয়েছে। যিশু এই বিধবার দানকে সবচেয়ে বড় করে দেখলেন, কারণ বিধবা তার যা কিছু ছিল সবই দিয়ে গেলেন। তার এই ক্ষুদ্র দানে রয়েছে তার অনেক বড় স্বার্থত্যাগ ও ধর্মীয় বিধান পালনের একনিষ্ঠ মনোভাব। যিশু বিধবাকে ঈশ্বর ভক্তির এক মূর্তিমান আদর্শ বলেই সবার সামনে তুলে ধরলেন। দরিদ্র বিধবা পার্থিব সম্পদের চেয়ে ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখেছে।

যিশু গরীব বিধবার ঈশ্বর ভক্তি ও নিষ্ঠার জন্য তার প্রশংসা করলেন। যিশু প্রতীয়মান করে তুললেন শাস্ত্রীদের ভণ্ডামী এবং গরীব বিধবার প্রকৃত ধর্মময়তা। আমাদের এই জগৎ সংসার বাইরের বিষয়ই বেশি লক্ষ্য করে, বাহ্যিক গুণ বিচার করে, কিন্তু ঈশ্বর লক্ষ্য করেন সৎ ইচ্ছা ও কাজ এবং অন্তরের বিশুদ্ধতা। অভাব থেকে দান করার যে মূল্য রয়েছে, অতিরিক্ত সম্পদ থেকে দান করার মধ্যে সে মূল্য নেই। অভাবের মধ্য থেকে দান করার মধ্যদিয়ে আমরা নিজেকেই দান করি।

আমাদের সমাজে দান করার বিষয়টি লক্ষ্যণীয়: কেউ ঈশ্বরকে দান করেন, মণ্ডলীকে দান করেন, গরীব অসহায় মানুষকে দান করেন ইত্যাদি। কিন্তু দান করার মূলে আমার মনোভাব কি, সেই বিষয়টি আজ আমাদের ধ্যানের বিষয়। অনেকে দান করেন নিজের নাম বা সুনামের জন্য, কেউ বা দান করেন যেন তার নাম বড় করে পত্রিকা, ম্যাগাজিন বা পোস্টারে লেখা হয় বা পাথরে খোদাই করা হয়, আবার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যও অনেকে দান করেন।

ভারতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্দুল কালাম বলেছেন, "When God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving." বর্তমান সময়ে আজকের বাণীপাঠের আলোকে আক্ষরিক ভাবে আমাদের শেষ সম্বলটুকু দেওয়ার প্রয়োজন হয়তোবা নেই। প্রয়োজন শুধু মানুষের কল্যাণে এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট জিনিসটি দান করা। দানের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যণীয় দিকটি হলো কী মনোভাব নিয়ে আমি দান করছি? আমাদের সুন্দর ও কল্যাণকর চিন্তা, ব্যবহার এবং কাজ অন্যের জীবনে সুফল বয়ে আনতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরকে দান করার মতো আমাদের কোন সম্পদই নেই, সবই তাঁরই দেওয়া উপহার। তারপরেও আজ আমরা চিন্তা করতে পারি, একজন বাবা হিসেবে, মা হিসেবে, সন্তান হিসেবে এবং বিভিন্ন কর্মজীবী-পেশাদার মানুষ হিসেবে আমি যা কিছু মানুষের এবং ঈশ্বরের সেবার তরে দান করছি, তার মধ্যে যেন আমার নিবেদন থাকে, নিজেকেই যেন আমি দান করতে পারি। তাহলেই আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এবং সমস্ত সৃষ্টির কাছে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠবো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "উদারচরিতানাম্" কবিতায় বলেন,

"প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন,
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধীক্ ধীক্ করে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তারে, ভালো আছো ভাই।"

আজকের মঙ্গলবাণীর বিধবার সাথে আমরাও প্রাচীরের ছিদ্রে নামহীন এক ফুলের মত সুবাস ছড়াতে পারি। বিধবার দান যেমন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সর্বোৎকৃষ্ট হয়ে উঠেছে, আমাদের ক্ষুদ্র কাজ ও দানও ঈশ্বরের কাছে মহৎ হয়ে উঠবে এবং তিনি আমাদের শত আশীষদানে ধন্য করবেন। তাই এজন্য আমরা নিজেদের ও পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করি যেন আমরা নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও নিজেকে নিবেদনের মধ্যদিয়ে অন্যের কল্যাণ কামনা করতে পারি। মঙ্গলময় পিতা আজকের এই দিনে আমাদের আশীর্বাদ করুন॥

জীবনের ব্যাখ্যা: যা নিয়ে অমর হব না, তা নিয়ে করব কী!

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

নভেম্বর মাসে আমরা মৃতলোকদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই যেন তিনি তাদের সমস্ত পাপের ক্ষমা করে স্বর্গরাজ্যে স্থান দেন। আর আমরাও যে একদিন মরব সে বিষয়ে চিন্তা ধ্যান করি এবং ভাল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকি। মৃত লোকেরা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে, এই পৃথিবী আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নয়। এখানে আমরা প্রবাসী মাত্র। আমাদের মন সর্বদা দুগ্ধমধু প্রবাহিত সেই স্বর্গীয় সিয়ন নগরীতে যাওয়ার প্রত্যাশায় থাকে। একদিন সব কিছু ছেড়ে এই ধরাধাম ত্যাগ করতে হবে।

মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা: কি তার শেষ পরিণতি? কিসে তার চরম সার্থকতা? কি তার সব চাওয়া ও পাওয়া। কতক সময় এক কথা আমরা ভুলে যাই। পরলোকের কথা ভাববার সময় ও মন-মানসিকতা থাকে না। পারলৌকিক প্রত্যাশাবিহীন জীবন অর্থহীন। সমস্ত জগৎ লাভ করেও যদি শাশ্বত জীবনে প্রবেশ করতে না পারি তাহেল আমার কি লাভ *(দ্র: মথি ১৬:২৬)*।

মৃত্যু ও আত্মা ভাবনা

বাইবেলের উপদেশক শাস্ত্র শিক্ষা দেয় যে, মৃত্যুবরণ করা স্বাভাবিক। "সবকিছুর একটা নির্দিষ্ট সময় কাল আছে। আছে জন্মাবার সময়, আছে মরবার সময় *(উপদেশক ৩: ১-২)*।" মৃত্যুর মাধ্যমে ক্ষণকালীন পার্থিব জীবনের অবসান ঘটে বটে, তবে এর মধ্যদিয়ে শুরু হয় অনন্ত জীবন। মরেও অমরত্ব লাভ করার সিংহদ্বার হলো মৃত্যু। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে- এ অমোঘ সত্যকে মেনে নিয়েই আমাদের বেড়ে ওঠা, আমাদের জীবন চলা। মৃত্যুতে যদি সব কিছুরই বিনাশ হতো তাহলে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম এতো মধুর হতো না। বেঁচে থাকার ইচ্ছাও বোধ হয় এতো বেশী প্রবল হতো না। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে জীবনের রূপান্তর ঘটে। মৃত্যু পুনরুত্থানের প্রবেশদ্বার। মানব জীবনের উৎস হলেন ঈশ্বর আর তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্যও তিনি। মানুষ তাঁর কাছ থেকে এসেছে আবার এই মর্ত্য জীবনের শেষে তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। মানুষ ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবে তাঁরই পথ পুত্রেরই পথ ধরে, তাঁকে অনুসরণ করে। মানব জীবনের ধর্ম তার উৎসের দিকে ছুটে চলা। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা- প্রশ্ন: ঈশ্বর কেন তোমাকে সৃষ্টি করেছেন? উত্তর: ঈশ্বরকে জানতে, সেবা করতে, ভালবাসতে এবং এভাবে অনন্তকাল তাঁর সঙ্গে স্বর্গে সুখভোগ করতে।

খ্রিস্টধর্ম পরকালের রহস্য ও তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। প্রেরিতশিষ্যদের শ্রদ্ধামন্ত্রে আমরা বিশ্বাস ঘোষণা করি এইভাবে: "আমি ... শরীরের পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি।" পুরাতন নিয়মে মাকাবীয় গ্রন্থে *১২:৪১-৪৬* পদে শুচ্যগ্নিস্থান সম্পর্কিত উল্লেখ আছে। ইহুদীনেতা যুদা মাকাবীয় যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের পাপ তর্পণের জন্য বলি উৎসর্গ ও প্রার্থনা করার ব্যবস্থা করেন। খ্রিস্টমণ্ডলীর শিক্ষা হলো: শুচ্যগ্নির আত্মাসকল বিশ্বাসীবর্গের প্রার্থনা, ভিক্ষাদান, বিশেষভাবে পবিত্র খ্রিস্টযাগের দ্বারা উপকৃত হন। শুচ্যগ্নির আত্মাগণ পৃথিবীর বিশ্বাসীভক্তগণের প্রার্থনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, যাতে ঐশরিক ন্যায়পরতার তুষ্টি সাধিত হয়, তাদের শুচ্যগ্নিতে অবস্থানের সময় কমে যায়।

দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদ বা বিয়োগ হলো মৃত্যু। এই মৃত্যু অনন্তকালীন মৃত্যু নয়। দেহের ক্ষয় লয় সবই আছে তবে পরম বস্তু আত্মার কোন শেষ নেই। মানুষ এই অমরতার জন্য আজীবন ভালো পথে, কল্যাণের পথে জীবনকে পরিচালনার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস চালায়। বাউল সঙ্গীতের একটা উদ্ধৃতি তুলে ধরা প্রয়োজন: "আত্মা অমর ধন মোর দেহ আবরণ, পরম আত্মা রক্ষীবারে দেহের প্রয়োজন।" মানুষ মরণশীল, এটা চিরন্তন সত্য, তা সত্বেও মানুষ এই রূপ-রস-ছন্দ-গন্ধময় পৃথিবী ছেড়ে যেতে চায়না। মায়াময় পৃথিবীতে মায়ার বন্ধনে প্রতি মুহূর্তে নিজেদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখার চেষ্টা করে। খ্রিস্টমণ্ডলীতে সাধু-সন্তদের মৃত্যুর দিনটিকে গণ্য করা হয় তাদের স্বর্গীয় জন্মদিন রূপে, তাই সেদিনই তাদের পর্ব পালন করা হয়। আমাদের ভাবতে হবে মৃত্যু বিচ্ছেদ নয়, মৃত্যু মহামিলন। আমাদের বিশ্বাস এই যে, মৃত্যুবরণ করে আমরা মরণ বিজয়ী মুক্তিদাতা যিশুর সাথে মিলিত হব, যিনি তাঁর গৌরবান্বিত দেহে স্বর্গে পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট: আমরা মিলিত হব ধন্যা জননী কুমারী মারীয়ার সাথে যিনি স্বর্গের রাণী। আমরা মিলিত হবো অগণিত সাধু পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে যারা তাঁদের জীবনাদর্শ দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছেন, সাহস ও শক্তি যুগিয়েছেন। আমরা মিলিত হবো আমাদের প্রতিপালক-প্রতিপালিকা সাধু-সাধ্বীদের সঙ্গে যাঁরা সব সময়ই আমাদের বিশেষ যত্ন নিয়েছেন, আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি রেখেছেন, আমাদের জন্য অনুনয় করেছেন। আমরা দেখতে পাবো স্বর্গের দূতবাহিনীকে। স্বর্গীয় পার্থিব সংগ্রামে বিজয়ী ভক্তমণ্ডলী বিষয়ে বাইবেলে সাধু যোহন বলেন: তাদের নাম জীবন গ্রন্থে লেখা রয়েছে। "তারপর দেখতে পেলাম, সামনে এমন এক বিরাট জনতা, যার লোকসংখ্যা কেউই গণনা করতে পারেনা; প্রতিটি জাতি, প্রতিটি গোষ্ঠি, প্রতিটি দেশ ও ভাষার মানুষ রয়েছে সেখানে। শুভ্র দীর্ঘ পোশাক পরে, খেজুর পাতা হাতে নিয়ে তারা সেই সিংহাসনের সামনে এবং সেই মেষশাবকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে *(প্রত্যাদেশ ৭:৯)*।"

উপসংহার

আমরা নভেম্বর মাসে বেশী করে পরকাল তত্ত্ব-মৃত্যু, শেষবিচার, স্বর্গ, নরক ও শুচ্যগ্নিস্থান বিষয়ে অনুধ্যান করি। ২ নভেম্বর কবর আশীর্বাদ দিবস। খ্রিস্টভক্তদের হৃদয় *নিংড়ানো* স্নেহ মমতা ভালবাসায় বিগলিত এ দিনটি প্রতি বছর আসে হৃদয়কে আপ্লুত করে, আচ্ছন্ন করে।

আমাদের যাত্রা পারলৌকিক যাত্রা। সবাই আমরা পরপারের বাসিন্দা। খ্রিস্টবিশ্বাসীর আসল নাগরিকত্ব হলো স্বর্গীয় নাগরিকত্ব *(দ্র: ফিলিপীয় ৩:২০)*। স্থায়ী ঘরের প্রত্যাশী আমরা সবাই *(দ্র: হিব্র ১৩:১৪)*। খ্রিস্টযাগের মৃতলোকের প্রার্থনায় সুন্দরভাবে এই ভাবকে প্রকাশ করা হয় "সেই খ্রিস্টের মধ্যেই আনন্দময় পুনরুত্থানের আশার আলোক আমাদের সামনে উদ্দীপিত হয়েছে; ফলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর চিন্তায় যারা বিষন্ন, আসন্ন অমর জীবনের প্রতিশ্রুতি তাদের সান্ত্বনা দান করে। হে প্রভু, তোমার বিশ্বাসীভক্তের জীবন বিনাশ হয় না: মৃত্যুতে তা রূপান্তরিত হয় মাত্র এবং এ পার্থিব প্রবাসগৃহ ভঙ্গ হয়ে, স্বর্গ-ধামে এক চিরস্থায়ী নিবাস প্রস্তুত হয় তাদের জন্য।"

মৃত্যু পরকালের জন্য শিখা জ্বালায়। "এমন এক সময় আসছে, যখন সমাধিতে যারা রয়েছে, তারা সকলেই মানব পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে; আর তখন তারা সমাধি ছেড়ে বেড়িয়ে আসবে। যারা ভাল কাজ করেছে, এইভাবে পুনরুত্থিত হয়ে তারা পাবে মহাজীবন; যারা মন্দ কাজ করেছে, এইভাবে ..তারা বিচারে দণ্ডিত হবে। *(যোহন ৫:২৮-২৯)*। আসুন অনন্ত জীবনের গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখি। ঐশরাজ্য প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করি। দৃঢ়কণ্ঠে যেন বলতে পারি: যা নিয়ে অমর হব না, তা নিয়ে করবো কী? আমি যে অমৃতকে চাই। অনন্তকালীন সুখ পেতে হলে আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের সাময়িক ভোগ-বিলাস বাদ দিতে হবে॥

মৃত্যুতে জীবন

পিটার প্রভঞ্জন কারিকর

প্রভুযিশু মানবরূপ ধারণ করবার পূর্বেই অবগত ছিলেন যে তাঁর জীবনপথ কত বছরের দীর্ঘ হবে, যে পথে শেষ পর্যন্ত তাঁকে যেতে হবে। যেতে হবে অন্বেষণ করতে করতে যেন যেখানে যারা যারা হারিয়ে গেছে তাদেরকে প্রকৃত জীবনের পথে তুলে আনতে পারেন। তিনি আহূত হয়েছিলেন হৃদয় বিদীর্ণকারী শারীরিক ক্ষত যন্ত্রণা, অপমান ও মানসিক নিপীড়ন সমূহ সহ্য করার অভিপ্রায়ে। বহন করেছিলেন পাপী মানুষের ভারযুক্ত পাপের বোঝা। এই সমস্ত মানসিক, শারীরিক ও আত্মিক মর্মভেদী যন্ত্রণা তাঁকে ধৈর্যপূর্বক বহন করতে হবে তা অবগত ছিলেন। এ সত্ত্বেও কেন তিনি এতকিছুর মুখোমুখি হ'তে মানুষ হয়ে এসেছিলেন? গীতসংহিতা ৪০:৮ পদ বলে "তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত।" ইহ জগতের পাপী মানুষের পরিত্রাণ নিয়ে আসবার জন্য খ্রিস্টযিশু এসেছিলেন। নিজের জীবন উৎসর্গের মধ্যদিয়ে পিতা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাধ্যতা এবং ধার্মিকতা প্রকাশের গুরুত্ব পেয়েছে। প্রভু যিশুর সমূদয় জীবনের লক্ষ্য ছিল তাঁর পরম পিতার ইচ্ছা পালন এবং আমৃত্যু বাধ্য থেকে নিজের পবিত্রতাকে নজির বিহীনভাবে প্রমাণিত করা। এই কাজের জন্য স্বীয় গৌরব নয় কিন্তু পিতাকে গৌরব প্রদান মুখ্য বিষয়। ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থা জগতের মানুষের অন্তরে স্থাপন করা। বর্তমান সময়ে আমাদের কর্তব্য খ্রিস্টযিশুর আদেশ সম্বলিত বাণীগুলি নিজেদের জীবনে স্বীকার করা। যিশু বলেছিলেন "দেখ, তোমার ইচ্ছা পালন করার জন্য এসেছি।" পাপী মানুষের সমস্ত পাপের বোঝা খ্রিস্টের নির্দোষ প্রাণের উপরে চাপানো হলেও তিনি ক্রুশ বহন ও সহ্য করতে এবং সমস্ত অপমান তুচ্ছ করতে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিলেন। আজ আমাদের চিন্তার বিষয় হবে কেন তিনি পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে আসলেন আবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন।

যিশুর জীবিত অবস্থায় কৈসরিয়া, সমগ্র যিহুদী অঞ্চলসহ গালীলের আশে পাশে ব্যাপকভাবে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ মানুষ ভ্রান্ত মতবাদ এবং বৈচিত্র রকমের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। তিনি এই সমস্ত অঞ্চলে ব্যতিক্রম শিক্ষাদানের মাধ্যমে নিজেকে পরাক্রমশালী হিসাবে পূর্ণরূপে প্রকাশ করলেন। যে পরাক্রম বা পূর্ণ ঈশ্বরত্ব তিনি তাঁর পিতা থেকে পেয়েছিলেন। শয়তান মানুষের দুর্বলতম ক্ষুধা ও লোভকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলো কিন্তু যিশু ক্ষুধা ও লোভের উপর বিজয় লাভ করলেন। কেননা তাঁর জীবনে ঈশ্বরের দেওয়া লক্ষ্য স্থির করা ছিল। কেননা পতিত পাপী মানুষের পক্ষে খ্রিস্টকে কঠিন ও কঠোরতম পরীক্ষা সহ্য করতে হবে। বাইবেল পাঠ করলে দেখা যাবে আদম এবং হবা ক্ষুধা ও লোভের মধ্যে পড়ে ঈশ্বরের অবাধ্য হলো। কিন্তু খ্রিস্ট যিশু তাঁর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে শুধু ক্ষুধা ও লোভের উপর বিজয় অর্জনই নয় কিন্তু প্রার্থনায় নিবিষ্ট থেকে আত্মিকভাবে বলবান হয়ে ওঠলেন। শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে উঠতে সক্ষম হলেন পিতার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা ও বাধ্যতার কারণে। তিনি তাঁর পবিত্র ইচ্ছা এবং অন্তরের একাগ্রতায় উপলব্ধি করেছিলেন যে, যদি শয়তানের ছল চাতুরীর নিকট দুর্বলতা দেখান তবে দুর্যোগপূর্ণ প্রতিকূল দুর্বল মানুষের ভাগ্যে আরো মহাবিপর্যয় নেমে আসবে। নিজ প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করার পিছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল তা ভন্ডুল হয়ে যাবে। মানুষ স্থায়ীভাবে হয়ে পড়বে শয়তানের হাতের ক্রিড়নকে। প্রকৃত জীবন বলতে যা বুঝান হয়েছে তা থেকে চিরদিনের মত বঞ্চিত হবে। তাই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজে যিশুতে অবস্থান করে তার পবিত্র রক্তের বিনিময়ে শয়তানের সংকল্প সকল ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর প্রিয় মানুষকে পুনরুদ্ধারের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করলেন। দুনিয়ার সকল মানুষের পরিত্রাণ নিশ্চিত করলেন। যোহন ১২ঃ২৪ পদ মতে "গমের বীজ যদি মাটিতে পড়ে না মরে, তবে তা একটি মাত্র থাকে।" এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল গমের বীজ মাটিতে পুঁতে রেখে মাটি দিয়ে তা ঢেকে রাখতে হয়। মাটির ভিতর গমের বীজটি মরে গিয়ে নতুন চারা হয়ে গজিয়ে ওঠে। এই গাছ থেকে আরো নতুন নতুন গম উৎপাদিত হয়। খ্রিস্টযিশু গমের বীজের মত অর্থাৎ তাঁর নিজের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে আত্মিকভাবে মৃত্যুবরণকারী শতশত কোটি নতুন আনন্দপূর্ণ জীবন অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। পাপের শৃঙ্খল থেকে উন্মুক্ত হল। পরাধীনতা আর থাকল না। যিশুর মৃত্যুকালীন সেই বৎসরের মহাযাজক কায়াফা যে নিজেই যিশুর বিপক্ষ ছিলেন একটা ভাববাণী বলেছিলেন- "প্রজাগণের জন্য এক ব্যক্তি মরে, আর সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়।" আর তাঁর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট তাঁর প্রিয় সন্তান যারা ছিন্ন ভিন্ন হয়েছিল তারা প্রকৃত জীবন পেল।

ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার পূর্বরাত্রে যিশু তাঁর আত্মায় গভীর যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন; এমন যন্ত্রণা যে তাঁর দেহের রক্ত ঘাম হয়ে ঝরে পড়েছে। আর খ্রিস্টযিশু ততোধিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। এই আত্মশক্তি লাভের একমাত্র ভিত্তি হলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যাঁকে তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস ও নির্ভর করতেন। এই শক্তি লাভের পূর্বশর্ত হল বিশ্বাস, প্রার্থনা ও গভীর ধ্যান। ধ্যানের মধ্যদিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন সামনের কিছুক্ষণের ব্যবধানে তাঁকে শেষ জীবন যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, তাঁর নিজের পরাজয় অর্থ সমগ্র মানব জাতির পরাজয় এবং অপূরণীয় ধ্বংস। সমগ্র সৃষ্টির ধ্বংস। অপর পক্ষে তাঁর বিজয় অর্থ সমস্ত মানুষের চিরস্থায়ী মুক্তি। শান্তি ও আনন্দময় জীবনের নিশ্চয়তা। মহান ঈশ্বরের মহা ইচ্ছা এটাই ছিল যে, সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে জীবন উপভোগ করবে, তাঁর সৃষ্টির যত্ন নেবে আবার তাঁর গৌরবও করবে। কিন্তু শয়তান সে ইচ্ছাতে কঠিন বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। প্রভু যিশু শয়তানের সেই কালো মুখোশ উন্মোচন করে দিলেন। মানুষকে এক বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে নিয়ে গেলেন। মানুষ বুঝতে সক্ষম হলো যে শয়তান সর্বদা তাদের প্ররোচিত করবে। কিন্তু মানুষ খ্রিস্টের সাথে থাকলে শয়তান কোন ক্ষতি

সাধন করতে পারবে না। তারা এও বুঝলো যে শয়তান ঈশ্বরকে ভয় পায়। খ্রিস্টযিশুর নামে মহাশক্তি আছে এবং এই নামে সে ভয়ে কাঁপতে থাকে। পূর্বে এই উপলব্ধি তাদের ছিল না। প্রভু যিশু তাঁর আত্মদানের মধ্যদিয়ে দুর্বল মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন। যিশুর মৃত্যুই পাপী এবং পতিত জগতের সমস্ত মানুষের পরিত্রাণ, শত্রু শক্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং নিরানন্দপূর্ণ ভারী যন্ত্রণাদায়ক জীবনের অবসান। প্রভুযিশু গেৎসিমানী বাগানে গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে পিতা ঈশ্বর থেকে শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন শয়তানের চক্রান্ত ছিন্ন এবং তাঁর পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতে। আজ আমাদের প্রত্যেককে প্রার্থনা, ধ্যান বিহীন জীবন যাপনের অভ্যাস থেকে বেড়িয়ে আসার সংকল্প করতে হবে। আমরা যখন খ্রিস্টের সঙ্গে থাকি শয়তান তখন আমাদের ভয় পায়। এই আত্ম উপলব্ধিটা প্রত্যেক বিশ্বাসীর আজ বড় প্রয়োজন। আত্ম উপলব্ধি ছাড়া আত্ম জাগরণ ঘটবে না। নিজেরা ইচ্ছুক কিংবা উদ্যোগী না হলে ঈশ্বর স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবেন না। কিন্তু তিনি উদ্যোগী, প্রেমময় ও অনুগ্রহের ঈশ্বর। তাঁর উপর আমাদের নির্ভরতাই যথেষ্ট। কেননা তাঁহাতেই ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে এবং আমরা তাহাতে পূর্ণকৃত হয়েছি।

ঈশ্বরের অন্তরের প্রকৃতিটা অর্থাৎ সত্যিকারের সম্মান, ওজন, মর্যাদা, গুরুত্ব, ঐশ্বর্য, ঐশ্বসত্তা এবং সর্বোপরি নম্রতা তখনই প্রদর্শিত হয়েছিল যখন তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র যিশুকে পাপী মানুষের জন্য ক্রুশে প্রাণ দিতে পাঠান। খ্রিস্টযিশু জানতেন ওটাই হলো তাঁর পিতার আসল মহিমা। অর্থাৎ পুত্রের মৃত্যুতে পৃথিবীর মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবন। এই অর্থে ঈশ্বর তাঁকে প্রকৃত পরিত্রাণ কর্তায় পরিণত করে মহিমান্বিত করেছিলেন। খ্রিস্টযিশুর পক্ষে সেরা কাজ সম্ভব হয়েছিল তা হ'ল নিজের জীবন উৎসর্গ করা। এই উৎসর্গীকৃত জীবনই বহু জীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন। খ্রিস্টের এই একটা জীবন যা ছিল প্রকৃত আত্মিক সৃষ্টি ঈশ্বরের শক্তি। যিশু সমগ্র মানুষকে ভালবেসেছিলেন বলে জগতের কাছে আত্ম সমর্পণ করেছিলেন অর্থাৎ শত্রুদের হাতে ধরা দিয়েছিলেন। এটা ভালোবাসা থেকে উৎসারিত। এই ভালবাসা নামক দুর্বলতা হেতু তিনি ক্রুশের উপর মরলেন। কিন্তু ঈশ্বর পুত্র যিশুকে মৃত্যদের মধ্য থেকে উঠিয়ে আনলেন। ঠিক যেন জমিতে বপন করা গমের বীজ। যে বীজ মাটিতে পড়ে মরে গেলে বহুগুণ দানাদার বীজের বা ফল উৎপন্ন করে। যিশুর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তদ্রূপ হাজার হাজার পতিত প্রাণ সজীব হয়ে উঠেছিল এবং আজও তা ঘটেই চলেছে। এখনও এবং চিরকাল যে খ্রিস্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করবে সেই নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে। যিশু যেমন তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে আত্ম সমর্পণ করেছিলেন আজ আমাদের জন্য সেই বহু মূল্যবান উদার আমন্ত্রণ অনুসরণ করা কতটা না গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটা হৃদয়ে এই উপলব্ধিটা আনয়ন করা সব থেকে বড় প্রার্থনা এবং ধ্যান। তা অসম্ভব হলে আমরা মৃত্যুর মধ্যেই আছি এটাই প্রমাণ করে। যিহুদীদের কাছে মৃত্যু মানেই মৃত। কিন্তু যিশুর মৃত্যু আমাদের জন্য নতুন জীবন। যিশু মৃত্যুকে পরাজিত করলেন। এই ক্ষমতা আর কাউকে দেওয়া হয়নি, দেওয়া হবেও না। তিনি চিরকালই বেঁচে থাকবেন এবং বেঁচে আছেন। আমরা যারা যিশুতে বিশ্বাসী আমাদের কাছে তাঁর মৃত্যু জীবনে প্রবেশের রাস্তা। যতক্ষণ আমরা যিশুর সাথে থাকি ততোক্ষণ আলোতে থাকি। কেননা যিশুই আলো। আর অন্ধকার হলো- ভয়, দুঃখ, প্রলোভন, ঈষা, ঘৃণা, রাগ, প্রতিহিংসা, অজ্ঞতা ইত্যাদি। যারা ভয়, দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখের মধ্যে আছি আমরা প্রমাণ করছি যে, আমরা যিশুর সঙ্গে নেই। এই মহা উপবাস, যিশুর মুত্যু ও পুনরুত্থান উদ্‌যাপন আমাদের জীবনে আরো একটা মহা সুযোগ এনে দিল যাতে তাঁর অনুগ্রহে আমরা যিশুর স্বভাবগুলি যেমন- নম্রতা, ধৈর্য, ক্ষমা এবং ভালোবাসার হৃদয় ধারণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারি। যিশুর আত্ম-যন্ত্রণা এবং জীবন উৎসর্গ যেন আমাদের হৃদয় ভুমিতে চাষ ও কম্পন সৃষ্টি করতে পারে তার জন্য নিজেকে নত-নম্রতায় প্রস্তুত করা ও প্রস্তুত রাখা বড় প্রয়োজন। আমাদের ভাবনাগুলি যাতে হৃদয় থেকে এবং সততাপূর্ণ হয় যাতে ঈশ্বরের হৃদয়কে স্পর্শ করে। আসুন আনন্দে অন্তর আত্মায় অমর গীতিকার যাকোব কান্তি বিশ্বাসের মধুর সুর সংবলিত গীতটি গেয়ে উঠি।

এসো মৃত্যুবিজয়ী জীবন সারথী।
হে মহাব্রত! অনাথ গতি!
এসো বরেণ্য! এসো মানবেশ! এসো রাজ রাজ!
এসো গো যতি!
আন পরসাদ বহি রিক্ত হৃদয়ে চরণে তোমার করি গো নতি॥

১১তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পুষ্প রাণী ক্রুশ

জন্ম : ০৯-০২-১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪-১১-২০১০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : দড়িপাড়া, ধর্মপল্লী : দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

"মা তুমি এসেছিলে এ ধরণীতে,
চলে গেছ ফিরে চির শান্তির নীড়ে।
রেখে গেছ সুখ-দুঃখের স্মৃতিগুলো যা
আজও আমাদের অন্তরে।"

প্রাণ প্রিয় মা,

দেখতে দেখতে কেটে গেল ১১টি বছর, অথচ মনে হয় সেই দিনের কথা। তুমি আজো বেঁচে আছো আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে। প্রতিক্ষনেই আমরা তোমার শূণ্যতা অনুভব কর। তোমার স্মৃতি, তোমার আদর্শ, দীন দরিদ্র মানুষের প্রতি তোমার যে উদারতা, মমত্ববোধ আজও কেউ ভুলতে পারিনি, কোন দিন ভুলতে পারবোওনা।

সেই স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর যেন আমরা সবাই তোমার আদর্শ নিয়ে জীবন পথে চলতে পারি। আজ তোমার ১১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা তোমাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমার আত্মার চির শান্তি দান করুন।

তোমারই পরিবারবর্গ

স্বামী : ক্লেমেন্ট পিউরীফিকেশন
বড় মেয়ে: সিস্টার সন্ধ্যা হেলেন পিউরীফিকেশন
ছেলে ও বৌমা : শ্যামল ও শিলা, সঞ্জিত ও এডভোকেট চন্দনা, সুবীর ও মুন্নী
মেয়ে ও জামাই : সুষমা ও ষ্টিফেন কোড়াইয়া
নাতি ও নাতনী : শুভ, স্টারলি, রিপন, রাসেল ও ডা: রীমা।

বিজ্ঞ/৩১২/২১

সরলতার আদর্শ সাধু যোসেফ

সিস্টার মেরী ফ্লোরা এসএমআরএ

সাধারণ মানুষ কিভাবে যে অসাধারণ বা বিশেষ ব্যক্তি হয়ে ওঠে সেই গল্প আমি শোনাতে চাই। যার গল্প শোনাতে চাই তিনি রাজপুত্র ছিলেন না, ছিলেন না কোন নামজাদা পরিবারের সন্তান কিংবা নামী বংশের মানুষ। তথাপি তিনি তাঁর সেই সাধারণ জীবন থেকেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি হলেন যিশুর পালক পিতা সাধু যোসেফ। যাকে নিয়ে বাইবেলে তেমন কিছু লেখা নেই। আসলে অনেক সময় অনেক ব্যক্তি বা জিনিস অনেকের চোখে পড়ে না বা মানুষ ভাল করে দেখে না, আর সেই অদেখা জিনিস বা ব্যাক্তিই একদিন হঠাৎ সবার নজরে আসে। দেখা যায় মাঠে ঘাটে আমরা কত রকমের ঘাস দেখি কিন্তু ঘাসে ফুল না ফোঁটা পর্যন্ত সেই ঘাস বা ফুলের সৌন্দর্য আমরা উপলব্ধি করি না। তেমনি ভাবে যদি সাধু যোসেফের কথা চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাই, সাধু যোসেফ যেন সেই ঘাসফুলের মতো, যাঁর সৌরভ আমরা লাভ করি অনেক পরি। মূলত তিনি ছিলেন একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী নিভৃতচারী মানুষ। আমরা সবাই সাধু যোসেফকে ছোটকাল থেকেই ভক্তি করি, ভালবাসি এবং বিশ্বাস করি। এই কারণেই আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জেগে থাকবে হয়তো, "সাধু যোসেফ এত সরল কেন?" তাঁর জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, তাকে যখন যা বলা হয়েছে বা যা করতে বলা হয়েছে ঠিক তখনই তিনি তাই করেছেন। কখনও কোন প্রশ্ন করেন নি, এড়িয়ে যাননি! আমরা বাইবেল পড়ে জানতে পারি যে, সাধু যোসেফ কখনও নিজের কষ্টকে কষ্ট মনে করতেন না। তিনি তাঁর প্রতি ঐশ আদেশ নীরবে ও বিশ্বস্তভাবে পালন করেছেন। এ বিশ্বস্ততার যাত্রায় তিনি ছিলেন মারীয়ার ভাল সঙ্গী বা ভাল বন্ধু, তারপর ভাল স্বামী এবং শেষে যিশুর পালক পিতা। তাই যিশু, মারীয়া ও যোসেফ মিলে যেন হয় তৈরি হয়েছিল একটি ভালবাসার চক্রাবর্ত। যদি আমাদের বর্তমান সমাজের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা কি দেখি? আমাদের সমাজে কি সাধু যোসেফ আছেন? পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই বছরকে সাধু যোসেফ বর্ষ ঘোষণা করেছেন। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, পৃথিবীতে কত বড় বড় সাধু-সাধ্বী আছেন, পোপ ফ্রান্সিস তাদের কারও নামে তো এই বছরটি উৎসর্গ করতে পারতেন, তবে কেন সাধু যোসেফের নামে এই বছর উৎসর্গ করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে আমাদের আরও কিছু বিষয়ে ভাবতে হবে। আমরা সাধু যোসেফের কথা কতটুকুই বা জানি কিংবা তাঁর বিষয়ে শুনে থাকি। তিনিও আমাদের মতো একটি সমাজে বাস করেছিলেন। এই সমাজ আসলে কী? আসলে সমাজ হল, একসাথে বসবাস করা, একসাথে মতবিনিময় করা, দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দ পরস্পরের সাথে সহভাগিতা করা। এই সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ হল পরিবার। কিন্তু এই পরিবার দিন দিন অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অনেক পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না। তাই সাধু যোসেফের আদর্শে জীবন যাপন করার জন্য অনুপ্রাণীত করতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই বছরটি সাধু যোসেফ বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আমরা জানি যে, মা মারীয়ার সাথে একসাথে বাস করার আগেই যিশু মারীয়ার গর্ভে আসেন পবিত্র আত্মার প্রভাবে। সাধু যোসেফের সে কথা বিশ্বাস করতে কত না চিন্তা করতে হয়েছে। শেষে স্বর্গদূতের দর্শন পেয়ে তিনি মারীয়াকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন এবং সকল সমস্যায় পাশে থেকেছেন। একটু চিন্তা করে দেখি, আমাদের বর্তমান সমাজ ও পরিবার কেমন আছে? মা মারীয়ার মতো কত স্ত্রী রয়েছে যাদেরকে স্বামীরা সহজেই ভুল বুঝছে, সামান্য বিষয় নিয়ে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে বাড়ী থেকে বের করে দিচ্ছে, তার সাথে ঘর করবে না বলে অন্য আরেকজনকে বিয়ে করে সংসার করছে, আবার স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিবাহিত জীবনে অবিশ্বস্ত হয়ে জীবনকে কলুষিত করছে! এই ভাবে আমাদের সমাজ এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? কাজেই, আমাদের সমাজে যেমন মা মারীয়ার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সাধু যোসেফের মতো ধর্মপরায়ন ও মানবীয় গুণাবলীতে পূর্ণ মানুষ। পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফ বর্ষ ঘোষণা দিয়ে প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্তের অন্তর নাড়া দিয়েছেন, সবাইকে চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই আমাদের সমাজের প্রত্যেকজন ব্যক্তি যদি সাধু যোসেফের আদর্শকে নিজ জীবনে অনুশীলন করেন, তবে প্রতিটি পরিবার হয়ে উঠবে নাজারেথের পবিত্র পরিবার। তবে কেবলমাত্র তাঁর জীবন পাঠ ও ধ্যান করাই যথেষ্ট নয়, তা জীবনে বাস্তব করে তুলতে হবে। তাহলেই আমাদের জীবন ধন্য হবে।

প্রকৃতপক্ষে, সাধু যোসেফ আমাদের সামনে যে আদর্শ রেখে গেছেন অর্থাৎ তার যে গুণাবলী আমাদের সামনে রয়েছে তা যদি আমরা অনুশীলন করি, তবেই আমাদের পরিবার ও আমরা নিজেরাও অনেক আশীর্বাদিত হবো। তাই পুণ্য পিতার সাথে একাত্ম হয়ে আমরা সাধু যোসেফের আদর্শ আমাদের প্রতিটি সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি জীবনে বাস্তব করে তুলি॥

১০

ফসল কেটে আনার সময়ে, নবান্ন উৎসবে আশীর্বাদ পদ্ধতি বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন

ফাদার লুইস সুশীল

(শুরুতে দিনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও নিজেদের প্রস্তুতির জন্য কিছু প্রচলিত মৌখিক প্রার্থনা করা সহায়ক হবে।)

আয়োজন: এই উদ্‌যাপনের জন্য প্রয়োজন,
-আশীর্বাদ ও খ্রিস্টযাগের বই, পবিত্র পানি, খ্রিস্টযাগের উপহারসামগ্রী,
-ঝুড়িভর্তি নতুন চাল, তার উপরে নতুন কাটা ধানের কিছু শিষ, বাগানের কিছু শাক-সব্‌জি ও ফল।

পরিবেশ প্রস্তুতি: খ্রিস্টভক্তগণ আপন আপন ফসলের কিয়দংশ কোন পাত্রে সাজিয়ে নিয়ে নির্ধারিত জায়গায় সমবেত হবেন। এ উৎসবে ক্ষির, পায়েস, পিঠা প্রভৃতি মিষ্টান্নও রান্না করে বিভিন্ন পাত্রে সাজিয়ে আনা যেতে পারে। বিভিন্ন রঙের নতুন ধান দিয়ে বেদীর সামনে সুন্দর আলপনা ক'রে উপাসনালয় পর্বীয় সাজে সাজানো যেতে পারে, তার মাঝখানে বাস্তবতা অনুসারে লেখা দেয়া যেতে পারে; যেমন "ধন্যবাদ", "প্রশংসা" "সৃষ্টি", "আনন্দ"। গির্জাঘর মনোরমভাবে সাজানো যেতে পারে নতুন ধান, প্রকৃতির সবুজ খেজুর পাতা ও সতেজ নানা কিছু দিয়ে। সাজানোর জন্য সুন্দর ফুল, মালা, ধানের শিষ, জলন্ত তেলের বাতি, গাছের সতেজ সজীব চারা, গাছের ডাল, লতাপাতা প্রভৃতি ব্যবহার হতে পারে। পরিবেশ অনুসারে বাস্তবতা বিবেচনা ক'রে দিনের উপলক্ষ্য বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে কোন কোন লেখা স্থাপন করা বা ঝুলানো যেতে পারে। দানসমূহ উপস্থাপনের সময়, কৃষকগণকে উৎসাহিত করতে হবে যেন রুটি দ্রাক্ষারসের সাথে, তারা তাদের বাগানের কিছু শাক-সব্‌জি ও ফল উৎসর্গ করেন যা পরে দরিদ্রদের দেয়া হবে।

ক- প্রবেশ গীতি- অবস্থা অনুসারে শুরুতে উপযুক্ত একটি বা দুটি গান থাকতে পারে (সৃষ্টির গান হতে পারে, কৃতজ্ঞতার গান হতে পারে)। **যেমন:**

১ - ধনধান্যপুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা। ২ - পরম করুণাময় আশীর্বাদ কর আমাদের। ৩ - আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ, সত্য সুন্দর। ৪- তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে। ৫- বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল। ৬- ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা। ৭- একদিন আমাদের ছিল, ছিল গোলা ভরা ধান। ৮- ও আমার বাংলাদেশের মাটি। ৯- একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী। ১০- প্রাণ উৎসবে মৃদঙ্গ কার বাজলো। ১১- এসো বিশ্বের যত দেশ

খ-স্বাগত সম্ভাষণ

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে।

সকলে: আমেন।

সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর, সর্বশস্য-ফসলদাতা যিনি, তিনি আপনাদের সহায় থাকুন!

সকলে: তিনি আপনারও সহায় থাকুন!

(পরিচালক উপস্থিত ভক্তদের দিনের উদ্‌যাপন পরিচয় করিয়ে দেন আর প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন ফসল ও নবান্ন সম্বন্ধে কিছু কথা বলে তাদের খ্রিস্টযাগে সচেতন, সক্রিয় ও ফলপ্রসূ অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করেন।)

পরিচালক: ফসল কাটার পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক ভোজোৎসব হল নবান্ন। খ্রিস্টেতে আমার ভাইবোনেরা, আমাদের সুপ্রিয় সৃষ্টিকর্তা, আমাদের ভালবাসেন বলেই এই পৃথিবীতে তিনি সুন্দর কত কিছুই না সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জন্য আকাশে জাগিয়ে তুলেছেন সূর্যের আলো, দেশে দিয়েছেন অনুকূল আবহাওয়া, উর্বর মাটি, আমরা পরিশ্রম করেছি- জমিতে চাষ দিয়ে বীজ বুনেছি- তাই তিনি তার অনুপম সৃজনী-শক্তিতে ভূমিতে দিয়েছেন ফুল-ফল-ফসলে ভরা প্রকৃতির সম্ভার।

বাইবেলের যাত্রা পুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ের ২২ পদে মনোনীত জাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধি প্রসঙ্গে ফসল কাটার উৎসব বিষয়ে আমরা পাই: "তুমি সপ্ত সপ্তাহের উৎসব, অর্থাৎ গমের প্রথমফসল-কাটার উৎসব ও বছর শেষে ফসল কাটার উৎসব পালন করবে।" আজকে আমরা মহান ঈশ্বরের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর দয়া, প্রকৃতি/ভূমির দান ও মানুষের কঠিন শ্রমের ফল হিসেবে নূতন ফসলের কিছু অংশ এবং কিছু অংশ দিয়ে ক্ষির, পায়েস রান্না করে নিয়ে আনন্দিত মনে নবান্ন উৎসব পালন করার জন্য এখানে সমবেত হয়েছি। নতুন ফসলে আমাদের ভাণ্ডার আজ পূর্ণ। আজ আমরা খুবই আনন্দিত। আমরা চাই, সকলে যেন আমাদের সেই আনন্দের সহভাগি হতে পারে। আজকের এই আনন্দ-উৎসবের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের বিভিন্ন দয়া, দান, আশীর্বাদের জন্য আমরা সমবেতভাবে তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ। আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আমাদের আনা এই প্রথম ফসল তাঁকে নিবেদন ক'রে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এই সামান্য উপহার গ্রহণ ক'রে আমাদের প্রত্যেককেই তাঁর শক্তি-আশীর্বাদে ভ'রে দেন। ভবিষ্যতেও কৃষিকাজের সকল অমঙ্গল ও ক্ষতি থেকে রক্ষা ক'রে আমাদের জমির উর্বরতা, প্রচুর ফসল ও সকলকে প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য দান করেন। একথাও মনে রাখা দরকার, এই আশীর্বাদ-অনুষ্ঠান খ্রিস্টযাগের সময় যে সম্পন্ন হচ্ছে, তার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে: কারণ যিশু তো নব সৃষ্টির প্রথম ফসল, তিনি তো খ্রিস্টযাগ-উৎসর্গে পরম পিতার চরণেই নব মানবজাতির ফসলে প্রথম নৈবেদ্য-রূপে নিজেকে নিবেদন করে থাকেন। আসুন, এসব কথা অন্তরে নিয়ে আমরা সক্রিয় ও সচেতনভাবে এ খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি।

গ- উদ্বোধন প্রার্থনা:

(প্রাথমিক কথার পরে সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌যাপনকারী নিচের প্রার্থনা অব্যাহত রাখেন। একজন বা একাধিক ভক্ত মিনতিসকল জোরে পড়েন। সম্ভব হলে উত্তরগুলি সবাই গান করেন) ।

আসুন আমরা এখন এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে প্রভু যিশুকে ডাকি, তিনি যেন আমাদের মধ্যে এসে এই অনুষ্ঠান সার্থক সফল ক'রে তোলেন।

- হে প্রভু যিশু, তুমি পুণ্যময়ী কুমারী মারীয়ার গর্ভফল হয়ে এই জগতে জন্ম নিয়েছ- প্রভু, দয়া কর!

সকলে: প্রভু দয়া কর।

-হে প্রভু যিশু, তুমি মানুষের অন্তরে সত্য-বাণীর বীজ বপন করতে, মুক্তি-ফসল ফলাতে এই জগতে এসেছ- খ্রিস্ট দয়া কর!

সকলে: খ্রিস্ট দয়া কর!

-হে প্রভু যিশু, তুমি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান ক'রে হয়ে উঠেছ নব সৃষ্টির প্রথম ফসল- প্রভু, দয়া কর!

সকলে: প্রভু, দয়া কর!

গান- জয় পরমেশ্বরের ঊর্ধ্বলোকে

সমাবেশ প্রার্থনা:

হে সর্বঋতুর নিয়ন্তা পিতা, ধন্য, তুমি ধন্য! আমাদের জীবন-নির্বাহের জন্য মাটির পাকা

ফসলে তুমি ভরেছ আমাদের ডালা। তোমার কৃপাময় আশীর্বাদে আমরা আজ আমাদের নতুন ফসল ঘরে আনতে পেরেছি বলে তোমার প্রতি আমাদের ভালবাসা ও ধন্যবাদ জানাতে আমরা আজ আনন্দিত মনে এখানে সমবেত হয়েছি। আমাদের হৃদয়ের মাটিতেও ফুটে উঠুক পুণ্যের প্রচুর ফসল; সেই শেষের দিনে তোমার পুত্র যখন তোমার শস্যক্ষেত্রে মানব-ফসল সংগ্রহ করতে আসবে, তখন আমরা যেন তোমার মনোনীতজন ব'লে গৃহীত হই। এ প্রার্থনা করি পবিত্র আত্মার সংযোগে তোমার সঙ্গে হে পিতা, যুগ যুগ ধরে বিরাজমান তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে।

সকলে: আমনে।

ঘ- বাণীবরণ: (পবিত্র বাইবেলে আরতি দেয়া যেতে পারে। পবিত্র বাইবেল/ পাঠের বই সম্মানের স্থানে রাখা হয় আর পাঠক/পাঠিকা পবিত্র বাণীতে ধূপারতি দিতে পারেন। তিনি নীরবে নিচের প্রার্থনা বলতে পারেন:

প্রভু, নির্মল কর আমার অন্তর, মুখর কর আমার কণ্ঠ, আমি যেন যোগ্যভাবে তোমার মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে পারি।)

পাঠের ভূমিকা: পবিত্র বাণী পাঠের ছোট ভূমিকা থাকতে পারে: মানুষ যেন প্রাচুর্যে ঈশ্বরকে ও তাঁর সকল দান না ভোলেন বরং তাঁকে অন্তর থেকে সর্বদা ধন্যবাদ জানান। আমরাও আজ আমাদের ফসলের জন্য ঈশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাব। পবিত্র বাইবেল থেকে ৩টি পাঠ করা হয়।

১-প্রথম পাঠ (যে কোন একটি) বিশ্বাসীদের ফসলের উৎসব এবং প্রথম ফসলসমূহ নিবেদন/উৎসর্গ।

ক) যাত্রাপুস্তক ২৩:১৪-১৯ক। খ) গণানাপুস্তক ২৮:২৬-৩১। গ) দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১-১৮ বা ৭-১৪ বা ২৬:১-১১। ঘ) ইসাইয়া ৫৫: ৮-১২। ঙ) যোয়েল ২:২১-২৪, ২৬-২৮। চ) লেবীয় ২৩: ৯: ৯-১১,২২; বা ১৪-১৭, ১৯।

(পাঠের শেষে প্রচলিত রীতি অনুসারে পাঠক পবিত্র বাইবেলের প্রতি সম্মান দেখান-পবিত্র বাণী গ্রন্থ কপালে ঠেকিয়ে বা দুহাত দিয়ে পবিত্র বই স্পর্শ ক'রে হাতদ্বয় চোখে বা মস্তকে স্পর্শ করা। ভক্তজনগণ বাণীর প্রতি বন্দনামূলক গান করেন।

অনুধ্যান গীতি: ধুয়োযুক্ত একটি সামসঙ্গীত গান করা যায় বা বলা যায়, অথবা অন্য কোন উপযুক্ত গান করা যায়।

- সামসঙ্গীত ৬৭:১৩, ৫, ৭-৮; বা সাম ১২৬: ৪-৬; বা সাম ৬৫:৯-১৩; বা সাম ৮

ধুয়ো: এই পৃথিবীর মাটি দিয়েছে ফসল, ধন্য আজ আমরা সবাই। বা ধুয়ো: আহা, কত বিচিত্র ভগবানের দান! বা ধুয়ো: মাটির ফসল, মানুষের শ্রমের ফল, সবই তোমারই দান। **(অথবা উপযুক্ত একটা গান)**

১-ধন্যবাদ ধন্যবাদ; ২-সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ; ৩-জয়ধ্বনি কর সবে তাঁর।

২-দ্বিতীয় পাঠ (যে কোন একটি) দ্বিতীয় পাঠ ও মঙ্গল সমাচার প্রকাশ করে: ফসল, ঐশ আশীর্বাদের ফল। ক) ১ তিমথী ৬:৬-১১; ১৭-১৯; খ) কলসীয় ৩:১১-১৭; গ) ২ করিন্থীয় ৯:৮-১৫; ঘ) এফেসীয় ১:৩-১৪।

বাণীবন্দনা: আল্লেলুইয়া:

সাম ১৫:৬- "তোমার সমস্ত সৃষ্টির প্রভুত্ব দিয়েছ তুমি তাকে রেখেছ নিখিল বিশ্ব তার পদতলে!" আল্লেলুইয়া:

৩-মঙ্গলসমাচার (যে কোন একটি): ক) মার্ক ৪:২০, ২৬-২৯। খ) যোহন ৪:৩৪-৩৮। গ) মথি ৯: ৩৫-৩৮। ঘ) মথি ৬: ২৫-৩৩। ঙ) লূক ১২:১৫-২১।

(পাঠ শেষে পাঠক প্রচলিত রীতি অনুসারে পবিত্র বাইবেলের প্রতি সম্মান দেখানো -পবিত্র বাণী গ্রন্থ কপালে ঠেকিয়ে বা দুহাত দিয়ে পবিত্র বই স্পর্শ ক'রে হাতদ্বয় চোখে বা মস্তকে স্পর্শ করা)। (চলবে)

সমাজে ব্যক্তির প্রবেশ ও ব্যক্তিতে সমাজের প্রবেশ

ফাদার সমীর পিটার ডি' রোজারিও সিএসসি

একজন মানুষ একজন ব্যক্তি। ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিসত্ত্বা। ব্যক্তির গোটা সত্ত্বা নিয়ে চিন্তা করতে গেলে মাথার মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের চিন্তা চলে আসে। যদি প্রশ্ন করি, আমরা কি চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হই, না আমরা চিন্তাকে পরিচালিত করি। যেখানে নিজের পরিপক্কতা প্রকাশ করার জন্য বিবেক দ্বারা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথা, তা না হয়ে আবেগের দ্বারা চিন্তা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। চিন্তা, অন্তরের অনুচিন্তা ও আত্মার চেতনাকে একত্রে করে নিজের অন্তরে স্বচ্ছতা ও সক্ষমতা প্রকাশ করতে পারি। এই ভাবে ব্যক্তির অভ্যন্তরের অভ্যন্তরীণ অনুচিন্তাগুলো আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করি।

ঈশ্বর মানুষকে তার নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। সকল প্রতিমূর্তি মানুষের মধ্যে আমরাও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া। আমাদের সত্ত্বার মধ্যে রয়েছে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের ভালবাসা ও কৃপা। পৃথিবীর বৃহত্তর মানব সমাজে মধ্যে আমরা সবাই আছি। ঈশ্বর সকল মানুষকে বিভিন্ন ধরণের ঐশরিক গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আবার অনেক মানুষ প্রার্থনা ও ধ্যান-সাধনা করে ঈশ্বরের ঐশরিক কৃপা লাভ করেছে। সমাজের মধ্যে পথ চলতে অনেক সময় ব্যক্তির পতন ঘটে, ভয়ে পিছিয়ে যায়। নিজের উপর আস্থা থাকেনা। আপন সত্ত্বার সাথে দ্বন্দ্ব হয়। অন্যদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে 'আমি যদি ওদের মত হতাম'। এই ভাবে ব্যক্তিসত্ত্বার থেকে আস্থা বিদায় নেয়। কিন্তু পারিবারিক কোলাহল, হতাশা, নিরাশা ও ব্যর্থতার মধ্যেও অনেকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও আশা রেখে নতুন পথে যাত্রা শুরু করেন।

ব্যক্তির সমাজের মধ্যে বসবাস। একক ব্যক্তি হিসেব সমাজের তার শিক্ষা লাভ আবার সমাজে তার শিক্ষা বহির প্রকাশ। সমাজ থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজেই তা বিতরণ করছে। তাই ব্যক্তি ও সমাজকে আলাদা করার কোন উপায় নেই। ব্যক্তি যদি বিশুদ্ধ সত্ত্বার অধিকারী হয়। ব্যক্তির বিশুদ্ধতার বহিঃপ্রকাশের ফলে সমাজও বিশুদ্ধ হবে। আবার শিশু অবস্থা থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ার ক্ষেত্রে সমাজেরও দায়িত্ব রয়েছে। তাই সমাজে ব্যক্তির প্রবেশ করে আবার ব্যক্তিতে সমাজের প্রবেশ। খ্রিস্টীয় সমাজে জন্মগ্রহণ করে শিশু খ্রিস্টীয় বিশ্বাস, প্রেম ও ভালবাসায় বেড়ে ওঠে। গোটা সমাজ যদি খ্রিস্টীয় ভাবধারা পরিচালিত হয়। ব্যক্তিও তখন খ্রিস্টকেন্দ্রিক জীবন যাপন করে। আবার ব্যক্তির পরিপক্কতার প্রকাশ ভঙ্গিতে সমাজের অন্য শিশুরাও অনুকরণ করতে থাকে। ব্যক্তির গোটা জীবনের উন্নয়ন মানে খ্রিস্টীয় সমাজের উন্নয়ন। আবার খ্রিস্টীয় সমাজের উন্নয়ন মানে ব্যক্তির উন্নয়ন॥

ভদ্র হওয়ার জন্য মেধা নয়, পরিবারে দেওয়া শিক্ষাই যথেষ্ট

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি

আমাদের জীবনে পরিবারই হলো প্রথম পাঠশালা অর্থাৎ পরিবার সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান এবং এই পাঠশালার বা প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষক হলেন আমাদের মা তা আমরা মোটামুটি ভাবে সবাই জানি। সেই ছোট্ট বেলা থেকেই আমরা মা তথা আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট থেকে অনেক কিছুই শিখে আসছি। আর এই শিক্ষাটাই হলো আমদের জীবনের ভিত্তি স্বরূপ। এই শিক্ষার উপর নির্ভর করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলছি। আমাদের জীবনে এই শিক্ষার আয়নার মতো কাজ করে। আয়না দিয়ে আমরা যেনো নিজেদেরকে দেখি তেমনি ভাবে আমাদের আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথা-বার্তা, নীতি-আদর্শ, ব্যবহার দিয়ে মানুষ আমাদের পরিবারকে দেখে। যখন কারো আচরণের ত্রুটি দেখা যায় তখন আমরা প্রায়ই শুনি বা অনেক সময় নিজেরাও বলি "কেমন পরিবার থেকে আসছে"। সুতরাং প্রতিটা মানুষের জীবনে পরিবারের ভূমিকা অন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর তাৎপর্য অনেক গভীর।

পরিবারের ভিত্তিই হলো পিতা-মাতা। তাদের সুন্দর পরিচালনায়ই সন্তানগণ সঠিক মানুষ হয়ে ওঠে। পরিবারে সন্তানদের গঠন দানে কোন কারণে তাদের ভূমিকার গরমিল হলে সন্তানদের জীবনেও গরমিল লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশী যা প্রয়োজন তা হলো পারিবারিক শিক্ষা। এই শিক্ষাগুলো আয়ত্ব করতে হয় প্রথমত পরিবার থেকেই। কারণ ভদ্রতা, নম্রতা, ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য্যশীলতা, নৈতিকতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, স্নেহ, পরোপকার, উদারতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, দয়াশীলতা এইগুলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে খুব বেশী অর্জন করা যায় না। একাডেমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া করে শিক্ষিত হওয়া যায় আর তুলনামূলক ভাবে মেধাবী হলে উচ্চতর ডিগ্রিও নেওয়া যায়। এমন কি বিদেশে গিয়েও অনেক সম্মান কুড়ানো যায়। কিন্তু পরিবারের সুন্দর সুশিক্ষা না পেলে একসময় সব শিক্ষাই ম্লান হয়ে যাবে। মানুষের জীবনে পরিবার হলো প্লাটফর্মের মতো যেখানে এক সময় গিয়ে নিজেকে দাঁড় করাতে হয়।

কথায় আছে "বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয়"। অর্থাৎ আদর্শ পিতা-মাতার বা আদর্শ পরিবারের সন্তানরা সুসন্তান হিসেবেই বড় হবে এটাই স্বাভাবিক। শিশু যখন নিজ থেকেই হাত-পা নাড়তে শেখে, তখন থেকেই মূলত সে পরিবারের বড়দের কাছ থেকে শিখতে শুরু করে। তখন থেকেই পিতা-মাতা বা পরিবারে গুরুজনদের আচার-আচরণে কিংবা কথা-বার্তায় অনেক সতর্ক হতে হয় কিংবা যথেষ্ট সচেতন হতে হয়। শিশুকে ভালো-মন্দ শিখাতে কিংবা অবহিত করতে হয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। তার সাথে অনেক নরম সুরে মার্জিত ভাষায় বিভিন্ন আদব-কায়দা সম্পর্কে সহভাগিতা করতে হয়। স্বভাবতই শিশুরা অনেক কোমল মানসিকতা ধারণ করে তাই খুব সহজে তারা যে কোন বিষয় শিখে নিতে পারে। কোন ভাবেই যেন শিশুর বদঅভ্যাস গুলো গড়ে না উঠে সেই দিকে পিতা-মাতার খেয়াল রাখা জরুরী। অবশ্যই অভিভাবকদের উচিত হবে না শিশুদের গালমন্দ করা।

একজন আদর্শ মানুষ হিসাবে সন্তানকে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যরাই অনেক বেশী ভূমিকা রাখতে পারে। সন্তানকে মাঝেমধ্যে কাছে কিংবা দূরে কোথাও প্রকৃতির সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে হবে। প্রকৃতি কিংবা ভ্রমণেও শিশু অনেক কিছু শিখতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতা-মাতা দুইজনই বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যস্ত বিশেষ করে শিক্ষিত পিতা-মাতারা কর্মস্থলে বেশী ব্যস্ত থাকার ফলে সন্তানেরা প্রাপ্য সময় থেকে বঞ্চিত হয়। তখনই সন্তানরা বিপথে যাওয়া আরম্ভ করে। কারণ তাদের হাতে অঢেল সময় থাকে আর তখনই তাদের মাথায় উদ্ভট চিন্তার বাসা বাধে। বিশেষ করে যে সকল শিশু অতি মাত্রায় কার্টুন বা মোবাইলে গেইম খেলে সময় কটায়। এতে শিশুর সুসম বিকাশে বাধাগ্রস্ত হয়।

মা-বাবা বা অভিভাবককে সন্তানের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে, তাহলে সন্তান সবকিছুই পিতা-মাতার সাথে শেয়ার করবে। যে সন্তান শেয়ার করতে শিখবে সে কোনদিনও আদর্শহীন হবে না। আবার অন্য দিকে পরিবার বা ঘরের পরিবেশ ভালো হলেই যে সন্তান চরিত্রবান, ভদ্র, আদর্শবান, সভ্য হবে তা ঠিক নয়। সন্তান কাদের সাথে মিশে, বন্ধুত্ব করে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। একজন শিশুর যখন পাঁচ কিংবা ছয় বছর হয় তখন থেকেই শিশুর মধ্যে নিজস্ব সম্মানবোধ জেগে উঠতে আরম্ভ করে। অবশ্যই সন্তানের সামনে সুশিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করতে হবে এবং তার মধ্যে তা চর্চার প্রচলন ঘটাতে হবে। শিক্ষিত হওয়ার জন্য যেমন একাডেমিক শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি সন্তানের সুস্থ বিকাশের জন্য পারিবারিক শিক্ষার প্রয়োজন। পারিবারিক সুশিক্ষায়ই সন্তান আদর্শ, নৈতিক ও চরিত্রবান হয়ে বেড়ে ওঠবে। মোট কথা বিচক্ষণ পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সন্তানরাই আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

মোঃ জাবেদ হাকিম, যুগান্তর, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮।

মোঃ জিল্লুর রহমান, প্রতিদিনের সংবাদ, ৩১ জানুয়ারী, ২০২১।

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত: ১৯৬৬ খ্রীঃ, রেজি নং - ১১/৯৪

নিবন্ধন নং-১৫, তারিখ: ০১/০২/১৯৯৪ খ্রিঃ: সংশোধিত নিবন্ধন নং-৩৯, তারিখ: ২২/০৭/২০১২ খ্রিঃ।

গ্রাম: বড়গোল্লা, ডাকঘর: গোবিন্দপুর, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা।

নোটিশ প্রদানের তারিখ: নভেম্বর ৭, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখ: ২৬ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার
সময়: সকাল ৯:৩০ মিনিট
স্থান: শহীদ ফাদার ইভান্স স্মৃতি মিলনায়তন।

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সকল সম্মানিত সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী নভেম্বর ২৬, ২০২১ খ্রিঃ রোজ শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে গোল্লা ধর্মপল্লীর শহীদ ফাদার ইভান্স স্মৃতি মিলনায়তনে সমিতির ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।**

সমিতির সকল সম্মানিত সদস্যগণকে উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাস্থ্য বিধি মেনে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সভার কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে -

আগষ্টিন গমেজ
চেয়ারম্যান
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

পিটার প্রভাত গমেজ
সেক্রেটারী
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/৩১০/২১

৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে অমর শহীদ ফাদার ইভান্স স্মরণে

এলয়সিয়াস মিলন খান

ভূমিকা: ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ৫০ বছর আগে আমরা আমাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্বাধীনতার এই সুবর্ণ জয়ন্তী আমাদের জন্য একাধারে যেমন গর্বের ও আনন্দের তেমনি দুঃখ-বেদনার স্মৃতিগাঁথা। ৭১-এর মুক্তি সংগ্রামে আমরা হারিয়েছি সেই সব বীর মুক্তিযোদ্ধা যারা সম্মুখ রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে বীরের মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করেছেন। এর পাশাপাশি আরো অগণিত নাম না জানা দেশপ্রেমিক ভাইবোন যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। জাতি হারিয়েছে অনেক বরেণ্য সন্তান, ব্যক্তিত্ব- শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রকৌশলী, সাংবাদিক। ৩ লক্ষ শহীদের পবিত্র রক্ত এবং ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা আমাদের এক অমূল্য সম্পদ।

অমর শহীদ ফাদার ইভান্স ছিলেন তাঁদের একজন। বিদেশি হয়েও তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে জীবন দিয়েছেন। স্বাধীনতার এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম ও অভিবাদন এবং তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। শহীদের স্মৃতি দেশের আপামর জনগণের অন্তরে চির অম্লান হয়ে যুগযুগ ধরে বিরাজ করুক, চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকুক।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য যখন উদয়ের পথে ঠিক সেই সময় প্রতিহিংসা পরায়ন পাক-বাহিনী তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ভক্তের সেবায় নিবেদিত প্রাণ শহীদ ফাদার ইভান্স অকুতোভয়ে, হাসিমুখে ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে যাজক ইভান্সকে গোল্লা ধর্মপল্লীর পালক নিযুক্ত করা হয়। ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে নিয়মিত খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা, পাপস্বীকার শোনা, মৃতদের সৎকার, দীক্ষাস্নান, বিবাহ সংস্কারসহ যাবতীয় পালকীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সিস্টার ও সেমিনারীয়ানদের জন্যে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সভা পরিচালনা করা ছিল তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচির অংশ। এ ছাড়াও তিনি গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে রোগীদের খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান ও সাক্ষাৎ করতেন। তিনি শিশুদের খুব ভালবাসতেন। প্রভুযিশুর অনুকরণে অতি আদরে তাদের কাছে টেনে নিতেন এবং ধর্মীয় সংস্কার গ্রহণের প্রস্তুতি শিক্ষা প্রদান করতেন। তাঁর দরজা সর্বদাই ভক্তদের জন্য খোলা থাকতো। ভক্তরা অবাধে তাঁর কাছে এসে কথা বলতে পারতেন এবং বিপদে-আপদে সান্ত্বনা পেয়ে বাড়ি ফিরে যেতেন। তাঁর মতো একজন জনদরদী আদর্শ পুরোহিত সচরাচর চোখে পড়ে না। গোল্লা ধর্মপল্লীর অধীনে একটি উপ-

ধর্মপল্লী বক্সনগর সাধু আন্তনীর গির্জা। গোল্লা থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে ইছামতী নদীর ওপাড়ে। নৌকাযোগে তিনি প্রায় শনিবার এই উপ-ধর্মপল্লীতে যেতেন তাঁর পালকীয় দায়িত্ব পালন করতে, পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে ১৩ নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ শনিবার বিকেলে তিনি তাঁর অন্যান্য দিনের মত বক্সনগর উপধর্মপল্লীতে খ্রিস্টভক্তদের জন্য রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার উদ্দেশে তাঁর নিজস্ব মোহন মাঝির নৌকাযোগে গোল্লা থেকে ইছামতি নদী বেয়ে বক্সনগর রওনা হন। অভ্যাসগতভাবে তিনি নৌকার ভিতর বসে বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনায় রত ছিলেন। মোহনমাঝি বলেন, মাঝপথে নবাবগঞ্জ হাইস্কুলের কাছাকাছি পৌঁছলে টহলরত পাক সেনারা আমাকে নৌকা থামিয়ে পাড়ে ভিড়াতে বলে। তখন আমার মনে হয়েছে ঐ দিন পাকসেনারা নদীতে চলাচলকারী সমস্ত নৌকাই থামিয়ে সার্চ করছে তারা মুক্তিবাহিনীর জন্যে কোন আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে কি-না জানার জন্যে। নৌকা থামালে যখন তারা নৌকার ভিতরে একজন পাদ্রী সাহেবকে দেখতে পায় তখন তারা ফাদারকে তাদের স্কুলে অবস্থিত ক্যাম্পে নিয়ে যায়। প্রায় ১৫/২০ মিনিট তারা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ইতোমধ্যে দুইজন সৈন্য নৌকার ভেতর প্রবেশ করে নৌকা তল্লাশি করে। তারা ফাদারের ব্যাগ ও অন্যান্য সবকিছু নদীতে ফেলে দেয়। এরপর যখন ফাদার নৌকার দিকে ফেরত আসছিলেন তখন সৈন্যরা আমাকেও নৌকা থেকে নামিয়ে আনে। তারা ফাদার ও আমাকে নদীর পাড়ে একটি গর্তে (ট্রেন্স) নামতে বলে। কেন আমাদের গর্তে নামতে বলে তার কোন কারণই তারা আমাদের জানায় না। তখন আমার মনে হয় তারা আমাদের হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। এমতাবস্থায় আমি হঠাৎ তাদের হাত থেকে ছুঁটে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকি। এ সময় আমি দুটি গুলির শব্দ পাই। আমি যত দ্রুত সম্ভব প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে পালাতে থাকি। এক পর্যায়ে আমি একটি ঝোঁপের ভেতর আশ্রয় নেই। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করি বক্সনগর থেকে নৌকাযোগে কয়েকজন লোক আসছেন। তারা আমাকে বলেন, মিলিটারীরা ফাদার ইভান্সকে গুলি করে নদীতে ফেলে দিয়েছে।

এরপর মোহন মাঝি দৌড়াতে দৌড়াতে গোল্লা গির্জায় এসে ফাদার ইভান্সের এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর জানায়। এ সময় পালকীয় সফরে গোল্লা মিশনে অবস্থান করছিলেন তৎকালীন আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি। ঈশ্বরভক্ত নিবেদিতপ্রাণ যাজক উইলিয়াম ইভান্স-এর এই নির্মম মৃত্যু আর্চবিশপ মহোদয়, সহকর্মী ফাদার হিকেন্স ও তাঁর অগণিত ভক্তদের শোকাভিভূত করে তোলে। এই যুদ্ধকালিন দুর্যোগের সময়ও দলেদলে মানুষ মিশন বাড়িতে ছুঁটে আসে প্রকৃত খবর জানার জন্যে।

পরদিন ১৪ নভেম্বর রবিবার সকালে এলাকার ভক্তগণ গির্জাঘরে সমবেত হন। তারা গভীর নীরবতায়, ভারাক্রান্ত অন্তরে প্রাণপ্রিয়

পালক পুরোহিতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে প্রার্থনা করেন। দুটো খ্রিস্টযাগ অর্পন করা হয় ফাদারের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে। এ সময়ে একজন মুসলমান যুবক ভাই একটি চিরকুট হাতে গির্জাপ্রাঙ্গণে হাজির হন। চিরকুটটি পাঠিয়েছেন নবাবগঞ্জ থেকে প্রায় ৩ কি.মি. পূর্বে কোমরগঞ্জ মসজিদের ইমাম। চিরকুটে লেখা ছিল রবিবার ভোরে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা জেলেদের মাছ ধরার ঘেরে আটকে থাকা ফাদারের মৃতদেহ দেখতে পান। তারা তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে কোমরগঞ্জ মসজিদ প্রাঙ্গণে তার কাছে নিয়ে আসেন। মৃতদেহটি মসজিদের তুষার মধ্যে রাখা আছে। তিনি তার চিরকুটে আরো উল্লেখ করেন, যেন কয়েকজন যুবক চিরকুট বহনকারীর সাথে যায় এবং ফাদারের মৃতদেহ মিশনে নিয়ে আসে। ২৫জন যুবক ফাদারের দেহ আনার জন্য পায়ে হেঁটে রওয়ানা করে। তারা নদীর পাড়ঘেঁসে না যেয়ে ভিতরের অলিগলি মেঠো পথে যায় যাতে মিলিটারীরা তাদের দেখতে না পায়। ইতোমধ্যে দু'জন মুসলিম ভাই ফাদারের মৃতদেহের খবর নিকটবর্তী বক্সনগর খ্রিস্টান গ্রামেও পৌঁছে দেন। বক্সনগর থেকে আরো কয়েকজন খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধা মসজিদ প্রাঙ্গণে পৌঁছান। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা ফাদারের মৃতদেহ প্রথমে নৌকায় এবং পরে তুষায় বহন করে গোল্লা মিশনে নিয়ে আসেন।

দুপুরের দূত সংবাদের ঘন্টা বাজার সময় তারা গির্জায় পৌঁছেন। প্রথমে মৃতদেহ গির্জার বারান্দায় রাখা হয়। ইতোমধ্যে দু'জন কাঠমিস্ত্রী কফিন তৈরি করে রাখে। গোল্লা কনভেন্টের সিস্টারগণ মৃতদেহ সৎকারের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। এ সময় বড় গোল্লা বড় বাড়ির মার্গারেট রোজারিও নামে একজন রেজিস্টার্ড নার্স যিনি ঢাকার হলি ফ্যামিলী হাসপাতালে চাকরি করতেন তিনি ঐ সময় কয়েকদিনের জন্য বাড়িতে ছিলেন, তিনি ও কয়েকজন আরএনডিএম সিস্টার ফাদারের দেহ ধৌত করে সবুজ ভেসমেন্ট পড়িয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে গির্জার ভেতর বেদীর সামনে রাখেন। তারা ফাদারের বুকে কয়েকটি বুলেটের ক্ষত ও তাঁর মুখে, হাতের ওপর ও পেটে কাঁটা চিহ্ন দেখতে পান। গোল্লা কনভেন্টে অবস্থানরত আরএনডিএম সিস্টার এলজিয়া গমেজ, সিস্টার এডলফ হাজম ও সিস্টার মেরিসিলিন রিবেরু ফাদারকে গোসল করানো ও সাজানোর কাজে সহায়তা করেন। তাদের স্বচক্ষে দেখা এ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এটা ছিল পাক-সেনাদের অত্যন্ত নির্মম ও হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ড।

বক্সনগরনিবাসী কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে আলাপ করে জানা যায়, ফাদারকে পাকসেনাদের হত্যার কারণ তাঁর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ও মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করা। ঐ সময় বক্সনগর স্কুল ভিঁটায় মিশনারী স্কুলে মুক্তিসেনাদের প্রশিক্ষণ চলছিল। কমান্ডার সিরাজ আহমদের তত্ত্বাবধানে সেখান প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের শাহজালাল ও ই.পি.আর-এর আনোয়ার। যারা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রিচার্ড মুকুল গমেজ, সিলভেস্টার বিকাশ গমেজ, মার্টিন সত্য গমেজ, গিলবার্ট অনু গমেজ, মাইকেল গমেজ ও চার্লস সুবল গমেজ প্রমুখ। নবাবগঞ্জ থানার মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ছিল বক্সনগর গ্রামে। এই তথ্য পাক-বাহিনীর জানা ছিল।

১৪ নভেম্বর বিকেল ৪টায় খ্রিস্টযাগ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান শুরু হয়। গির্জাঘরের ভেতর, বারান্দা ও বাইরের চত্বরে অগণিত ভক্তজনগণ উপস্থিত হয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় ফাদারকে শেষবিদায় জানাতে সমবেত হন। সবারই চোখে-মুখে ভয়-আতঙ্কের ছায়া। অনেকের ধারণা ছিল হয়ত পাক সেনা গির্জা আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু খুবই শান্ত, সৌম্য নীরবতায় খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। মহামান্য আর্চবিশপের অনুরোধে ফাদার হিকেন্স প্রধান পুরোহিত হিসেবে খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন। অন্যান্য পুরোহিত যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন: ফাদার মিথালেক সিএসসি, ফাদার সলোমন, ফাদার উর্বান কোড়াইয়া ও ফাদার মজুমদার। বান্দুরা হলি ক্রস হাই স্কুল থেকে ব্রাদারগণ, গোল্লা ও হাসনাবাদ কনভেন্টের সিস্টারগণ বেদীতে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন খ্রিস্টান, মুসলিম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও যারা তাদের প্রাণের মানুষটিকে শেষ শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সম্মান জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর্চবিশপ মহোদয় তাঁর উপদেশে চমৎকারভাবে যাজক ইভান্সের ধার্মিকতা ও ভালবাসাময় ব্যক্তিত্ব তোলে ধরেন। তিনি যাজক ইভান্স-এর অসাধারণ মানবপ্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যারাই যাজক ইভান্সের সান্নিধ্যে এসেছে সবাইকেই তিনি গভীর আন্তরিকতায় গ্রহণ করেছেন। তিনি আরো বলেন,*"His sincere, warm, personal interest in all of us is what brings us all here together in appreciation, respect and thankfulness to him".*এভাবেই তাঁকে সমাধিতে শায়িত করা হয়। তখন প্রকৃতিতেও শোকের ছায়া নেমে আসে। ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্তমিত হয়। গির্জার সন্ধ্যা ঘণ্টা বেঁজে ওঠে। শতশত ভক্তজন মোমবাতি জ্বেলে কবরের পাশে নতজানু হয়ে প্রার্থনায় রত হন। একজন পবিত্র মানুষ, বড় ফাদার ও অমর শহীদ চিরনিদ্রায় শায়িত হন। তাঁকে গোল্লা গির্জার সমাধিস্থলে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার গির্জার প্রথম পালক ফাদার ফ্রান্সিস সিএসসি-এর সমাধি পাশে সমাহিত করা হয়।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার:

অমর শহীদ ফাদার ইভান্সের মৃত্যু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী গোল্লা ধর্মপল্লীর অন্তর্ভুক্ত বালিডিওর গ্রামের লিও গমেজ বলেন, ১৯৭১ খ্রিস্টব্দে ১৩ নভেম্বর, তখন আমার বয়স ২০ বছর। দিনটি ছিল শনিবার। পরের দিন রবিবার গির্জায় যাওয়ার জন্যে আমি ও আমার আরেক বন্ধু রবিন গমেজ বিকেলে কাপড় ইস্ত্রি করার জন্যে গোবিন্দপুর বাজারে যাই। হঠাৎ লক্ষ্য করি মোহন মাঝি দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। তার সাথে আমাদের বাজারে দেখা হয়। মোহন মাঝি আমাদের জানান, মিলিটারীরা ফাদারকে গুলি করেছে এবং নদীতে তাঁর মৃতদেহ ফেলে দিয়েছে। এ মর্মান্তিক ঘটনা শুনে আমরাও মোহনমাঝির সাথে মিশনে আসি। আমরা ঘটনাটি প্রথমে সহকারী পালক-পুরোহিত ফাদার উইলিয়াম হিকেন্সকে অবগত করি। ফাদার হিকেন্স ঘটনার আকস্মিকতায় বিষয়টি প্রথমে বিশ্বাস করেননি যে, ফাদার ইভান্স মারা যেতে পারেন। পরবর্তী পর্যায় তিনি অঝোরে কাঁদতে শুরু করেন। তিনি তখন খবরটি মিশনে উপস্থিত আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে জানান। এরপর তিনি গির্জাঘরে প্রবেশ করে পবিত্র সাক্রামেন্তের সামনে মাথায় হাত রেখে কাঁদতে থাকেন। প্রথা অনুযায়ী গির্জার আপদকালিন ঘন্টা বাজতে থাকে।

গোল্লা মিশন মাঠের অদূরে বটলেরু বাড়ির সুনীতি রোমানা গমেজ (তখন ১২) তার স্মৃতিচারণে বলেন, ১৩ নভেম্বর দুপুরে আমি মিশনবাড়িতে ফাদারের কাছ থেকে কিছু ডাক টিকেট ও খাম কিনতে যাই। তখন আমার বাবা টমাস বটলেরু করাচী শহরে চাকরি করেন। বাবাকে চিঠি পাঠানোর জন্যে আমার মা আমাকে এগুলো আনতে পাঠান। আমি যখন ফাদারের অফিসে যাই তখন ফাদার বক্সনগর যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি আমাকে খাম ও টিকেট দিয়ে বলেন তিনি টাকা পরে নিবেন। মোহন মাঝি তখন বারান্দায় বসা। ফাদার ইভান্স শিশুদের খুবই আদর-স্নেহ করতেন। তিনি আমাকে কিছু বিদেশী চকলেট দিয়ে বিদায় জানান। এরপর আমি মায়ের সাথে বালিডিওর গ্রামে যাই। পরেরদিন বিকেলে হঠাৎ গির্জার আপদকালিন ঘন্টা শুনতে পাই। মায়ের সাথে আমি তাড়াতাড়ি মিশনবাড়িতে আসি। এসে দেখি মোহন মাঝি অঝোর ধারায় কান্নাকাটি করছে এবং ফাদার হিকেন্স গির্জার বেদিতে মাথা খুঁটে বারবার বলছেন 'ও ইভান্স, ও ইভান্স'।

ফাদার ইভান্সের মৃতদেহের সন্ধানের বিষয়ে বক্সনগর নিবাসী সত্য মার্টিন গমেজ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ১৪ নভেম্বর রবিবার ভোরে আমি, রিচার্ড মুকুল, অনু গিলবার্ট ও বিকাশ সিলভেস্টার ফাদারের মৃতদেহের সন্ধানে বের হই। ইতোমধ্যে দুইজন মুসলমান ভাই বক্সনগর গ্রামে এসে আমাদের জানান যে, ফাদারের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। তারা

বলেন, কয়েকজন মুসল্লী ভোরে নামাজের জন্য নদীতে ওজু করতে গেলে তারা নদীতে ফাদারের মৃতদেহ দেখতে পান। মৃতদেহটির মাথা পানির ওপর ভাসা অবস্থায় ছিল। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা তাঁর দেহ পানি থেকে তুলে কোমরগঞ্জ মসজিদের মাঠে নিয়ে আসেন এবং কাফনের সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে তুম্বার মধ্যে শুয়ে রাখেন। এরপর অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় আমরা ফাদারের মৃতদেহ নিয়ে নদী পথে না যেয়ে বিকল্প পথে চক দিয়ে নৌকায় রওনা করি। চকে পানি কম থাকায় আমরা গোবিন্দপুরের কাছে নৌকা ভিড়াই। এরপর মেঠো পথে কাঁধে বহন করে ফাদারকে আমরা গোল্লা গির্জায় নিয়ে যাই। তখন আনুমানিক দুপুর, বারোটা।

ফাদার ইভান্সের সাথে আমার শেষ দেখা:

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। বাংলার মানুষের মুক্তির আন্দোলন ধীরে ধীরে বেগবান হচ্ছে। ৭ মার্চ বিকেল ৩টায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণে আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ নেয়। রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি আরো বলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি তখন আরো রক্ত দেব, দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।' তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান, 'প্রত্যেকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' ঐক্যবদ্ধ জনতা নেতার এ উদাত্ত আহ্বানকে স্বাগত জানায় এবং দেশের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রতিশ্রুতি দেয়। আমিও এই জনসভায় উপস্থিত ছিলাম। আমার গায়ে ছিল একটি কালো মুজিব কোট। তখন আমি রমনা সাধু যোসেফের সেমিনারীতে থাকি আর নটরডেম কলেজে পড়াশুনা করি। বিএ প্রথম বর্ষে। ঢাকা শহরের অবস্থা ধীরে ধীরে আন্দোলনমুখর হতে থাকলে নিরাপত্তার কারণে আমাদের- ছাত্রদের নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মার্চ মাসের মাঝামাঝি আমি আমার গ্রামের বাড়িতে চলে আসি। আমাদের দেওতলা গ্রাম থেকে গোল্লা মিশন ১৫ মিনিটের পায়েহাঁটা পথ। আমি গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে আমার পালক পুরোহিত ফাদার ইভান্সের সাথে দেখা করি। তিনি আমাকে তাঁর সদাহাস্যমুখে গ্রহণ করে সাবধানে চলাফেরা করার পরামর্শ দেন। আমি সাধ্যমত সকালে খ্রিস্টযাগে যোগদান করি। এভাবে প্রায় দুই মাস কাটে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন তিনি আমাকে মিশনে ডেকে পাঠান। আমি সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে একটি চিঠি দেখিয়ে বলেন, ঢাকার আর্চবিশপ হাউস থেকে আমাকে বরিশাল পবিত্র ক্রুশ নব্যালয়ের যাওয়ার জন্যে নির্দেশনা পাঠিয়েছে। আমি তাকে বলি, সারাদেশে এখন স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র হচ্ছে। দেশ স্বাধীনের জন্যে যুবকরা মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছে, আমিও মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে শান্তকণ্ঠে বলেন, দেখ- দেশ স্বাধীন করার জন্যে সবার কাজ একরকম নয়। কেউ কেউ সম্মুখ রণাঙ্গণে যুদ্ধ করেন। কেউ কেউ পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করবেন। ঈশ্বর তোমাকে একজন পরোক্ষ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মনোনিত করেছেন। এটাই তোমার আহ্বান। আমি মনে করি ঈশ্বরের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তোমাকে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বরিশাল যাওয়া কর্তব্য। আমি নীরবে তাঁর নির্দেশনা মেনে নেই। তিনি আমাকে একটি পবিত্র রোজারীমালা হাতে দিয়ে মাথায় হাত রেখে আর্শীবাদ করেন এবং সহাস্যে বিদায় দেন। পরদিন সকালে আমি বরিশাল যাওয়ার জন্যে লঞ্চযোগে ঢাকার উদ্দেশে রওনা করি। মহান গুরু ফাদার ইভান্সের সেই বিদায় আশীর্বাদ আজো আমি আমার মস্তকে ধারণ করে তাঁকে বিনম্রচিত্তে স্মরণ করি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ:
মিসেস চন্দ্রাবলী রায় তিথি,
বায়োটেকনোলজিস্ট
Holy Cross Fathers' Achieve,
US Province, Indiana।

বিজ্ঞ/৩১১/২১

বাংলার জনপদ থেকে

ফাদার সুনীল রোজারিও

মিডিয়াকে বলা হয় সমাজের দর্পন, সমাজের বিবেক, জনগণের শিক্ষক। মিডিয়ার বদৌলতে গ্রহটি বিশ্ব আজ বিশ্বপল্লী। মানুষ বুঝেও, না বুঝেও, মিডিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। আজকে মিডিয়ার ভূমিকা খাটো করে দেখার জো নাই- জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জনমত গঠন, গণসচেনতা তৈরি, দেশের উন্নয়ন ও সরকারের নীতি সম্পর্কে অবগত হওয়া, দেশ বিদেশের খবর জানা, খেলাধুলা, সুস্থ বিনোদন, ইত্যাদি সবই গণমাধ্যম। মিডিয়ার একটি বড় ভূমিকা- সমাজের অন্যায্যতা, অপশাসন ও দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরতে সরকারকে সহায়তা করা। সেই জন্য মিডিয়াকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ পিলার।

দেশের গণমাধ্যম নিয়ে আজকাল বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। প্রশ্নটা হলো- দেশে এতো প্রিন্ট সংস্কারণ পত্রিকা, এতো অনলাইন ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও এতো আইপি (ইন্টারনেট প্রটোকল) টেলিভিশন কেনো? এছাড়া প্রাইভেট টেলিভিশন; কমিউনিটি রেডিও; এফ.এম. রেডিও এবং অনলাইন রেডিও তো আছেই। নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত গণমাধ্যমের সংখ্যা কতো তার সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা যায়, সংখ্যা গণমাধ্যম ভোক্তাদের চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি। সূত্রে বলা হয়েছে, দেশে তিন হাজারের অধিক পত্রিকার মধ্যে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ১,২৭৭ টি। আবার সব মিলিয়ে অনলাইন গণমাধ্যমের সংখ্যা নাকি ১০ হাজারের বেশি। এই সংখ্যার মধ্যে কিছু প্রকাশিত হয় বিভিন্ন দেশ থেকে যেগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এগুলোর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রিপোর্টে যে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে, তার অনেক অভিযোগ আছে।

গত ১৫ সেপ্টেম্বরের বিভিন্ন পত্রিকায় অনিবন্ধিত ও অনুমোদনহীন সব অনলাইন নিউজ পোর্টাল বন্ধে আদালতের নির্দেশনার খবর প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ১৮ সেপ্টেম্বরের কিছু দৈনিকের খবর ছিলো- তথ্য মন্ত্রণালয় ৯২টি দৈনিক পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ এবং ৮৫টি অনলাইন পত্রিকার নিবন্ধন দিয়েছে। এছাড়া নিবন্ধনের জন্য এক হাজার ৭৩২টি অনলাইন পত্রিকার আবেদন, তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গণমাধ্যম নিয়ে আদালতের নির্দেশনার পর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ সাক্ষাৎকারে অনলাইন মিডিয়া নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। মিডিয়া নিয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী অবৈধ অনলাইন মিডিয়া বন্ধ ও নিবন্ধনের কথা বলেছেন। কতোগুলো অনলাইন পোর্টালের আবেদন রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, "চার হাজারের মতো আবেদন জমা আছে।" ইউটিউব চ্যানেলে মানুষের চরিত্র হনন ক'রে কনটেন্ট তৈরি হচ্ছে, এই প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, "অনলাইন যেভাবে রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছি তেমনিভাবে ইউটিউব বা আইপি টিভিও রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করব। ব্যাঙের ছাতার মতো আইপি টিভি করার হিড়িক পড়ছে, এটি কোনোভাবেই সমীচীন নয়।" সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে মন্ত্রী বলেন, "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের মত প্রকাশের অবারিত সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে; একই সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে সমাজে নানা ধরনের অস্থিরতা তৈরি, সরকার ও ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর সুযোগ হিসেবেও এটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।" এগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলা আনার বিষয়টি মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। ওটি (OTT- **Over-The-Top**) প্ল্যাটফর্ম নিয়েও ড. হাছান মাহমুদ শৃঙ্খলা আনার আশ্বাস দিয়েছেন। (ওটিটি হলো, সেগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে পারে)।

মিডিয়াতে কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনগণকে অবহিত করা। একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী মনে করে, যেহেতু বার্তাটি প্রচার করা হয়েছে তাই সত্য। কিন্তু আসলেই কী তাই? আজকে প্রযুক্তি এতো নিখুঁত যে নয়-ছয় করা সমস্যা নয়। আর একটি বিষয় হলো- মিডিয়ার কোনো শাখারই উচিত নয় পাবলিক হয়রানি করা। কিন্তু বাস্তবে উল্টো। ইন্টারনেটে বা ফেইসবুকে কোনো বিষয় জানতে চাইলে বরাবরই বিজ্ঞাপনের ঝামেলায় পড়তে হয়। একটার পর একটা বিজ্ঞাপন পর্দায় এসে বিরক্তিকর অবস্থা তৈরি করে। প্রতিবাদ করার লোক থাকলেও নেই কেনো আইনি ব্যবস্থা নেই? সরকার ইতিমধ্যে অবৈধ ও অনিবন্ধিত মিডিয়া বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছেন।

অনিবন্ধিত পত্রিকা এবং ইন্টারনেটভিত্তিক মিডিয়া ও নিউজ পোর্টালগুলো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আদালত থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অবৈধ আইপি (ইন্টারনেট প্রটোকল) টেলিভিশন নিয়েও আদালত থেকে হুকুম দেওয়া হয়েছে। গণমাধ্যমের অপতৎপড়তা ও অপসংস্কৃতি বন্ধের জন্য সরকারের উদ্যোগ একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপকে সরকারের মিডিয়া দমন নীতি বলা যাবে না। গণমাধ্যম ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নয়, সেচ্ছাচারের জন্য নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশের জন্য নয়, এমকি স্টেটাস বৃদ্ধি করাও নয়। অপপ্রচার রোধের জন্য সরকার মাঝেমধ্যে বাধ্য হয়ে সোস্যাল মিডিয়া বন্ধ করে দেন।

দেশের মূলধারার পত্রিকা নিয়ে আজকে অনেকের অভিযোগ- পত্রিকার পাতায় বিদেশী সিনেমা ও তারকাদের এতো অনৈতিক খবর কেনো? প্রশ্ন হলো- তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনৈতিক খবর, পারিবারিক জীবন নিয়ে নটখটির মধ্যে শিক্ষণীয় কী আছে? এদেশের পত্রিকায় কেনো এগুলো ফলাও করে ছাপাতে হবে? পত্রিকা কী শুধু বড়রাই পড়েন নাকী ছোটোরাও? কিশোর ও যুবসমাজ পত্রিকার বিনোদন পাতা থেকে কী শিক্ষা লাভ করছে? বা তাদের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় তৈরি করছে কী না? বিদেশি সিরিয়াল নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। নৈতিক অবক্ষয় রক্ষার জন্য নারী নির্ভর সিরিয়াল বন্ধের পক্ষে সচেতন নাগরিক সমাজ প্রশ্ন উত্থাপন করলেও বন্ধের উদ্যোগ নেই। বিশ্বের বৃহৎ ধর্ম ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের শিক্ষানুসারে এগুলো জায়েজ নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও সিরিয়ালের অপসংস্কৃতি নিয়ে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গত ২৩ সেপ্টেম্বর খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি খবর ছিলো- ভারতীয় মেগাসিরিয়াল "সিআইডি" দেখে সিলেটের একটি এটিএম বুথে ডাকাতি করার কৌশল শেখে। চক্রটি ব্যাংকের সিসি ক্যামেরায় কালো স্প্রে মেরে অদৃশ্য করে বুথ থেকে ২৪ লাখ টাকা লুটের পর ১৪ লাখ টাকা জুয়া খেলে উড়িয়ে দেয়। ভেবে দেখুন- বিষয়টি কতোটুকু উদ্বেগের। মিডিয়া যদি মানুষকে শিক্ষিত না করে অবৈধ পথে ঠেলে দেয়, সেই মিডিয়ার প্রয়োজন কতোটুকু? ইন্টারনেট ও ডিজিটাল মিডিয়ার কারণে, মিথ্যার আশ্রয়, প্রতারণা বেড়ে গেছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় নেতা, সেক্যুলার প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক নেতা ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বিষয়গুলোর দিকে নজর দেওয়ার অনুরোধ রইলো। পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা॥

English Medium Coaching
(Cambridge, Edexcel)
Only at tk 1000 per month
Class 4 to 6,
Rawton De Costa
Monipuripara
01931232843, 01777338869
বিজ্ঞ/৩১৩/২১

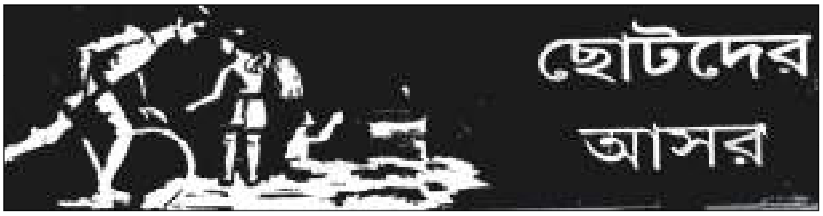

বেখেয়ালী রাগিনী মা

মাস্টার সুবল

এক মায়ের ছিলো দুটি ছেলে শিশু। বড়টি ছিল বয়সে দশ বছর আর ছোটটি ছিল ছয় বছরের। বলতে হয় শিশু দুটি ছিল ভীষণ দুষ্টু প্রকৃতির যা সাধারণত অন্য শিশুদের মধ্যে দেখা যায় না। মা ছিল ভীষণ বেখেয়ালী এবং রাগিনী। শিশু দুটির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে মাঝে মাঝে দিতো ভীষণ মাইর।

একদিন শিশু দুটি ভীষণ দুষ্টুমিতে জড়িয়ে পড়ে। এক সময় বড় শিশুটি ছোট শিশুটিকে জোড়ে ধাক্কা মারলে সে পড়ে গেলে একটি হাত মচকে যায়। এতে মা সহ্য করতে না পেরে বড় শিশুটিকে গালে জোরে চড় মারলে মুখের একটি দাঁত খসে পড়ে। এই আর কি।

বলতে চাই, সব শিশুরা একরকম হয় না। তবে শিশুদের মধ্যে চঞ্চলতা থাকতে হয়। সঠিক চঞ্চলতায় শিশুরা বিকশিত হয় সঠিক উন্নতির পথে। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ধৈর্যশীলা ও সহ্যশীলা হতে হবে মায়েদেরকে। শিশুদের অবশ্যই শাসন করতে হবে। তবে দেখতে হবে শাসন করতে গিয়ে শিশুদের মগজ ও শারীরিক কোন ক্ষতি না হয়। মায়েদের প্রতি রাখলাম এই অনুরোধ নত মস্তকে॥ ।

জীবন-মৃত্যু

ফাদার যোহন মিন্টু রায়

জন্মের পরে মৃত্যুর রেখা
জীবনের ত'রে হয়ে যায় লেখা
কিন্তু কবে কার মৃত্যু হবে
কালকে তুমি কোথায় র'বে
কেউ বোঝে না, কেউ জানেনা
মৃত্যু কোন বাঁধ মানে না,
মৃত্যুকে ভুলে থেকে তাই
সংসার কাজে পৃথিবীর মাঝে
মগ্ন হয়ে যাই, ডুবে যাই।

জমি-জমা, টাকা-কড়ি
দামী দামী গহনা শাড়ী
প্রাসাদ-সম দালান বাড়ি
একদিন সবকিছুর মায়া ছেড়ে
যেতে হবে অনেক দূরে
পরপারে।

মিছে আশায় টাকার নেশায়
শত বছর বাঁচার আশায়
ওরে, থাকিস না আর ভুলে
একদিন তো যেতেই হবে
মা-মাটিরই কোলে।

ওরে মন, সাধন-
ভজন করো না এবার
প্রভুর চরণ ধর না এবার
প্রভুর নামে মানব সেবায়
হও স্বর্গ পথের যাত্রী সবাই
জীবন-মৃত্যুর যাত্রা পথে।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

পোপ ফ্রান্সিসের সাথে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

২৯ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকালে অ্যাপস্টলিক প্যালেসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যোসেফ বাইডেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রেসিডেন্ট জো পওে ভাতিকানসিটি রাষ্ট্রের সেক্রেটারী কার্ডিনাল পিয়েত্র'র সাথেও সাক্ষাৎ করেন। এক কর্মকর্তা জানান, তাদের সাক্ষাৎ খুবই আন্তরিক ছিল। ৯০ মিনিটের এই সাক্ষাতে প্রেসিডেন্ট জো - বিশ্বে দারিদ্র, ক্ষুধা, সংঘাত ও নিপীড়নে ভুগছেন এমন মানুষদের সমর্থনের জন্য পোপকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জলবায়ু সংকটের লড়াইয়ে পোপ ফ্রান্সিসের নেতৃত্বেও প্রশংসা করেন। পাশাপাশি সবার জন্য টিকা নিশ্চিতকরণ এবং ন্যায় সঙ্গত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সবার জন্য মহামারি ইতি টানার বিষয়ে পোপের সমর্থনের প্রশংসা করেন।

উল্লেখ্য মন্সিনিয়র লিওনার্দো সাপিয়েঞ্জা প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনকে অ্যাপস্টলিক প্যালেসে স্বাগত জানান। দুপুরে বাইডেন দম্পতি পোপ মহোদয়ের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করেন। এরপর একটি প্রতিনিধি বৈঠকে অংশ নেন যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনী ব্রিঙ্কেন, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেইক সালিভান ও হোয়াইট হাউজের ডেপুটি চিফ স্টাফ জেন ও'ম্যালি ডিলন উপস্থিত ছিলেন। ঐতিহ্যগতভাবে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি কালো পোষাক পরিহিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও পোপ ফ্রান্সিস ইতোমধ্যে তিনবার সাক্ষাৎ করেছেন, নির্বাচিত হবার পর এটিই তার প্রথম সাক্ষাৎ।

জি-২০ সামিট ও জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক কপ২৬ এ অংশগ্রহণের প্রাক্কালে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে-ইন শুক্রবার ২৯ অক্টোবর ভাতিকানে পোপ ফ্রান্সিসের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। পরে তিনি ভাতিকানসিটি রাষ্ট্রের সেক্রেটারী কার্ডিনাল পিয়েত্র পারোলিন ও আর্চবিশপ পল রিচার্ড গালাঘের এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ভাতিকানের প্রেস অফিস জানায়, আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনায় রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কাথলিক মণ্ডলী যে ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছে সেই দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্কের প্রশংসা করা হয় এবং একই সাথে কোরিয়াতে সংলাপ ও পুনর্মিলন স্থাপনের জন্য বিশেষ সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হয়। পরে পোপ মহোদয় ও প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে-ইন পারস্পরিক উপহার বিনিময় করেন।

৩০ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ভাতিকানসিটিতে পৌছে পোপ ফ্রান্সিসের সাথে সাক্ষাৎ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সৌহার্দ্যপূর্ণ এই সাক্ষাতে তারা করোনা, সাধারণ বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং শান্তি-স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি ও কাথলিক মণ্ডলী প্রধান পোপ ফ্রান্সিসের মধ্যে প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ এটি। দুইজনের এই বৈঠক মাত্র ২০ মিনিটের জন্য নির্ধারিত থাকলেও বৈঠক চলে ঘন্টাখানেক। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি পোপ মহোদয়কে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানান। ভাতিকানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। পোপ মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ট্যুইট করে বলেন: পোপ ফ্রান্সিসের সাথে উষ্ণ সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি তার সাথে অনেক বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি এবং তাকে ভারতে আসার আমন্ত্রণও দিয়েছি॥

- তথ্যসূত্র : news.va

"পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা অধ্যায়নরত"

তুমি নিমন্ত্রিত। তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক বা ব্রাদার হতে চাও?
তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?

যদি তুমি হ্যাঁ বল..... তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।
- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।
- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।
- ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্য, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য।

বাংলাদেশ অবলেট সম্প্রদায়ের ফাদারগণ প্রতি বছরের মতো এই বছরও পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা পড়াশুনা করছে, তাদের জন্য **"এসো, দেখে যাও"**এর প্রোগ্রাম আয়োজন করতে যাচ্ছে, যে সকল যুবক ভাইয়েরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে চায়, দয়া করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রার্থীকে আসার সময় স্থানীয় পাল-পুরোহিতের চিঠি নিয়ে আসতে হবে।

সময় : ২৯ নভেম্বর হতে ৩ ডিসেম্বর ২০২১
আগমন : ২৯ নভেম্বর সোমবার, বিকাল ৫ টার মধ্যে
স্থান : অবলেট জুনিওরেট, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

আহ্বান পরিচালক ফাদার পিন্টু কস্তা, ওএমআই মো: ০১৮৪৮-১৫৬৬৭০ ০১৭৪২২৪৯২৪২	ফাদার জনি ফিনি, ওএমআই পরিচালক (অবলেট সেমিনারী) মো: ০১৭৪১-৮১৬৪৩২	ফাদার রূপক রোজারিও, ওএমআই ০১৭৭২-৫৬৩৮৩০ ফাদার সুবাস কস্তা, ওএমআই মো: ০১৭১৫০৩৮৮০৬	ফাদার সুবাস গমেজ, ওএমআই সুপিরিওর, ডি' মাজেনড স্কলাসটিকেট মো:০১৭১৬৫৮৬৪১৪ ফাদার সাগর রোজারিও ওএমআই মো:০১৭৮৮৮৮৮৯০৯

বিজ্ঞ/৩০৯/২১

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ও সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশীয় যাজকবৃন্দের বাৎসরিক নির্জন ধ্যান-২০২১

ফাদার কল্লোল রোজারিও ▯ গত ২৫-২৯ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ও সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশীয় যাজকবৃন্দের বাৎসরিক নির্জন ধ্যান অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার আর্চবিশপ হাউজে। নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফাদার প্যাট্রিক গমেজ আর মূলভাব ছিল "সিনড্যাল চার্চ: মিলন, অংশগ্রহণ এবং প্রেরণ-দায়িত্ব। ফাদার এই মূলভাবের উপর প্রাণবন্ত, অর্থপূর্ণ ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করেন বাস্তব উদাহরণ এবং অভিজ্ঞতার আলোকে। ফাদারের সহভাগিতা নির্জন ধ্যানে অংশগ্রহণকারী ফাদারদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে পালকীয় সেবা এবং বিশ্বাসের গভীরতা আনয়ন করতে। এই নির্জন ধ্যানে আরো ছিল পবিত্রঘন্টা, প্রাহরিক প্রার্থনা, জপমালা প্রার্থনা, পাপস্বীকার এবং খ্রিস্টযাগ। প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে বাণী পাঠ এবং মূলসুরের আলোকে নির্জন ধ্যান পরিচালক সুন্দর, বাস্তবধর্মী উপদেশ প্রদান করেন। নির্জন ধ্যানে অংশগ্রহণ করেন আর্চবিশপ, বিশপ, ৫৪জন ফাদার এবং ২জন ডিকন। ২৯তারিখ সান্ধ্য খ্রিস্টযাগে বাণীবাহক চিহ্ন হিসেবে প্রত্যেকটি অঞ্চলের প্রতিনিধির হাতে মঙ্গলবার্তা তুলে দেওয়া হয়। ডি, ডি, পি, এফ এর সেক্রেটারি ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস কস্তার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্জন ধ্যান সমাপ্ত হয়॥

পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে আজীবন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ ও রজত জয়ন্তী পালন

সিস্টার গিদ্দিং সিমসাং সিএসসি ও সিস্টার ঊর্মিতা সিসিলিয়া রোজারিও সিএসসি ▯ গত ১৫ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, এ দিনে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফৈলজনা গ্রামের সন্তান সিস্টার রাণী গমেজ সিএসসি, মণ্ডলী ও পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে আজীবনের জন্য সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন এবং সিস্টার মিতালি মৃ সিএসসি, সিস্টার মালা মেরী কুবি সিএসসি, সিস্টার শিশিলিয়া করুণা কোড়াইয়া সিএসসি, সিস্টার জয়া রোজারিও সিএসসি, সিস্টার জয়েস রোজারিও সিএসসি ও সিস্টার যমুনা ম্যাগডেলিন গমেজ সিএসসি ব্রতীয় জীবনের রজত জয়ন্তী পালন করেন। সিস্টার মিতালি মৃ ইন্ডিয়ায় মিশনারী হিসেবে কর্মরত থাকায় স্বশরীরে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। পবিত্র খ্রিস্টযাগে তিনি সাধু যোসেফের এই বিশেষ বর্ষে সাধু যোসেফকে ব্রতীয় জীবনের মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেন। সাধু যোসেফের "নীরবতা" গুণটি, কীভাবে ব্রতীয় জীবনের জন্য অনুপ্রেরণা স্বরূপ হতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পনেন কুবি সিএসসি- এর উপস্থিতি সবাইকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন ফাদার, সিস্টার, আজীবন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণকারী ও রজত জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ। খ্রিস্টযাগ শেষে সিস্টার ভায়োলেট রড্রিকস্ সিএসসি, এশিয়ার এলাকা সমন্বয়কারী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর কীর্তনের মাধ্যমে নেচে গেয়ে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী ও রজত জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের বরণ করে নেয়া হয় হলি ক্রস প্রাঙ্গণে। এখানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী ও রজত জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের সংবর্ধনা জানানো হয়॥

বাণীপাঠক সেবা-দায়িত্ব গ্রহণ

স্যান্ডি এডুয়ার্ড ডায়েস ▯ ২৩ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর ১১ জন ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ান ও একজন অবলেট সেমিনারীয়ান বাণীপাঠক সেবা দায়িত্ব লাভ করে। বাণীপাঠক পদ মণ্ডলীর একটি মাইনর অর্ডার। যারা যাজকীয় গঠন জীবনে রয়েছে তাদের জন্য মণ্ডলী কর্তৃক প্রথম স্বীকৃতি। মাধ্যমে একজন সেমিনারীয়ান বাণীপাঠ ও প্রার্থনা পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। সকালে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে ১২জন ভাইকে বাণীপাঠকের সেবাদায়িত্ব প্রদান করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও। এছাড়াও খ্রিস্টযাগে পরিচালক ফাদার পল গমেজ সহ আরো ৫ জন যাজক উপস্থিত

ছিলেন। বিশপ আশীর্বাদ প্রার্থনা ও পবিত্র বাইবেল সেমিনারীয়ানদের হাতে তুলে দেয়ার মধ্যদিয়ে তাদেরকে এই দায়িত্ব প্রদান করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে বাণী পাঠক সেবা দায়িত্ব লাভকারি ভাইদেরকে ফুলের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানানো হয়॥

ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে ওয়াইসিএস সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি ▯ বিগত ১৫ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে প্রথমবারের মতো ওয়াইসিএস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৪৩ জন ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করে। এদিন প্রথমে প্রার্থনার মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। অতপর 'মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা' বিষয়ে বিশেষ সেশন পরিচালনা করেন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সিস্টার লিপি গ্লোরিয়া ওএলএস। সেশন শেষে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দলীয় আলোচনা করে। তারপর তাদের রিপোর্ট উপস্থাপন করে। এরপর সকলকে টিফিন দেয়া হয়। টিফিনের পর অনুপ্রেরণামূলক কয়েকটি ভিডিও ক্লিপস্ দেখানো হয়। ভিডিও পর্ব শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। শেষে টিম লিডার রুবেল কোড়াইয়া এবং ধর্মপল্লীর সহকারী পালক পুরোহিত ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি'র সমাপনী বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অর্ধ দিনব্যাপী এই বিশেষ সম্মেলন সমাপ্ত হয়॥

খুলনা সেন্ট যোসেফস্ ক্যাথিড্রাল চার্চে উপাসনা সেমিনার

ফাদার নরেন জে বৈদ্য ▯ খুলনা ধর্মপ্রদেশের উপাসনা কমিশনের আয়োজনে গত ২৯ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, সেন্ট যোসেফস্ ক্যাথিড্রাল চার্চে 'আমি বিশ্বাস করি (শ্রদ্ধামন্ত্র)' মূলসুরের উপর উপাসনা সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন পাড়া থেকে যুবক-যুবতী, পিতা মাতা, গ্রাম্য কমিটির প্রতিনিধিসহ ৯০ জন অংশগ্রহণ করেন। শুরুতে স্বাগত জ্ঞাপন করেন ফাদার নরেন জে বৈদ্য। প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ করা হয়। 'আমি বিশ্বাস করি (শ্রদ্ধামন্ত্র)' বিষয়ে উপস্থাপনা করেন ফাদার সেরাফিন সরকার। দ্বিতীয় অধিবেশনে সেমিনারীর পরিচালক ফাদার নরেন জে বৈদ্য 'খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার ও খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল, প্রশ্নোত্তর পর্ব, মুক্তালোচনা ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন। পরিশেষে দুপুরের আহারের মাধ্যমে সেমিনারের পরিসমাপ্তি ঘটে॥

গৌরনদী ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টমণ্ডলী ও ভক্তজনগণ বিষয়ক সেমিনার

ডিকন সৈকত লরেন্স বিশ্বাস ▯ গত ১৪ ও ১৫ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের লেইটি কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ-এর আয়োজনে গৌরনদী ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টমণ্ডলী ও ভক্তজনগণ বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মোমবাতি প্রজ্বলন ও ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বরিশাল ধর্মপ্রদেশের প্রৈরিতিক প্রশাসকের প্রতিনিধি ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ সেমিনারের উদ্বোধন ঘোষণা করেন

এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার রিংকু জেরুম গোমেজ। উক্ত সেমিনারে বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের তিনটি ধর্মপল্লী (গৌরনদী, ঘোড়ারপাড় এবং বরিশাল ক্যাথিড্রাল) থেকে মোট ৪৫ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। এই সেমিনারে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার আলোকে খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন যোয়াকিম মান্না বালা, মণ্ডলী কি ও মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করেন ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা এবং ভক্তজনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায়ের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন জেমস প্রেমানন্দ বিশ্বাস॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে কবর স্থানান্তর ও আশীর্বাদ অনুষ্ঠান

ওয়েলকাম লম্বা ▯ ১৩ অক্টোবর বুধবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সাধু প্যাট্রিকের গির্জা, জাফলং গোয়াইনঘাট, সিলেট এর কবর আশীর্বাদ ও কবর স্থানান্তর করা হয়। সকাল ১০:৪৫ মিনিটে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে ৮০জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। খাসিয়াদের পূর্বপুরুষ যারা কাথলিক হবার পূর্বে মারা গেছেন তাদের অনেকের কবর নিজেদের জুমের মধ্যে কবরস্থ করা হয়। নভেম্বর মাস সকল পরলোকগত ভক্তদের মাস। এই মাসে প্রত্যেকটি কবর আশীর্বাদ করতে যাওয়া জনগণ ও যাজকের পক্ষে অনেকটা কষ্টকর। অনেক উঁচু-নিচু পথ পার হয়ে যেতে হয়। তাই ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ ও সকল খ্রিস্টভক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের আত্মীয় স্বজন যারা কাথলিক যাদের কবর ধর্মপল্লীর কবরস্থান ছাড়া অন্য জায়গায় হয়েছে তাদের সবার কবর কবরস্থানে নিয়ে আসা হবে। এই লক্ষ্যে ১৬টি কবর ধর্মপল্লীর কবরস্থানে নিয়ে আসা হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারী ওয়েলকাম লম্বা এই দিনের তাৎপর্য, কেন তাদেরকে কবরস্থানে নিয়ে আসা হল সে সম্পর্কে সুন্দর ভূমিকা প্রদান করেন। ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা সকল মৃত ভক্তদের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি তার উপদেশে বলেন, আমরা যারা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি, একদিন সবাই মৃত্যুবরণ করব। কিন্তু আমরা কেউ জানি না আমরা কোথায়, কখন ও কিভাবে মৃত্যুবরণ করব। তাই আমাদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। খ্রিস্টযাগের পর সব কবরগুলো আশীর্বাদ করা হয়। সবাই বিশ্বাসপূর্ণ অন্তরে ১৬জনের প্রতীকী যা তারা জুম থেকে নিয়ে এসেছে তা কবরের মধ্যে শায়িত করেন। পাল পুরোহিত সবকিছুর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সুন্দর পবিত্র ও প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশে এই কবর আশীর্বাদের অনুষ্ঠান দুপুর ১২:৩০ মিনিটে সমাপ্ত হয়॥

MOHAMMADPUR CHRISTIAN BAHUMUKHI
SAMABAYA SAMITY LTD. DHAKA

92, Asad Avenue
Mohammadpur
Dhaka-1207

Head Office: 01749-504449
Collection Booth: 01942-045515
mcbssltdmirpur@gmail.com

০১.১১.২০২১ খ্রিঃ

মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা এর ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সম্মানিত সদস্যদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৯ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০:৩০ মিনিটে ফাদার পিনোস ভবন প্রাঙ্গণে (সেন্ট তেরেজা স্কুল), ৬/২/১ বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকায় অত্র সমিতির ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজ নিজ পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) অথবা পাশ বই এবং বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্যে সকল সদস্যদের বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হবে। সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে ১০:৩০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হয়ে যারা হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন শুধুমাত্র তারাই কোরামপূর্তি লটারী ও খাদ্য কুপন পাবেন। সকাল ১০:৩০ মিনিটের হতে দুপুর ১২:০০ মিনিট পর্যন্ত শুধু খাদ্য কুপন বিতরণ করা হবে। সুতরাং যথাসময়ে কোরামপূর্তি লটারী সংগ্রহ করার জন্য সকল সম্মানিত সদস্যদেরকে সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি। সমিতির অফিস হতে সভার কর্মসূচি এবং প্রতিবেদন সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

স্বপন এক্কা
সম্পাদক
মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

অনুলিপিঃ
১। সভাপতি/সহ-সভাপতি/কোষাধ্যক্ষ
২। জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা জেলা, ঢাকা
৩। মেট্রোপলিটান থানা সমবায় অফিসার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

বিজ্ঞ/৩১৫/২১

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত : ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2021-2022/388 Date: 01November, 2021

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an energetic and self-motivated professional for its ICT Department.

Position: Manager, ICT Department

Job Responsibilities:
- Ensure a modern, effective and safe working ICT driven environment for the team.
- Lead the ICT team, provide necessary guidance and effective leadership to achieve the goals of ICT department.
- Ensure and supervise day-to-day operational activities of both ICT development team and ICT operation team.
- Troubleshoot specific hardware and software issues to ensure maximum approved user accessibility and operations of the systems and coordinate with other departments in order to understand and meet their technological requirements.
- Supervise & confirm expected performance of Applications, Data Management, Communications, Equipment & Support.
- Ensure successful deployment of all technology initiatives within the budget on time.
- Ensure that team members remain current with new ICT developments and best practices; provide/arrange in-house training as required.

Educational Requirements:
- Candidates having degree in B.Sc./M.Sc in Computer Science & Engineering/MIS/EEE/C&E will get preferences.
- Candidates having professional certifications in the related field will get preferences.

Employment Status: Full-time
Job Location: Dhaka and site visit (as and when required)

Experience Requirements:
- Minimum 5 years' leadership experiences in the ICT department in reputed organizations.
- Should have expertise and knowledge in software development.
- Should have experience in operatingat least 100 users based multifunctional system.

Additional Requirements:
- Age maximum 45 years; only males are allowed to apply.
- Adequate knowledge in software development and proficiency in configuring, deploying and troubleshooting.
- Vendor certification on different technologies will be preferred.
- Creative, analytical and proactive problem solver.
- Ability to work independently within a team-orientated environment meeting all deadlines.
- Effective English language communicator (both conversational, technical & written)

Salary: Negotiable
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures	Address
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by **15 November, 2021.**	**The Chief Executive Officer** **The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka** Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/

The position applied for should be written on top right corner.

Ignatious Hemanta Corraya
Secretary
The CCCUL, Dhaka

পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা

পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রথম সাধু

গত ১০ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্র ক্রুশ সংঘের ৬জন ব্রাদার প্রার্থী প্রথমবারের মত সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছে। বিগত একটি বছর ধ্যান সাধনায় নিজেদের অন্তরাত্মায় বলিষ্ঠ করে ঐশরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় খ্রিস্টের সৈনিক হওয়ার মানসে পবিত্র ক্রুশ সংঘে একজন ব্রাদার হয়ে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে আত্মনিবেদন করল। নব্য ব্রতগ্রহণকারী ব্রাদারগণ - রোমিও রোজারিও, দড়িপাড়া; রিমেন্স কস্তা, তুমিলিয়া; আনন্দ দফো, জলছত্র; ইম্মানুয়েল গমেজ, মরিয়ম আশ্রম দিয়াং; পিতর টুডু, মারীয়ামপুর; সুবল ত্রিপুরা, ফাতেমারাণী ধর্মপল্লীর অর্ন্তগত। পবিত্র ক্রুশ নব্যালয়, সাগরদী, বরিশালে এক অনাড়ম্বর ও ভক্তিপূর্ণ খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে এ আত্মনিবেদন সম্পন্ন হয়। এতে প্রধান পৌরহিত্য করেন যীশু হৃদয় সংঘ প্রদেশের প্রদেশপাল শ্রদ্ধেয় ফাদার জর্জ কমল রোজারিও, সিএসসি। ব্রত গ্রহণানুষ্ঠানের পূর্ব সন্ধ্যায় শ্রদ্ধেয় নব্যাধ্যক্ষ ফাদার অসীম গনসালভেস, সিএসসি, নবিসদের মঙ্গলার্থে খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করেন। স্থানীয় যাজক, ব্রাদার ও সিস্টারগণ দু'দিনের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন।

❖❖❖❖❖❖❖ **একটি আহ্বান** ❖❖❖❖❖❖❖

মণ্ডলীতে সেবাকাজের জন্য অনেক ব্রতধারী ব্রাদার প্রয়োজন। তুমি কি পবিত্র ক্রুশ (Holy Cross) সংঘের একজন মিশনারী ব্রাদার হয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় ব্রতী হতে আগ্রহী?

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারগণ এসএসসি উত্তর ছাত্র বন্ধুদের জন্য আহ্বান অন্বেষণ কোর্সের আয়োজন করতে যাচ্ছে। উক্ত কোর্স শুরু হবে নভেম্বরের ২৬ তারিখ, শেষ হবে ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ। অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্র বন্ধুদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

-: যোগাযোগের ঠিকানা :-

ব্রাদার সুমন এঞ্জেলো কস্তা, সিএসসি আহ্বান পরিচালক ৯৭, আসাদ এভিনিউ মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ মোবাইল : ০১৩০৪৫৩১৬৩৪, ০১৬৮০৯৯১১২৮	ব্রাদার চয়ন ক্রিস্টফার কোড়াইয়া, সিএসসি পরিচালক পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ ১৬, মুনির হোসেন লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০ মোবাইল : ০১৯৯৩০০২৩০৪০

মমতাময়ী মায়ের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই।'

প্রয়াত যোসফিন কোড়াইয়া
জন্ম : ৮ মে, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৯ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (বৃহস্পতিবার)
রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

আমাদের স্নেহময়ী মা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গ লাভ করতে চলে গেল, তা-ও আজ চারটি বছর পূর্ণ হয়ে গেল। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে আমরা যদিও তোমাকে হারিয়েছি মা, তবুও তুমি রয়েছ আমাদের হৃদয় জুড়ে। আর সেখানেই থাকবে সব সময়; কখনও হারিয়েও যাবে না। মা, বাবার মৃত্যুর পর তোমার কষ্টগাঁথা কর্মময় জীবনের দ্বারা জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে, একজন রত্নগর্ভা মা হয়ে, আমাদের মানুষ করে মানুষের সেবায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছ। আজ তোমার চতুর্থ মৃত্যু বার্ষিকীতে আমরা পরিবারের সকলেই শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি তোমায়। তোমার রেখে যাওয়া সকল আদর্শ, আদেশ-নির্দেশ ও স্মৃতি আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বাস করি, তুমি আছো আনন্দলোকে পরম পিতার সান্নিধ্যে। প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো মা, তোমার জীবনাদর্শে আমরা যেন জীবনের বাকীটা পথ চলতে পারি এবং তোমার নাতী-নাতনীদের সুপথে পরিচালিত করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস, সুশান্ত টমাস-বিউটি, ডেনিস আলবার্ট-হীরা, ফাদার লেনার্ড কর্ণেলিয়াস, জুয়েল প্রনয়-লিজা ও ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সিস্টার হেলেন এসএসএমআই, আন্না সুমতি-ইগ্রেসিয়াস, সিস্টার স্মৃতি তেরেজা সিআইসি ও সিস্টার বাসনা রিবেরু সিএসসি

নাতি-নাতনী, পুতি এবং আত্মীয়স্বজনেরা।

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৪১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 41
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৪১
Regd. No. DA-33
❖ 7 - 13 November, 2021, ২৩ - ২৯ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

বিদায়ের দ্বিতীয় বছর

প্রয়াত আগস্টিন কস্তা
জন্ম : ২৮ এপ্রিল, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ (তিরিয়া)
মৃত্যু : ৭ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ (তিরিয়া)
নাগরী, কালীগঞ্জ

বাবা, তোমার সন্তানদের ছেড়ে কেমন আছ। তোমার কষ্ট হয় না বাবা। বেঁচে থাকতে তো প্রতিক্ষণে খোঁজ না নিয়ে থাকতে পারতে না বাবা। প্রতিদিন ফোন আসতে বাবা একটুও দেরী হতো না। কিন্তু এখন কেউ খোঁজ নেয়নি বাবা। কেন এতটা ভালবেসেছিলে আমাদের। কেন এত আদর যত্নে ভরে দিতে বাবা। এখন তো মা মা করে কেউ ডাকেনা। কিছু ভুলে যাইনি বাবা। মনের গভীরে কথাগুলো নাড়া দেয়। অনেক কষ্ট পাই বাবা। যার ব্যাখ্যা কোনভাবে দিতে পারবনা। আমি বড়, তাই সব দায়িত্ব দিয়ে এভাবে এত জলদি চলে যাবে আমরা বুঝতে পারিনি বাবা। তোমার শেষ দিনগুলি তো আমরা কাছে ছিলে তাই সবচেয়ে ব্যথা আমরা বেশী। আমার সব আছে বাবা, কোন অভাব নেই, শুধু তোমাদের ছাড়া। মা'র পিছু পিছুই যেতে হল বাবা। জান বাবা, তোমাদের ছাড়া সব শূন্য, শুধু অন্ধকার চারিদিক। বাবা নামের ছায়াটা যতদিন ছিল, তোমার অভাবে তাই উল্টোটা ভাবিনি কখনো। তোমাকে আমরা কেউ ভুলিনি বাবা। তুমি যে ছিলে অনেক বড় মনের একজন মানুষ, ভাল বন্ধু, দাদু, কাকা, জেঠা, বড় ভাই, মামা, নানা আর আমাদের প্রাণপ্রিয় বাবা। প্রতি সময়ে মিস করি বাবা। অনেক ভালবাসি তোমাকে। তোমরাও আমাদের আগের মতই ভালবেসো আর আমাদের সবার জন্য প্রার্থনা করো। যেন তোমাদের একসাথে হারানোর ব্যথা সইতে পারি। বাবা, তোমাদের মৃত্যুগুলো খুব কাছ থেকে দেখেছি তাই কষ্টটা অনেক বেশী আমি জানি বাবা তোমরা স্বর্গে পিতার পাশে পরম আনন্দেই আছো। আমরা প্রার্থনা করি তাই যেন থাক। বোন চিত্রা, মাকে নিয়ে ওপারে ভাল থেকো বাবা। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। আমেন।

তোমার অতি আদরের
চন্দ্রা, চন্দন, চঞ্চল, চামিলি ও চুমকী।

ঐশধামে যাত্রার ১২তম বার্ষিকী

প্রয়াত নিকোলাস গনছালভেস
জন্ম: ২৫ আগস্ট, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৫ নভেম্বর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

ওগো প্রিয়,

দিন, মাস, বছরের চাকা ঘুরতে ঘুরতে ফিরে এলো বেদনাবিধুর সেই স্মৃতিময় ৫ নভেম্বর। যেদিন তুমি আমার চার সন্তানকে এতিম করে একেবারে স্বার্থপরের মত একাই পিতার রাজ্যে চলে গেলে। যেখানে নেই কোন যন্ত্রণা, নেই কোন দুঃখ। আছে শুধু সুখ আর সুখ। ভেবেছিলাম তুমি স্বার্থপর, কিন্তু না তুমি ১২টি বছর আমাকে আমাদের সন্তানদের ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছ। প্রতিটি মুহূর্তে তোমার উপস্থিতি অনুভব করছি ও করব। তুমি যে স্বর্গীয় পিতার কাছ থেকে আমাকে একটা শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়েছ সেইজন্য ধন্যবাদ। এটা পাওয়ার পিছনে ছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও রোজারি প্রার্থনার প্রতি বিশ্বাস। ঈশ্বর আমাকে দু'টি যমজ নাতি দিয়েছেন। তুমি থাকলে কত মজা হতো। তোমার ফুলের বাগানটি সাজানো গোছানো ছিমছাম। নেই শুধু তুমি। তুমি যে রয়েছ আমাদের প্রত্যেকের মণি কোঠায়। শুধু তোমার মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতিটা পাইনি তোমার প্রার্থনার ফলে হয়তো তুমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার তালিকাভুক্ত হবেই হবে। কারণ তুমি যে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছ। পিতার বাড়িতে ধনুনের মা, বাবা মাল্লার মা, বাবা ভাই-বোন নিয়ে সুখেই থেকো। তোমার সন্তান ও নাতি-পুতিদের আশীর্বাদ করো।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
ছেলে-ছেলের বউ : লিটন-পারভীন গনছালভেস
বড় মেয়ে-জামাই : চিত্রা-এলিয়াস রোজারিও (ইতালী)
মেঝো মেয়ে-জামাই : লিপি-সজল পিউরীফিকেশন (ভাসানিয়া)
ছোট মেয়ে-জামাই : লাকী-বাবু রোজারিও (সুইডেন)
নাতি-পুতি : সান্দ্রো, এমি, লাবন্য, অপূর্ব, অবন্তী, লিয়ান ও লিডিও
স্ত্রী - মুকুল সেবাষ্টিনা রোজারিও

Edited & Published by Fr. Bulbul Augustine Rebeiro, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: weekly.pratibeshi.org